পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 231 Tuesday, 22 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩১ সংখ্যা ❋ ৫ শ্রাবণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২২ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

২৭ জুলাই থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক

সংসদে এবার নিয়ম করে বাংলা বলব, দেখি কার গায়ে কত জ্বালা অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মহা-ইভেন্ট শাসকদলের। বাঙালি অস্মিতাকে সামনে রেখেই বক্তব্যের শুরু তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সুর বেঁধে দিলেন অভিষেক। আর সেটাতেও রইল বাঙালি অস্মিতার ছোঁয়া। গত কয়েক মাসের বাংলার রাজ্য রাজনীতি তপ্ত ঠিক এই ইস্যুতেই। ভিন রাজ্যে গিয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলা ভাষায় কথা বলে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। গত সপ্তাহেই বাঙালি অস্মিতার রক্ষার স্বার্থে পথে নেমেছিলেন মমতা-অভিষেক। একুশের সভার বিষয়বস্তু কী হতে পারে, তার সুর সেদিনই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। কলেজ স্কোয়ারের মঞ্চ থেকে সেদিনই কেন্দ্রের 'গুপ্ত' নোটিফিকেশন জারি করার অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার অভিযোগ ছিল, কেন্দ্র নাকি একটি নোটিফিকেশন জারি করেছে, যে বাংলা ভাষাতে কথা বললেই ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। সেই মর্মে ভিন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে মমতা অভিযোগ করেন। একুশের মঞ্চ থেকে ঠিক এখান থেকেই শুরু করেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, ''বাংলার মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চায়। বিজেপিকে আমরা ছাব্বিশের পর ওই ক্যাম্পে নিয়ে যাব। বিজেপিকে কোনও জায়গা ছাড়া চলবে না।'' সংসদেও অধিবেশনে বাংলায় কথা বলার পরামর্শ দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''বাংলায় কথা বললে বিজেপির নেতা, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাংলাদেশি! আজ ১৫ দিন হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা করেছেন? একজন মুখ্যমন্ত্রী, পদে বসে বলছেন, বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি!'' এরপরই অভিষেক বলেন, ''গর্ব করে বলব, আর আমাদের এবার নিয়ম করে নেওয়া উচিত, অন্তত এই সেশনে সংসদে বাংলায় বক্তব্য রাখব, দেখি কার গায়ে জ্বালা। আগে দিনে যদি ১০ বার বলতাম, এখন পাঁচশো বার বলব।'' বিজেপিকে অভিষেকের খোঁচা, ''আজকে বলছে জয় মা কালী, ছাব্বিশের নির্বাচনের পর জয় বাংলা বলাব।''

পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফেরার আহ্বান মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ ২১ জুলাইয়ের ধর্মতলার সভামঞ্চ থেকে বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা ও স্বাভিমানের পক্ষে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার উপর চলা 'অত্যাচার'এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, এবার ভাষার লড়াই ফের শুরু হবে। দিলেন আন্দোলনের রূপরেখা। হুঁশিয়ারির সুরে বললেন, ''ভাষা রক্ষার শপথ নিচ্ছি, প্রয়োজনে জীবন দেব, তবু বাংলা ভাষার উপর এই সন্ত্রাস মেনে নেওয়া হবে না।'' মমতার বার্তা, ''তৃণমূলের দর্শন একটাই- বাম-বিজেপির বিসর্জন।'' কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, ''২৭ জুলাই নানুর দিবস থেকে শুরু হোক প্রতিবাদ- মিটিং, মিছিল করুন। ২৬ এর নির্বাচন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কোনও আঘাত সহ্য করা হবে না। কোনও পরিযায়ী পরিবারের উপর যদি অত্যাচার হয়, তাদের পাশে দাঁড়ান।'' ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশেও মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ''বাংলায় ছ'টি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে। দেউচা-পাঁচামিতে কাজ শুরু হচ্ছে। শিল্প আসছে বাংলায়। ফিরে আসুন, এখানে কাজের অভাব হবে না।'' সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আসানসোলে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ''৫৪ কোটি টাকা তো রাজ্য সরকারই দিয়েছে। টাকা দেব আমরা, আর ফিতে কাটবেন আপনারা? এটা চলবে না।'' বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলার উন্নয়ন দেখে ভয় পাচ্ছে ওরা। তাই বাংলাকে টার্গেট করছে। বাংলা ভাষার উপর কেন এই সন্ত্রাস? এই বাংলা তো স্বাধীনতার জন্য লড়েছে, নবজাগরণের জন্মস্থান এই মাটি। বাংলার মানুষকে যদি বাংলা বলার অপরাধে বাইরে গ্রেফতার করা হয়, তবে লড়াই হবে দিল্লিতে গিয়েও।'' আবারও একবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, ''আমি ছাড়ার লোক নই। দরকারে আবার ভাষা আঃেদালন শুরু হবে। বাংলার মাটি দুর্বৃত্তদের হবে না।'' এদিন ভোটসমীক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিহার থেকে ৪১ লক্ষ ভোটার বাতিলের পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই 'ভুল' মোটেও নয়। তাঁর হুঁশিয়ারি, ''বাংলায় একটা ভোটারও বাদ গেলেই ঘেরাও কর্মসূচি হবে। প্রতিবাদ হবে। মিছিল হবে। স্লোগান হবে।'' এরপরেই একটি তালিকা হাতে তুলে মমতা বলেন, ''এই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় আমরা কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকাতে দেব না।'' ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেও এল পহেলগাঁও প্রসঙ্গ। উঠে এল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''আপনাদের কন্ট্রোল করছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।'' এ দিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বাংলা ভাষা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে গিয়ে যেভাবে আক্রমণ, হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য, তার তীব্র প্রতিবাদ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি। অন্য ভাষাকে অসম্মান করি না। আমাদের রাজ্যে দেড় কোটি ভাই বোন রয়েছে, তাদের উপরে তো কোনও সন্ত্রাস হয় না। আপনারা কেন আমাদের রাজ্যের শ্রমিকদের উপরে সন্ত্রাস করছেন? দরকারে আবার ভাষা আন্দোলন হবে। দেখতে চাই কত সাহস আপনার, কত জেল আছে।'' নাম না করেই প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বাংলা ভাষায় কথা বললে অ্যারেস্ট করবেন, আর টেলি প্রম্পটার দেখে দুটো বাংলা কথা বলবেন? মনটা বড় করতে শিখুন। দেশের কী অবস্থা? আপনাদের কন্ট্রোল করছে আমেরিকা প্রেসিডেন্ট। কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে পারলেন না? এত রক্তের বিনিময়েও? আপনারা না হিন্দু না মুসলমান, না হিন্দু, না খ্রিস্টান। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যখন কোমরে দড়ি বেঁধে পাঠিয়ে দিলেন, তখন আপনারা প্রতিবাদ করেননি কেন? আগে নিজেদের আয়নায় দেখুন, তারপর বলুন।'' এ দিন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, অসমে কালী মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা যদি বাংলায় হতো তাহলে বলা হত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপুজো, সরস্বতী পুজো করতে দেয় না। তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রশ্ন, ''একমাত্র ভোটের সময়ই কি আপনাদের কালী-দুর্গার কথা মনে পড়ে?'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, যেহেতু সামনেই ভোট সেই কারণে বিজেপি ভোটের আগে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছেন। এরপর এ দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''জগন্নাথ ধামের মতোই আগামী দিনে দুর্গাঙ্গন বাংলায় হবে।'' অর্থাৎ বাংলায় আরও একটি মন্দিরের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত, আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন। সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জয় দুর্গা-জয় মা কালী স্লোগান দিয়েছিলেন। সেই বিষয়টিকেই কটাক্ষ করে অভিষেকের বক্তব্য, এত দিন জয় শ্রীরাম বলত বিজেপি এখন সেটা জয় মা দুর্গা ও জয় মা কালী বলছে। তৃণমূল নেতা এও বলেন, ''জয় মা কালীতে বলিয়েছি। এরপর ছাব্বিশের ভোটের পর জয় বাংলাও বলাব।'' একুশের সভামঞ্চে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গেল পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলায় নিহত বিতান অধিকারীর বৃদ্ধ বাবা-মাকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। বিতানের বাবার জন্য ১০ হাজার টাকার পেনশন ফান্ড ও স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের ব্যবস্থা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা শেষে বিতানের বয়স্ক বাবা-মাকে হাত ধরে বের করে আনতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে।

ছবি- সৌরভ দত্ত

'ধর্মতলায় কয়েক হাজার রোহিঙ্গা-চোরেদের সমাবেশ!' ২১-র ভিড়কে খোঁচা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাইঃ তৃণমূল প্রতিবার দাবি করে ২১ জুলাই ধর্মতলায় রেকর্ড ভিড় হয়। এইবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা অভিযান কর্মসূচি থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের ভিড় আদতে রোহিঙ্গা, চোরেদের! উত্তরকন্যা অভিযানে যোগ দেওয়ার আগেই শুভেন্দুর কটাক্ষ ছিল, তৃণমূলের ২১-র কর্মসূচি আদতে কোনও সভাই নয়। ওখানে পাগলু ডান্স হয়, জোর করে লোক নিয়ে আসা হয়। শিলিগুড়ির সভামঞ্চ থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ধর্মতলায় যে ভিড় তা আদতে রোহিঙ্গা এবং দাগি চোরেদের। তাদের সামনেই বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের একাধিক নেতারা গরু পাচার, কয়লা পাচার সহ নানা আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু খোঁচা দিয়ে বলেন, ''আজ বাংলায় কোথাও গরু বা কয়লা পাচার হয়নি। গাছ-কাঠ চুরি বন্ধ, কাপড়জামা শুকোতে দিতে পারছেন। কারণ এসব নিয়ে পালানোর লোক নেই। সবাই ধর্মতলায় জোড়ো হয়েছে ডিম-ভাত কর্মসূচিতে।'' এদিকে তাঁদের কর্মসূচিতে আগত সমর্থকদের কুর্নিশ জানিয়েছেন শুভেন্দু। বিজেপি বিধায়কদের কথায়, তাঁরা তাঁদের না ডিম-ভাত দিতে পেরেছেন, না এসি বাস-গাড়ি দিতে পেরেছেন। এমনকী, জলও দিতে পারেননি। তা সত্ত্বেও শয়ে শয়ে মানুষ এসেছেন। এইভাবেই আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলে বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এদিকে এই কর্মসূচি শুরুর মুখেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী-নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, ''তৃণমূলের চোর নেতা, মন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর কারণে 'উত্তরন্যা' অপবিত্র হয়েছে। আমরা এই অভিযান করে উত্তরকন্যাকে পবিত্র করব।'' পাশাপাশি তাঁর মন্তব্য, আজকের অভিযানে আমরা উত্তরবঙ্গের কর্মী-সমর্থকদের 'উত্তরকন্যা' দেখিয়ে নিয়ে যাব। ২০২৬ সালের পর এখানেই বসবে বিজেপির মন্ত্রিসভা। এদিন আগামী ৪ অগস্ট বিজেপির মোট ৬৫ জন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে কোচবিহারে অভিযান চালানোর কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। সেখানে গিয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। এরপর উত্তরকন্যা অভিযান হবে। শুভেন্দু এদিন উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ''সেদিন আপনাদের আসতে হবে না। আমরা বিধায়করা যাব। সচিবের সঙ্গে কথা বলব।'' সম্প্রতি পরপর বিজেপি বিধায়কদের উপর হামলার ঘটেছে। নিখিল দে, বরেণ বর্মন, সুশীল বর্মনরা মার খেয়েছেন বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন উত্তরকন্যা অভিযানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নন্দীগ্রামের বিধায়ক জানান, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকায় এদিন উত্তরকন্যায় যাননি তাঁরা।

এসএসসির নতুন নিয়োগ বিধিতে হস্তক্ষেপ নয়

সুপ্রিম কোর্টে 'বঞ্চিত'দের মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগ বিধির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছিল, তা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'বঞ্চিত' দাবি করে যাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, তাঁদের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। এদিন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীদের উদ্দেশে সোজাসাপটা প্রশ্ন তোলেন, ''আপনারা কারা? যোগ্য না অযোগ্য? অযোগ্যদের তো বাদ দেওয়া হয়েছে।'' এবং সাফ জানিয়েও দেন, ''আমরা কোথাও বলিনি, আগের বিধি মেনে নিয়োগ চালু রাখতে হবে। আমাদের রায় ছিল নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার পক্ষে। কিন্তু সেখানে কীভাবে নিয়োগ হবে, সেটা নির্ধারণের দায়িত্ব এসএসসি-র।'' প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের জেরে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল হয়ে যায়। যার ফলে ২৫,৭৩৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি খারিজ হয়ে যায়। ২০২৪ সালের সেই রায় এসেছিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ থেকে, যার সদস্য ছিলেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমারও। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এসএসসি নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তির কিছু অংশ নিয়ে আপত্তি তোলেন কিছু প্রার্থী, বিশেষ করে আগের ওয়েটিং লিস্টে থাকা ব্যক্তিরা। তাঁদের দাবি, পুরনো নিয়ম অনুযায়ীই নতুন নিয়োগ হোক। সেই দাবিতেই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন তাঁরা। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ সেই মামলাগুলিও খারিজ করে দেয়। আদালতের সাফ বার্তা, কমিশন ও পর্ষদ বর্তমান অচলাবস্থার জন্য দায়ী হলেও, দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করাই এখন মূল লক্ষ্য। না হলে ভবিষ্যতে জটিলতা আরও বাড়বে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে যান। কিন্তু শীর্ষ আদালতও তাঁদের দাবিকে গ্রহণযোগ্য মনে করল না। বিচারপতি কুমার সোমবার মামলার শুনানিতে বলেন, ''এসএসসি একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। কীভাবে নিয়োগ হবে, সেই সিদ্ধান্ত তারা নিতেই পারে। আমরা শুধু বলেছিলাম নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে। নির্দিষ্ট কোনও নিয়োগ বিধি চাপিয়ে দিইনি।'' তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, যেই বেঞ্চ ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের রায় দিয়েছিল, তিনি সেই বেঞ্চের সদস্য ছিলেন। তাঁর কথায়, ''সেই সময় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই আমরা রায় দিয়েছিলাম। আমি তখনও সহমত ছিলাম, আজও আছি। এই প্রেক্ষিতে আপনাদের দাবি মানা সম্ভব নয়।'' মামলাকারীরা নিজেদের 'বঞ্চিত' দাবি করলেও, আদালত তাঁদের যুক্তি মানতে নারাজ। পর্যবেক্ষণে বিচারপতিরা বলেন, ''আপনারা নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হননি। যোগ্যদের তালিকায় নেই, অযোগ্যদের তালিকায়ও নন। তাহলে আপনাদের দাবি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?'' এই মন্তব্যেই পরিষ্কার, আদালত চাইছে চলমান অচলাবস্থার অবসান হোক, যাতে শিক্ষক নিয়োগের কাজ দ্রুত শুরু করা যায়। কারণ, বিলম্ব মানেই শিক্ষাব্যবস্থার আরও ক্ষতি।

'খুব সুন্দর রাস্তা মেইনটেন হয়েছে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ 'মানুষের যেন কোনও সমস্যা না হয়'। একুশে জুলাইয়ের মামলা নিয়ে আগেই বলেছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সোমবার এজলাসে বিচারপতি পুলিশের ঢালাও প্রশংসা করলেন। বললেন, ''রাস্তা খুব সুন্দর মেইনটেন হয়েছে''। সোমবার সকালে এজলাসে বসেই কলকাতা পুলিশকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। কমিশনারকে সতর্ক করে গাইড লাইন দিয়েছিল এই আদালত। আজ এজলাসে বসেই রাস্তার হাল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। এ দিন বিচারপতির সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন নিউ আলিপুর থেকে আসা এক আইনজীবীও। তিনি দাবি করেন, আজও অন্য দিনের মতো একই সময়ে তিনি বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে কোর্টে পৌঁছেছেন। বিচারপতির বক্তব্য, ''আমি তো বরাবর বলি কলকাতা পুলিশের উপর আমার ভরসা আছে।''

বিমান দুর্ঘটনায় শোকাচ্ছন্ন বাংলাদেশ, মৃত্যু বেড়ে ১৬, অগ্নিদগ্ধ শতাধিক পড়ুয়া, শোক ইউনুসের

ঢাকা, ২১ জুলাইঃ সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশ সেনা জানিয়েছে, ঢাকার অভিজাত এলাকা উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়ে। সেখানে মাইলস্টোন কলেজ ও স্কুল রয়েছে। কলেজের ছাদে ভেঙে পড়ে বিমানটি। এদিকে বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় দ্রুত বাড়ছে মৃত্যু। এখনও পর্যন্ত ১৬ জন মারা গিয়েছে বলে সে দেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। আহতের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। আহতদের বেশিরভাগ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী। ভেঙে পড়া বিমানের আগুনে তাদের দেহের অনেকাংশ পুড়ে গিয়েছে। তিনটি বড় হাসপাতালের এখনও পর্যন্ত একশোর বেশি জনকে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অনেকেই শিশু কিশোর। বাংলাদেশের প্রথমসারির খবরের কাগজ প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণে আহতদের কয়েকনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। মৃতদের নাম জানা যায়নি। সোমবার দুপুরে ঢাকার অভিজাত এলাকা উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজের ছাদে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করেছে। ভেঙে পড়া মাত্র বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ছাদ ভেঙে বিমানটি বেশ কয়েকটি

ক্লাসরুমের উপর পড়ে। পড়ুয়া ও শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী মিলিয়ে বেশ কয়েকজন আহত হন। অগ্নিদগ্ধ একজন সেনা বাহিনীর সম্মিলিত সেনা হাসপাতালে মারা যান। ঘটনার পর চার ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও বিমান বাহিনী বিমানের পাইলট এবং অন্য যাত্রীদের বিষয়ে কিছু জানায়নি। ঘটনাস্থলে ভিড় করেছেন উদ্বিগ্ন বাবা মায়েরা। অনেকেই এখনও সন্তানকে খুঁজে পাননি। সেনা, পুলিশ ও দমকল বাহিনীর ধারণা বিমানের নীচে আটকা পড়েছে বেশ কয়েকজন। তাঁদের এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। শোক বার্তায় তিনি বলেছেন, 'রাজধানীর দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এফ-৭বিজিআই প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনায় আমি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।' এই দুর্ঘটনায় বিমানসেনা ও মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক-কর্মচারীসহ অন্যান্যদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। জাতির জন্য এটি একটি গভীর বেদনার ক্ষণ। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসহ সকল কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার নির্দেশ প্রদান করছি। সরকার দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে।'

আত্মসমর্পণ নয়, রুখে দাঁড়ানোই পরম্পরা একুশে বার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ আত্মসমর্পণ নয়, রুখে দাঁড়ানোই আমাদের পরম্পরা- ২১শে জুলাইয়ের সকালে এক্স হ্যান্ডলে লিখলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক লেখেন, শহিদ দিবসে আমাদের মনে রাখতে হবে, বুলেট শরীরকে মারতে পারে, বিশ্বাস নয়। বাংলার উদ্যমকে কোনও ভাবেই পিষে দেওয়া যাবে না। ১৯৯৩ সালের ১৩ জন সাহসী সে দিন শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু তা ক্ষমতা দখলের লড়াই ছিল না, ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। সেই আন্দোলন আমাদের রাজ্য ও আমাদের দেশের ভবিষ্যকে নতুন পথ দেখিয়েছিল। গণতন্ত্র রক্ষায় আজও সেই অঙ্গীকারকে নিয়ে চলতে হবে, একতা দিয়ে ঘৃণাকে পরাস্ত করতে হবে, বার্তা দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ এই মঞ্চে বলেন।

এনআরসি ইস্যুতে একুশের মঞ্চে সরব তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ একুশের মঞ্চে এনআরসি ইস্যুতে বিজেপি বিরোধিতায় সরব রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব। তাঁর কথায়, শিলচরের মেয়ে আমি, ভাষা শহিদের মাটি। অসম প্রথম থেকে বঞ্চিত। অনুপ্রবেশের রাজনীতি নিয়ে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে। বিভাজনের রাজনীতি করছে এই ডবল ইঞ্জিন সরকার। বলতে চাই, বিজেপি অসমে গত ১০ বছরে অনুপ্রবেশ রুখতে কী পদক্ষেপ করেছে? অসমের গোয়ালপাড়া সব থেকে বড় ডিটেনশন ক্যাম্প। আমরা এনআরসি মেনে নিয়েছিলাম। ৬ বছর আমরা কাগজ দেখিয়েছি। কিন্তু সমাধান হয়নি। ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছে। কাদের নাম বাদ গেল? হিন্দু বাঙালি, হিন্দু অসমিয়া, মুসলমান সবার নাম। এর কোনও সমাধান হয়নি। ২৬ এর ভোটে বিজেপিকে রুখতে হবে। না হলে বাংলা ভাষাকেও অনুপ্রবেশের ভাষা বলে দেবে।

তৃণমূলকে বিঁধে অভিযান থেকে উত্তর কন্যাকে 'পবিত্র' করার'শপথ' শুভেন্দু-শঙ্করদের

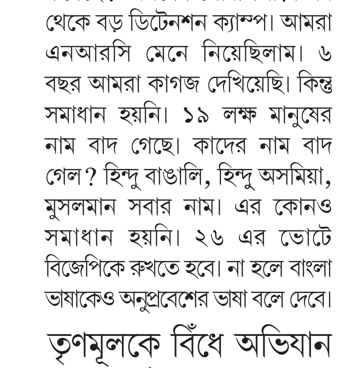

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ ২১ জুলাই একদিকে যখন কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সভা কর্মসূচি হচ্ছে, সেই একই সময়ে বিজেপির যুব মোর্চার ' উত্তরকন্যা 'অভিযান' ঘিরে উত্তাল শিলিগুড়ি। কর্মসূচি থেকেই উত্তরকন্যাকে 'পবিত্র' করার ডাক দিলেন শঙ্কর ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীরা।এই কর্মসূচি শুরুর মুখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী-নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূলের চোর নেতা, মন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর কারণে ' অপবিত্র হয়েছে। আমরা এই অভিযান করে উত্তরকন্যাকে পবিত্র করব।পাশাপাশি তাঁর মন্তব্য, আজকের অভিযানে আমরা উত্তরবঙ্গের কর্মী-সমর্থকদের ' উত্তরকন্যা দেখিয়ে নিয়ে যাব। ২০২৬ সালের পর এখানেই বসবে বিজেপির মন্ত্রিসভা।এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি জুড়ে বিজেপির হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-সহ একাধিক জেলা থেকে বাসে করে কর্মী-সমর্থকরা এসে এই অভিযানে যোগ দেন বলে মনে করা হয়েছে।

ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যখন আপনারা সবাই ২০১৪ সালে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তখন আমাদের দেশ ভঙ্গুর পাঁচের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ২০১৪ সালের আগে, আমরা বিশ্ব অর্থনীতিতে ১০ নম্বরে ছিলাম। এখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে দেশে একটা সময় ছিল যখন মুদ্রাস্ফীতির হার দুই অঙ্কে ছিল। এখন এই হার প্রায় দুই শতাংশে নেমে আসার পাশাপাশি এটি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি এবং সুবিধার বিষয় হয়ে উঠেছে। ২৫ কোটি দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে, যা বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রশংসা করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নতুন আত্মবিশ্বাস এবং নকশালবাদের অবসানের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেক জেলা এখন নকশাল-মুক্ত। আমরা গর্বিত যে ভারতীয় সংবিধান নকশালবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে উঠছে। 'লাল করিডর' 'সবুজ বৃদ্ধি অঞ্চলে' রূপান্তরিত হচ্ছে।আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন।

দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো।

ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ ।অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, ভারতে তৈরি সামরিক শক্তির নতুন রূপের প্রতি বিশ্ব খুবই আকৃষ্ট হযেছে। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের প্রভুদের আস্তানা ২২ মিনিটের মধ্যে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতে তৈরি সামরিক শক্তির এই নতুন রূপের প্রতি বিশ্ব খুব আকৃষ্ট হয়েছে। এখন যখনই আমি বিশ্বের মানুষের সঙ্গে দেখা করি, ভারতের তৈরি অস্ত্রের প্রতি বিশ্বের আকর্ষণ বাড়ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এই বাদল অধিবেশন বিজয়ের উদযাপন। গোটা বিশ্ব ভারতের সামরিক শক্তির বীরত্ব দেখেছে। অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল তা ১০০ শতাংশ অর্জন করা হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ২২ মিনিটের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের প্রভুদের বাড়িঘর মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রাবণে শিবের উপাসনা, ভোলেবাবার আশীর্বাদ পেতে শৈবতীর্থে ভক্তদের ভিড়

কলকাতা ও অযোধ্যা, ২১ জুলাইঃ বাংলা বছরের চতুর্থ মাস হল শ্রাবণ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রাবণ মাস হল দেবাদিদেব মহাদেব এবং দেবী পার্বতীর পুনর্মিলনের মাস। শ্রাবণ মাসে দেবাদিদেব মহাদেবের পুজো করার ফলে বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। পুরাণ মতে, এই শ্রাবণ মাসেই দেবাদিদেব মহাদেব সমুদ্রমন্থনে প্রাপ্ত হলাহল পান করে পৃথিবীকে বিষমুক্ত করেন।শ্রাবণ মানেই শিবের মাস। ভোলেবাবার আশীর্বাদ লাভের আশায় অনেকেই সোমবারের ব্রত পালন করেন। শিবভক্তরা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মহাদেবের মাথায় জল ঢালেন। সোমবার তারকেশ্বের মন্দিরে শিবের মাথায় জলাভিষেক করেন অগণিত ভক্তরা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও এদিন শৈবতীর্থগুলিতে ব্যাপক ভি। লক্ষ্য করা গিয়েছে শিবভক্তদের।পবিত্র শ্রাবণ মাসের সোমবারে অযোধ্যার নাগেশ্বরনাথ মন্দিরে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। প্রয়াগরাজের মানকামেশ্বর মন্দিরেও প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের বাইরেও ভক্তদের দীর্ঘ লাইন ছিল। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সিইও বিশ্বভূষণ মিশ্র মন্দিরের বাইরে লাইনে অপেক্ষারত ভক্তদের উপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করছেন। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে ভস্ম আরতি করা হয়। ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে প্রচুর সংখ্যক ভক্ত আসেন এবং প্রার্থনা করেন।

সমাপ্ত অসম বিজেপির দুদিবসীয় চিন্তন বৈঠক, অংশগ্রহণ দলের শীর্ষ নেতৃবর্গ সহ রাজ্যের সব মন্ত্রী-বিধায়ক

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই ঃ রবিবার সমাপ্ত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ কমিটির দুদিবসীয় গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন বৈঠক। বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতাবর্গ সহ অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যের সব মন্ত্রী এবং বিধায়কগণ। আগামী বছর রাজ্য বিধানসভা নিব্বাচন। আসন্ন নির্বাচনে দলীয় রণকৌশল নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে দুদিনের চিন্তন বৈঠকে। চিন্তন বৈঠকে দলের সবলীকরণ, রণকৌশল, রাজ্যে দলীয় কাজকর্মের সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া আসন্ন বিধানসভা নিব্বাচনকে মাথায় রেখে ঘরে ঘরে গিয়ে জনসম্পর্ক বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বৈঠকে।দুদিনের বৈঠকে দলের প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সব মন্ত্রী-বিধায়কদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কাজের নিরিখে টিকিট প্রদান করা হবে। বিদ্যমান মন্ত্রী এবং বিধায়কদের পারফর্মেন্স দেখে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য টিকিট প্রদান করবে দল। এছাড়া রাজ্যে বিরোধী দলগুলিকে মোকাবিলা করতে কিছু

কৌশল নিয়েছে প্রদেশ বিজেপি।দুদিনের বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি দিলীপ শইকিয়া ও মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ছাড়াও অংশগ্রহণ করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্ব্বানন্দ সনোয়াল, অসমে দলের প্রভারী হরিশ দ্বিবেদী, রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কো-অর্ডিনেটর ড. সম্বিত পাত্র, জ্যেষ্ঠ নেতা ভি মুরলিধরণ, রাজ্য সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জিআর রবীন্দ্র রাজু এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতা ও অসম সরকারের সব মন্ত্রী ও বিধায়কবৃন্দ উপস্থিত ছিল।

তেত্রিশ বছর ধরে ২১জুলাই দিনটা আমরা শহীদ দিবস, গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস হিসাবে পালন করি,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতাঃতেত্রিশ বছর ধরে ২১জুলাই দিনটা আমরা শহীদ দিবস, গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস হিসাবে পালন করি,মুখ্যমন্ত্রী,মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় ।এই সংগ্রাম সেদিন শেষ হবে যেদিন দিল্লি থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে পারবো।আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৯৪ টা প্রকল্প আছে। সামাজিক স্কিম।গত কয়েক বছরে ৪০ শতাংশ বেকারত্বের হার আমরা কমিয়েছি। বিজেপি বলেছিলো প্রতি বছর দুই কোটি বেকারকে কাজ দেবে।বিচারের বানী নিরবে নিভৃতে কাঁদছে। আগেরবার বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙ্গেছিলো। আর এই দেখুন বিজেপির সার্কুলার। আমাদের পাঠায় নি, বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলোকে পাঠিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যাকে মনে হবে, সন্দেহ হবে বাংলাদেশি বলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।বাংলা ভাষার উপর চলছে বিরাট সন্ত্রাস। বাংলা এসব মানবে না। এখানে সব মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হবে।বিজেপির একজন বলছেন এখানে নাকি ১৭ লক্ষ রোহিঙ্গা রয়েছে। আরে সারা পৃথিবীতে কত রোহিঙ্গা আছে ? একটা রিপোর্ট বলছে সারা পৃথিবীতে মোট প্রায় ১৩১৪ লক্ষ রোহিঙ্গা আছে , বলে মনে করা হয়

লোকসভায় তুমুল হট্টগোল, দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি নিম্নকক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনই উত্তাল হল লোকসভা ও রাজ্যসভা। সোমবার প্রথমে দুপুরে বারোটা, পরে দুপুর দুটো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন।পহেলগাম হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দাবিতে বিরোধী সাংসদদের স্লোগান প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, আলোচনার এজেন্ডা নির্ধারণের জন্য দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে কার্য উপদেষ্টা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তারা (বিরোধী সাংসদরা) এখানে (কক্ষের ওয়েলে) প্রতিবাদ করছেন। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে এভাবে প্রতিবাদ করা ঠিক নয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তুমুল হট্টগোলের কারণে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন বলে মনে করা হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানা।

বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার প্রয়াত আজিজুল হক

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ প্রয়াত হলেন প্রাবন্ধিক, বক্তা, এবং বামপন্থী চিন্তক আজিজুল হক। সোমবার দুপুরে প্রয়াত হলেন তিনি।বাড়িতে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যাওয়ার পর থেকে শারীরিক পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকে। ভর্তি ছিলেন সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে দিন কেটেছে, শরীরে রক্তে সংক্রমণ ধরা পড়ে মারাত্মকভাবে। একের পর এক জটিলতা কাটিয়ে ওঠার লড়াই চলছিল, কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না।নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন আজিজুল হক, ভারতের সেই সময়ের বামপন্থী রাজনৈতিক মানচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য নাম। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর সিপিআই (এম-এল)-এর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। তাঁর লেখা কারাগারে ১৮ বছর বইটি নকশাল আন্দোলন ও সাতের দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।আজিজুল হকের জীবনের একটি বড় অংশ কেটেছে জেলে। নানা অভিযোগে, যার মধ্যে বিতর্কিত হত্যাকাণ্ডও রয়েছে, তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পেলেও ১৯৮২ সালে আবার গ্রেফতার হন। ১৯৮৬ সালে জেলের মধ্যে তাঁর উপর হওয়া শারীরিক নির্যাতন এবং রাজ্য কারাগারগুলোর করুণ পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির পর বামফ্রন্ট সরকারের দুই মন্ত্রী-দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন চক্রবর্তী-জেলে গিয়ে দেখা করে বলেন, তাঁর প্যারোলে মুক্তি পাওয়া উচিত।

জাস্টিসের সংখ্যা বেড়ে ৪০, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ ৬ বিচারকের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ দিল্লি হাইকোর্টে মোট বিচারকের সংখ্যা বেড়ে হল ৪০। সোমবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোট ৬ জন বিচারপতি। এই ৬ জন বিচারপতি হলেন, বিচারপতি ভি. কামেশ্বর রাও, বিচারপতি নীতিন ওয়াসুদেও সাম্ব্রে, বিচারপতি বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল, বিচারপতি অরুণ কুমার মোঙ্গা এবং বিচারপতি ওম প্রকাশ শুক্লা।সোমবার সকালে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এই ৬ জনকে বিচারপতি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। এর ফলে দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৪০ জনে দাঁড়িয়েছে, বলে মনে করা হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানা।

দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে খাড়গে-কে জন্মদিনে শুভেচ্ছা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেস সভাপতির দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকালে টুইট করে লিখেছেন, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কংগ্রেসের পক্ষ শুভেচ্ছা বার্তায় জানানো হয়েছে, আমাদের সম্মানিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেজি! জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা! ন্যায়বিচার ও সাম্যের একজন নিরলস সমর্থক, তিনি অতুলনীয় সাহস, প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব অটল সততার সঙ্গে সংবিধানকে সমুন্নত রাখার আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করে।

ঢাকায় ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, মৃত্যু তিনজনের

ঢাকা, ২১ জুলাই ঃবাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তরায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এফ-৭ বিজিআই প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে বাহিনীর সদর দফতরের কন্ট্রোল রুম থেকে ডিউটি অফিসার খালেদা ইয়াসমিন এমনটা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিমান দুর্ঘটনায় একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।প্রশাসন সূত্রের খবর, দুপুর ১টা ১৮ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, উত্তরা মাইলস্টোন কলেজ ক্যাম্পাসে একটি প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়েছে।এদিকে, দুর্ঘটনাটির পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভিডিও ছাড়িয়ে পাছে। ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার পর শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ আতঙ্কিত লোকজন ছোটাছুটি করেছে।

ফিডে মহিলা বিশ্বকাপঃহাম্পি প্রথম ভারতীয় হিসেবে সেমিফাইনালে উঠলেন

জর্জিয়া, ২১ জুলাইঃ রবিবার জর্জিয়ার বাতুমিতে অনুষ্ঠিত ফিডে মহিলা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে পৌঁছে ইতিহাস গড়লেন কোনেরু হাম্পি।ভারতের হাম্পি প্রথমটি জয়ের একদিন পর চীনের ইউক্সিন সং-এর বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় ক্লাসিক্যাল খেলাটি ড্র করে, ১.৫-০.৫ স্কোরলাইন নিয়ে প্রতিযোগিতাটি জিতে নেয়।২০২৩ সালে শেষ সংস্করণে হারিকা দ্রোণাভল্লির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা পূর্বে কোনও ভারতীয় মহিলার সেরা পারফরম্যান্স ছিল।হাম্পি পরবর্তী মুখোমুখি হবেন শীর্ষ বাছাই চীনা লেই টিংজির, যিনি তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে নানা জাগনিদজেকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছিলেন বলে জানান।

রাশিফল

মেষঃআপনি আজ আপনার নিজের জিনিস সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেটিকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করার বিষয়ে কম উৎসাহী হবেন। আপনার এই আগলে রাখার কারণ কোনও বিশেষ মানুষও হতে পারে।
বৃষঃমধু যেমন মৌমাছিদের আকর্ষণ করে, তেমনি টাকাপয়সা আপনাকে নিজের দিকে টানবে, ফলে আপনার দৃষ্টি আজ অনেকটাই অর্থের দিকে থাকবে। আজ আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কাজেই অর্থের শক্তি উপভোগ করুন। বিবাহের যোগ।
মিথুনঃআজকে আপনি সবকিছু নিয়ে দোটানায় ভুগবেন, কেননা আপনার মেজাজ অপ্রত্যাশিতভাবে ওঠানামা করবে। এর ফলে, প্রবল মানসিক চাপ হবে। পরিবারের সদস্য ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে, আপনি আপনার উদ্বেগ কমাতে পারেন। আজকে আপনাকে স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে এবং আপনার শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে। নিজের মনের কথা শুনুন এবং শুভাকাঙ্খীদের উপদেশ অনুযায়ী এগিয়ে যান।।
কর্কটঃঅন্য লোকজনের সম্ভবত আপনাকে খিটখিটে ও কপট মনে হবে। নিজের সুস্থির স্বভাব ধরে রাখুন। যদি নিজের সুনাম ধরে রাখতে চান এবং সম্পর্কগুলিকে বাঁচাতে চান, তাহলে অন্যদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবেন না।।
সিংহঃঘর সাজিয়ে বা সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে, আপনি নিজের বাড়িকে এক নতুন রূপ দিতে চাইবেন। আপনি ফেলে দেওয়া আবর্জনাগুলিকে অসাধারণ কাজে লাগাবেন ও আপনার বাসার পরিবেশ উন্নত করার জন্য দারুণ কিছু শৈল্পিক জিনিস তৈরি করবেন।
কন্যাঃ মন উদার রাখুন এবং আপনার কল্পনাশক্তিকে মুক্তভাবে বইতে দিন। আজকে আপনি সৃজনশীল বোধ করবেন এবং আপনার উদ্ভাবনী ধারণাগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবেন। ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং আপনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন, এরকম কিছু কিছু বিষয়ে ফল পাবেন।
তুলাঃআপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আনন্দময় মুহূর্তগুলি একটি চাপযুক্ত দিনের জন্য সেরা প্রতিকার। আপনি আজকে দুষ্টু মিষ্টি মেজাজে থাকবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে, আপনি হয়তো আপনার আর্থিক অবস্থার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাবেন না। এটি আপনাকে আপনার আয় বাড়ানোর উপায়গুলি সন্ধান করতে বাধ্য করতে পারে।
বৃশ্চিকঃসমঝোতা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসার মূল চাবিকাঠিটি ধরে রাখতে পারে। আনুগত্য এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা আপনাকে আপনার সঙ্গীর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। বিবাহের যোগ।
ধনুঃআপনার মনে আজ ধর্মীয় ভাব জাগতে পারে। নরম বাদ্যযন্ত্র শুনলে আপনার মন ঠান্ডা হবে। নিজেকে সময় দিন এবং নির্জনতায় কিছু মুহূর্ত ব্যয় করুন।।
মকরঃ বিদেশ ঘুরে আপনি আপনার জ্ঞান বাড়াতে চান, কিন্তু এখন অবধি ভাগ্য আপনার অনুকূলে ছিল না। উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করার জন্য আজকে একটি ভালো দিন।
কুম্ভঃ আপনি দূরদর্শী এবং সবসময়েই সবকিছু ভালো করার দিকে নিজের শক্তিকে চালিত করতে চান।
মীনঃ আজকের দিনটি রোমান্স ও হাসিতে ভরা থাকবে। পুরনো সম্পর্কে তাজা হাওয়া ঢুকে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে, বা নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।সোম বার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।
তাপমাত্রা- ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ এবং ৮১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । ভাটা-দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৪মিনিটে

দূরবর্তী জেলা থেকে হাওড়ায় ট্রেনপথে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকেরা আসেন ২১শের সমাবেশে যোগ দিতে

দুরন্ত বার্তা, ২১ জুলাই ঃ দূরবর্তী জেলা থেকে হাওড়ায় ট্রেনপথে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকেরা আসছেন ২১শের সমাবেশে যোগ দিতে, হাওড়া স্টেশনের বাইরে অভ্যর্থনা মঞ্চ। উত্তর হাওড়ায় ক্যাম্পে ২০ হাজারেরও বেশি কর্মীর রাত্রিযাপন ও খাওয়ার ব্যবস্থা দলের তরফ থেকে। পুরো ব্যবস্থার তদারকিতে অরূপ রায়, গৌতম চৌধুরী। তৃণমূল কংগ্রেসের ২১শে জুলাইয়ের ধর্মতলার সমাবেশ ঘিরে তুঙ্গে প্রস্তুতি। রবিবার সকাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসতে শুরু করেছিলেন। কর্মীরা সারাদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাওড়ায় আসবেন বলে জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের অভ্যর্থনার জন্য হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাওড়া স্টেশনের সামনে গেট এবং মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কর্মীদের সরাসরি হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে করে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, সল্টলেক স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র সহ বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সালকিয়ার শ্রীরাম বাটিকা, শ্যাম গার্ডেন সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় রাতে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২১শে জুলাইয়ের ধর্মতলায় শহীদ সমাবেশে যোগ দিতে হাওড়া স্টেশনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক একদিন আগেই এসে পৌঁছেছেন হাওড়া স্টেশনে। পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন দূরের জেলা থেকে কর্মীরা ট্রেনপথে এসে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। রবিবার সকালে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় এবং হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং উত্তর হাওড়া বিধায়ক গৌতম চৌধুরী শ্যাম গার্ডেনে আসেন। সেখানে তাঁরা রান্নার কাজ সরোজমিন করেন। কর্মীদের জন্য মেনুতে রান্না হয়েছে ভাত, ডিম, আলুর তরকারি। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, প্রতিবার যেরকম প্রস্তুতি হয় সেরকমই প্রস্তুতি এবারেও নেওয়া হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে ক্যাম্প করা হয়েছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার অনেক ভালো হয়েছে। ইতিমধ্যেই আজকে অনেক জেলা এসে গিয়েছে। গতকালও এসেছে। সারাদিন রাত আসবে। যারা এখানে ক্যাম্পে থাকবেন তাঁদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ২০ হাজার জনের মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার সকালে খাওয়া দাওয়া করিয়ে তাঁদের বাসে করে ধর্মতলা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা হাওড়ার দায়িত্ব প্রতিবার গৌতম চৌধুরী এই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। এ বছরও তার অন্যথা হয়নি। দল নিশ্চিন্ত। প্রতিবছরই দল আলাদাভাবে ডেকে দায়িত্ব দিয়ে দেয়। দায়িত্ব যথাযথ পালন হয়। যারা দূরদুরান্ত থেকে আসবেন তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, যাতে দু'বেলা তাঁদের খাবার ব্যবস্থা হয়, তাঁরা যাতে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন এবং সকালে খাওয়া দাওয়া

করে বাসে করে পাঠিয়ে দেওয়া সব ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও যারা বিভিন্ন জেলা থেকে আসছেন তাঁদেরও হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে করে কাউকে গন্তব্যস্থলে, কাউকে সল্টলেক স্টেডিয়াম, কাউকে নবান্ন, কাউকে উপায়, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, কাউকে সল্টলেক স্টেডিয়াম বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারও কোনও অসুবিধা হবে না। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেই দিকে আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি। পুলিশি প্রশাসনও বিশেষ নজর দিয়েছে। নিজে একজন আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিই। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে কলকাতায় ধর্মতলার আশেপাশে এগারোটা পর্যন্ত মিছিল রাস্তা অবরোধ করা যাবে না। এই হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়েই কাজ করব। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও একুশে জুলাই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ২৬শে নির্বাচন আছে। সেই কারণে এবছর সমাবেশে অনেক লোক আসবেন। এছাড়াও বহু মানুষ যারা মিছিলে সামিল হন না তাঁরাও আসবেন। কারণ এবারে বাংলা ভাষাভাষী যে কান্ড করছে বিজেপি সরকার বিশেষ করে বিজেপি শাসিত যে রাজ্যগুলো আছে সেখানে যেভাবে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা যে কত বড় অন্যায় কত ভয়ংকর সেটা সবাই উপলব্ধি করেছে। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, আয়োজনটা কোনও ব্যাপার নয়। আমাদের কাছে এটা একটা নারায়ণ সেবা। এটা আমাদের কাছে একটা আনন্দ। এত গ্রামের মানুষ বাচ্চা কোলে নিয়ে পরিবারকে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখার জন্য বছরে একবার ধর্মতলা এসে পৌঁছান। শুরু থেকেই প্রায় ৩০-৩২ বছর ধরে এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে একজনই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন যাকে দেখার জন্য এত কষ্ট করে মানুষ আসেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আবেগ সেটা বাংলার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত। ৫০ বছর আগেও একজন জননেতার জন্য এরকম জনজোয়ার দেখা যায়নি। ৩০ বছর পরেও হয়তো দেখা যাবে না। এখানে ১৮ থেকে ২০ হাজার মানুষের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এটাকে মানুষের সেবা বলে মনে করি। সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস উত্তর হাওড়ায় এই ব্যবস্থা করে থাকে। এবারেও করা হয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই ব্যবস্থা করব। আমাদের নিজেদের ক্ষমতা মতো আহার এবং নিদ্রার ব্যবস্থা করেছি। এবার এখানে বেশিরভাগ বীরভূম, পুরুলিয়া কিছুটা আসানসোল থেকে কর্মীরা আসেন। আমরা পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা রেখেছি কোনও সমস্যা হয়নি। দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী বলেন, শনিবার থেকেই বহু মানুষ এসেছেন। এদিনও আসছেন। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অতিথিদের বরণ করা হচ্ছে। তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। হাওড়ায় শ্যাম গার্ডেন, শ্রীরাম বাটিকায় বিধায়ক গৌতম চৌধুরী ভালো ব্যবস্থা রেখেছেন। খাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যারা সরাসরি কলকাতায় যাবেন তাঁদের বাসে করে গন্তব্যস্থলে পাঠানো হচ্ছে। আজ ২১শে জুলাই আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কিভাবে এগিয়ে চলতে হবে তার বার্তা দেন নেত্রী। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কি রাজনৈতিক বার্তা উনি দেন কার্যত তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন কর্মীরাও।পাশাপাশি ১৩ জন শহীদের স্মৃতি তর্পণ করা হবে। এটা সারা বাংলা জুড়েই করা হয়।

লক্ষ লক্ষ কর্মী দিদির ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়বে', ২১শের মিছিলে বললেন অরূপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ 'কর্মীরা সবসময় তৈরি আছে। কালই যদি নির্বাচন হয় তাহলে কালকেই লক্ষ লক্ষ কর্মী দিদির ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়বে', ২১শের মিছিলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। ধর্মতলায় ২১শে জুলাই তৃণমূলের শহীদ সমাবেশে যোগ দিতে সোমবার হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের (সদর) এক বিশাল মিছিল হয় মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে। এদিন বেলা ১০টা নাগাদ হাওড়া ময়দান ফ্লাইওভারের নিচে হাওড়া সদরের প্রতিটি ব্লক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা জমায়েত হন। এরপর অরূপ রায়, গৌতম চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, সীতানাথ ঘোষ, ভাস্কর ভট্টাচার্য, কৈলাশ মিশ্র, শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দাস, অভিষেক চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিশাল মিছিল নিয়ে বেলা ১১টার পর ধর্মতলার সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অরূপ রায় বলেন, '২০২৬ সালের নির্বাচনে কিভাবে কাজ করব জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নির্দেশ দেবেন। তবে আমরা তাঁকে জানাতে চাই কর্মীরা সবসময় তৈরি আছে। কালকে যদি নির্বাচন হয় তাহলে কালকেই লক্ষ লক্ষ কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আগামী নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করব।'

২১শে জুলাই প্রতিবছরই নিজের রেকর্ড ভাঙেন দিদিঃ ডা ঃ শশী পাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ ২১শে জুলাই প্রতিবছরই নিজের রেকর্ড ভাঙেন দিদি। মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজার। হাওড়ায় তিনি বলেন, ২১শে জুলাইয়ের আবেগের কোনও মাপকাঠি থাকে না। আবেগে সকলেই শহীদ দিবস পালন করে। প্রত্যেকেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে চান। প্রসঙ্গত, সোমবার ২১শে জুলাই। ধর্মতলায় তৃণমূলের মেগা সমাবেশ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ট্রেনপথে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনের বাইরে মঞ্চ করে কর্মীদের অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি তৃণমূলের স্বেচ্ছাসেবকরা আগত কর্মীদের সব ধরনের সহযোগিতা করছেন। এদিন হাওড়া স্টেশনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। ২১শে জুলাই উপলক্ষে মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন তিনি। হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির নিচে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। এবং পর্যাপ্ত ওষুধ আছে কিনা সে নিয়েও খোঁজখবর নেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, ২১শে জুলাইয়ের আবেগের কোনও মাপকাঠি থাকে না। আবেগে সকলেই শহীদ দিবস পালন করে। প্রত্যেকেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে চায়। আমরা চাই প্রত্যেকেই সুস্থভাবে আসুক। গতকাল কিছু কর্মী এসেছেন। আজকেও আসছেন। তাঁরা থাকবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাজ্যের প্রতিটি কোণা থেকে মানুষ আসেন। এবছর গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ আসবেন। ২১শে জুলাই প্রতিবছরই নিজের রেকর্ড ভাঙেন দিদি। ২১ জুলাই শুভেন্দু অধিকারী উত্তরকন্যা অভিযানের জন্য বেছেছেন কারণ উনি দেখাতে চাইছেন উনি একটা পাল্টা করছেন। কিন্তু এর কোনও পাল্টা হয় না। ২১শে জুলাই কর্মসূচির বিকল্প পরের বছরের ২১শে জুলাই। প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে বললেন ৫,৪০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উনি বিহারকে ওর থেকে বেশি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বাজেটে বাংলার জন্য কি বরাদ্দ উনি করেছেন ? কেন্দ্র উন্নয়ন কিছু করেনা, স্তব্ধ করে দেয়।

গোঘাটে চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে গাছে, মৃত ১

বনস্পতি দে, গোঘাট,২১জুলাইঃদ্রুত গতিতে যাচ্ছিল চার চাকা গাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎ সেটি ধাক্কা মারে গাছে। তারপর ভয়ঙ্কর পরিণতি। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কামারপুরের ঘটনা। রবিবার বিকালে গোঘাটের হাজিপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। স্থানীয় সুত্রে জানা গেয়েছে, একটি চার চাকা গাড়ি কামারপুকুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের মাংরুল যাচ্ছিল। সেই সময় পথে হাজীপুরের করপুকুর এলাকায় একটি গাছে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির ভিতরে গাড়ির চালক সহ চারজন ছিলেন। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয় গাড়িতে থাকা চার জন। স্থানীয়রাই দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। আহতদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিন জনকে আরামবাগ মেডিকেল হাসপাতালে স্থানন্তরিত করা হয়।গোঘাট থানার পুলিশ গিয়ে গাড়িটিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্তু বারুই। তাঁর বাড়ি মাংরুল এলাকায়। যদিও স্থানীয়দের দাবি অতিরিক্ত গতির জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের মধ্যে একজনের আত্মীয় বলেন, আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম আমার এক বন্ধু পড়ে আছে। আর একজন মারা গিয়েছে। কিন্তু কীভাবে ঘটেছে বলতে পারব না।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বাসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে। এই অনুষ্ঠানে ৫টি স্কুল থেকে ১৮ টি বিভাগের ওপর ১২০জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগীয় অংশগ্রহণ করে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক ও সদস্য অখিল কুমার দাস, নিল কন্ঠ রঞ্জিত, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি ড. শোভন সু ন্দর গিরি, শিক্ষক শিবশংকর মন্ডল । শিক্ষক ও কবি সুমন দি ঃদা ও বীরেন পড়ুয়া, শরৎ আচার্য, সঙ্গীত শিল্পী অমৃত মাইতি, সূচি ব্রত ভূঞ্যা, সঙ্গীত শিল্পী বর্মন বাবু, নৃত্য শিল্পী রিয়া মন্ডল ও অন্যান্য গুনী জন। সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। ছবি- তাপস পাল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এর জেলার প্রতিনিধিদের ২১ জুলাই ধর্মতলা চলোর ডাক, এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, ভিগু সিং, শংকর পাত্র, অসীম বিশ্বাস সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

দেড় হাজার ফুটের বিশালাকায় দলীয় পতাকা হাতে সামিল 'দিদির' মিছিলে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ ২১ এর মিছিলে চমক। উত্তর হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা দেড় হাজার ফুটের বিশালাকায় দলীয় পতাকা হাতে সামিল হলেন ধর্মতলায় 'দিদির' ডাকে শহীদ সমাবেশের মিছিলে। প্রায় দেড় হাজার ফুটের সুবিশাল দলীয় পতাকা নিয়ে ২১শের মিছিলে এদিন সামিল হন উত্তর হাওড়ার ৩নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূলের ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে সোমবার ১,৫০০ ফুটের সুবিশাল দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল হয়। সেই পতাকা নিয়েই হাওড়া ব্রিজ ধরে পায়ে পা মেলান কয়েক হাজার মানুষ। মিছিলের নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপী মান্না। তিনি বলেন, এখানে শুধু ৩ নম্বর ওয়ার্ডই নয়, উত্তর হাওড়া তৃণমূলের সবাই আছেন। দিদির প্রতি কর্মীদের আবেগের জন্যই এত বড় মিছিল হওয়া সম্ভব। এটা দলের প্রতি ভালবাসা। দিদি আজকে বার্তা দেবেন। সেই বার্তা নিয়ে আমরা আসব। তার জন্যই আমরা যাচ্ছি যাতে আগামী দিনে পথ চলতে সুবিধা হয়।

'বাংলা বাঁচাও মঞ্চে'র আহ্বানে ২১শে জুলাইয়ের মিছিলে রাজীব ব্যানার্জি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ'বাঙালি বাঁচাও, বিজেপি হাটাও' স্লোগান তুলে 'বাংলা বাঁচাও মঞ্চে'র আহ্বানে সোমবার ২১শে জুলাইয়ের মিছিলে হাঁটলেন তৃণমূল নেতা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। এদিন ধর্মতলার সমাবেশে নেত্রীর বক্তব্য শুনতে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হাওড়া থেকে মিছিল নিয়ে ধর্মতলার সমাবেশে রওনা হন তিনি। রাজীব ব্যানার্জি বলেন, বাংলার গর্বকে ভারতীয় জনতা পার্টি খর্ব করার চেষ্টা করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সকলেই বাংলার। বাংলার গর্ব করার জিনিস প্রচুর। সেইখানে দাঁড়িয়ে বাংলা বললে তাকে বাংলাদেশি বলে তকমা দেওয়া হচ্ছে। বাংলার নাগরিক ভাবা হচ্ছে না। জঙ্গি তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'বাংলা বাঁচাও মঞ্চ' তারাও আজকে পথে নেমেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা অগ্রগণ্য। আজ বাংলা এক নম্বরে। সেই বাংলাকে যদি কেউ খর্ব করার চেষ্টা করে তাহলে বাংলার মানুষ এটাকে ভালোভাবে মেনে নেবে না। তিনি আরও বলেন, ২১শে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের সমার্থক এবং কর্মীদের আবেগ। ২১শে জুলাই মানে একটা উৎসব। কিন্তু বিজেপি শাসন করতে চাইছে। শোষণ করতে চাইছে বাংলার মানুষকে। বিজেপি নামক দলটা ৭৭ থেকে ৬৫তে নেমেছে। ২০২৬এ গিয়ে দলের আসন তিরিশের নিচে নেমে যাবে। এর ফলে বিরোধী দলের পদ আর থাকবে না বিজেপির। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি একটা সার্কাস করার চেষ্টা করছে। সেই সার্কাসে মানুষ যোগ দেবে না।

স্ত্রীকে ফিরে পেতে শ্যালিকার ছেলেকে অপহরণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি,২১ জুলাইঃএবার নিজের স্ত্রীকে ফিরে পেতে শ্যালিকার নাবালক ছেলেকে অপহরণ করার অভিযোগ। স্ত্রীকে ফিরিয়ে না দিলে ওই ছেলেকে খুন করা হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়।পুলিশ তদন্তে নেমে কুলি সেজে নাবালক উদ্ধারের অপারেশন চালায়। খড়গপুর স্টেশন থেকে শনিবার রাতে উদ্ধার হয় ওই নাবালক। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকেও। ধৃত ব্যক্তির নাম বৃন্দাবন মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানাএলাকায়।জানা গিয়েছে, কুলতলি এলাকার বাসিন্দা বৃন্দাবন মণ্ডল। কিছুদিন আগে বৃন্দাবনের স্ত্রী তাঁকে ছেড়েবাপেরবাড়ি চলে যান। তারপরই স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য একাধিক চেষ্টা শুরু করেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু কোনও কিছুতেই স্ত্রীকে ফিরে না পেয়ে শ্যালিকার নাবালক ছেলেকে বৃন্দাবন অপহরণ করেন বলে অভিযোগ। পরে শ্যালিকার বাড়িতে ফোন করে বৃন্দাবন জানিয়েছিলেন, স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলে ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পুলিশকে জানালে নাবালককে খুন করা হবে বলেও হুমকিও দেওয়া হয়। জানা যায়, ওই নাবালককে অপহরণ করে অন্ধ্রপ্রদেশ নিয়ে যাওয়া হয়।এরপরেই কুলতলি থানায় গিয়ে গোটা ঘটনার কথা জানায় ওই নাবালকের পরিবার। কুলতলি থানার পুলিশ ওই নাবালককে উদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ দল তৈরি করে।নাবালকের পরিবারকে দিয়ে বৃন্দাবনকে ফোন করিয়ে জানানো হয়, তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে খড়গপুর রেল স্টেশনে ওই নাবালককে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই শর্তে রাজি হন বৃন্দাবন। শনিবার রাতেই কুলতলি থানার পুলিশ পৌঁছে যান পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর রেল স্টেশনে। কুলির বেশে স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা।অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা ট্রেন খ।গপুর স্টেশনে পৌঁছতেই বৃন্দাবনকে ওই নাবালককে নিয়ে একটি কামরা থেকে নামতে দেখা যায়। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে কুলির ছদ্মবেশে থাকা তদন্তকারীরা তাঁদের কাছে পৌঁছে যান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাকড়াও করা হয় ওই ব্যক্তিকে। উদ্ধার করা হয় নাবালককে। রাতেই বৃন্দাবনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে কুলতলির উদ্দেশ্যে রওনা হন তদন্তকারীরা।রবিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। উদ্ধার হওয়া ছেলেকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন তদন্তকারীরা।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোনারপুর থানার নয়া ভবনের নির্মাণ কাজ

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ২১ জুলাই ঃ দীর্ঘ সময় লেগে গেলেও এখনও শেষ হল না সোনারপুর থানার নয়া ভবন নির্মাণের কাজ। করোনার জন্য মাঝে দুই বছর কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। কিন্তু তারপরও একটা ভবন তৈরি করতে কেন এতদিন লাগছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এদিকে সোনারপুর স্টেশন লাগোয়া সোনারপুর থানার ভবনের হাল বেশ খারাপ। বর্ষায় ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে। তাতে কাগজপত্র ভিজে যাচ্ছে। দরকারি নথি বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে কখন ও ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কখনও যে অংশ থেকে জল পড়ে,তার নিচে থেকে সব কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়। জানা যায় ,আর্থিক সমস্যার কারণেই ধীরগতিতে চলছে নতুন ভবন তৈরির কাজ। কবে কাজ শেষ হবে তা কেউ বলতেও পারছেন না। এখন ও ২০ শতাংশ কাজ বাকি।রাজপুর ফাঁড়ির গলিতে এই নয়া ভবন তৈরি হচ্ছে। তাতে পুলিস কর্মীদের থাকার বারাক ও থাকছে। এই সুবিধা বর্তমান থানার ভবনে নেই। সেটি চলে ভাড়াবাড়িতে।

হিন্দমোটর বিড়লা চৌরাস্তায় মহা রুদ্রাভিষেক যজ্ঞ হয়, আমন্ত্রিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ

বনস্পতি দে, হিন্দমোটর, ২১ জুলাই ঃ হুগলির হিন্দমোটরে মহা রুদ্রাভিষেক যজ্ঞে যোগ দিতে এসে হেঁয়ালি বজায় রেখে দিলীপ ঘোষ বললেন, অপেক্ষা করুন। কিছু তো হবে। কিন্তু একুশে জুলাই কিছুই হলো না। তিনি প্রচারে থাকতে ভালোবাসেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করে ফেরার পরও দিলীপ ঘোষকে নিয়ে জল্পনা। শ্রাবণ মাসকে মহাদেবের জন্ম মাস হিসেবে ধরা হয়। এদিন হিন্দমোটর বিড়লা চৌরাস্তায় মহা রুদ্রাভিষেক যজ্ঞ হয়। সেখানেই আমন্ত্রিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ। আর এই যজ্ঞে যোগ দিতে এসে খোশমেজাজে দেখা গেল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে। কপালে তিলক। হাতে ডমরু। তবে শুধু ডমরু হাতে রাখলেন না। ডমরু বাজিয়ে সবাইকে তাক লাগালেন। ২ দিন আগে দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় তাঁকে দেখা যায়নি। দিল্লি গিয়েছিলেন। মোদীর সভায় না থাকা নিয়ে এদিন দিলীপ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সভা আবার হবে। একটা সভায় না গেলেও অসুবিধা নেই। সব সভায় সবার যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির ডাকে দিল্লি গিয়েছিলাম। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, দিলীপ ঘোষ, দিলীপ ঘোষই। ফ্যাক্টর কি না সেটা আপনারা বলবেন। দিলীপ ঘোষ সবার সঙ্গে রুদ্রাভিষেক করছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি আছি।

মাছ চাষকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারপিটে আহত তিনজন কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি,২১ জুলাই ঃ মাছ চাষকে কেন্দ্র করে মারপিটে আহত তিনজন কুলতলিতে।রবিবার কুলতলির দেউলবাড়িতে পুকুরে মাছচাষকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় উভয়পক্ষের তিনজন আহত হন। কুলতলি থানায় দু'পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, সিরাজুল মোল্লার পরিবারের সঙ্গে রফিকুল মোল্লার পরিবারের বিরোধ বাঁধে।এ ব্যাপারে রফিকুল মোল্লা বলেন, এই পুকুর আমাদের।কিন্তু সিরাজুলের পরিবার পুকুরে জাল ফেলে মাছ চাষ করছে। এর প্রতিবাদ করায় হামলা চালানো হয়।এব্যাপারে সিরাজুল মোল্লা বলেন , পুকুর আমাদের। তাই মাছ চাষ করা হচ্ছে।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য রাস্তা থেকে বাস উধাও, টোটো, ম্যাজিক গাড়িই ভরসা

শুভঙ্কর দে, আরামবাগ হুগলি। ২১ জুলাই ঃ ২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ সমাবেশ উপলক্ষে ১৮ জুলাই থেকেই দূরপাল্লার

বাস বন্ধ আরামবাগে। হাতেগোনা কয়েকটি লোকাল বাস চললেও, রাস্তায় দূরপাল্লার বাস চলাচল করছে না। বেশ কিছু লোকাল গাড়িও বন্ধ রয়েছে। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য রাস্তা থেকে বাস উধাও। টোটো, ম্যাজিক গাড়িই ভরসা। আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে নিত্যযাত্রীদের করুণ অবস্থা। যাত্রিবাহী বাসগুলিকে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। কোথাও গ্রামের ভিতরে, শাসকের পার্টি অফিসের সামনে, পতাকা লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বাস। আবার কোথাও কোথাও রাস্তার সাইডে বা পার্কিং জোনে সারিবদ্ধ ভাবে রাখা হয়েছে সেগুলিকে। দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর আরামবাগ থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, মেদিনীপুর-সহ কলকাতাগামী গাড়িগুলিও রাস্তায় চলাচল করছে না। বিরোধীদের অভিযোগ, চারদিন আগে থেকে রাস্তা থেকে যাত্রিবাহী বাসগুলো শাসকদল তুলে নেওয়ায়, নিত্যযাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাস মালিক সংগঠনও রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। শাসকদলের বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মধুমিতা ভট্টাচার্য রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আরামবাগের নেতা, তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দী জানিয়েছেন, দুর্ভোগের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। জেলা থেকে চার দিন আগেই যাত্রিবাহী বাস তুলে নেওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধীদলগুলি। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন ' দিবসের নামে চার দিন আগে রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়া হচ্ছে। অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে অফিসযাত্রীরা। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'এ দিন থেকেই বহু জায়গায় বাস দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কিছু জায়গায় বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ২১ জুলাই ৪০০-র বেশি বাস যাবে সমাবেশে। এর পাশাপাশি, চারচাকা করেও যাবেন অনেকেই। আর ট্রেনে করে অগণিত মানুষ যাবেন ধর্মতলায়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বারে যাতে আরও রেকর্ড সংখ্যক লোক নিয়ে যাওয়া যায়, সেই দিকেই নজর জেলার নেতৃত্বের।

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড-দেউলিয়া

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) কর্তৃক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ওয়ান্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে, যার CIN: U01222WB1973PLCO29137 এবং P 0 ARAM BAGH, DIST HOOGHLY, West Bengal, India - 712601-এ নিবন্ধিত অফিস রয়েছে, IBBI (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুসারে ই-নিলামের মাধ্যমে একটি গোয়িং কনসার্ন হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে, যা নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে করা হচ্ছে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা যেমন আছে যেখানে আছে, যাহা আছে সেখানে আছে এবং কোনও রিকোর্স ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হচ্ছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https:baanknet.com এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে এবং www.bidboli.com এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হবে। ই-নিলামটি সোমবার, **২৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।**

১.	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ https:baanknet.com ২. মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ঃ www.bidboli.com ৩. তারিখ এবং সময়ঃ সোমবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত। ৪. ই-নিলামের সময়সীমা ৮ মিনিট পর্যন্ত সীমাহীনভাবে বাড়ানো হবে অর্থাৎ ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগের শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে দরপত্র জমা দিলে প্রতিবার ই-নিলামের শেষ সময় ৮ মিনিট করে বাড়ানো হবে।
২.	বর্ণনা	সম্পূর্ণ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ওয়াশিংটন আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেডের বিক্রয়-একটি চলমান উদ্বেগ হিসেবে অবসাদবিক্রয় সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত ঋণদাতারা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাই দেউলিয় এস্টেটের অংশ নয়।
৩.	রিজার্ভ মূল্য	৭৬,৪৪,২২,১১০.০০- টাকা(ছয়াত্তর কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার একশ দশ টাকা) মাত্র
৪.	বকেয়া টাকা	জমা ৩,৮২,২২,০০০- টাকা (তিন কোটি বারাশি লক্ষ বাইশ হাজার টাকা) মাত্র
৫.	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০- (দশ লক্ষ টাকা) মাত্র
৬.	ই-নিলামে অংশগ্রহণ	১. সকল আগ্রহী ক্রেতাকে অবশ্যই প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে liquidator.ahldecoderesolvency.com ঠিকানায় ইমেল করার মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুসারে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (EMD) জমা দেওয়া একটি পূর্বশর্ত। ৩. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুসারে) যোগ্য দরদাতা হিসেবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া একটি পূর্বশর্ত।
৭.	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শুক্রবার, ০৮ আগস্ট, ২০২৫
৮.	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৫
৯.	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী নির্ধারণের জন্য, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে liquidator.ahldecodere-solvency.com ঠিকানায় লিখুন।যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫, সকাল ১১.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬,০০ টা পর্যন্ত।
১০.	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২২ আগস্ট, ২০২৫

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন রযেছে, সকল আগ্রহী দরদাতাদের কেবলমাত্র ইমেলের মাধ্যমে,liquidator.ahldecoderesolvency.com ঠিকানায় লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অন্য কোনও যোগাযোগের মাধ্যম গ্রহণ করা হবে না।

সাক্ষর-
ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর- আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড
পত্রালাপ ইমেলঃ liquidator.ahldecoderesolvency.com
নিবন্ধিত ইমেল আইডিঃ ipdecoderesolvency.comIBBI
নিবন্ধন নম্বর IBBIIPE-0091IPA-32022-2350006AFA
বৈধতার তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ২১ জুলাই, ২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩১, মঙ্গলবার, ৫ শ্রাবণ ১৪৩২

বাংলার শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নিজের সুরে কালজয়ী অনবদ্য সেই গান ' তার আর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা 'তে মাঝে - মাঝে যে অপূর্ব সুন্দর নারী কণ্ঠের ব্যবহার করেছিলেন ওয়াকিবহাল মহল তাঁর নাম পরিচয় জানেন। মোহময়ী নারী কণ্ঠ বারবার। জানতে চায়... তাঁর পর? হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন তাঁর গানের মধ্যে ওই ফিরে আসা প্রশ্নটা গানকে আরও বেশি শ্রুতিমধুর করে তুলবে। তিনি যে কতটা দূরদর্শী ছিলেন সেকথা উল্লেখ না করলেও হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সব গান সুন্দর। আক্ষরিক অর্থেই তিনি বসন্তের অগ্রদূত। হ্যাঁ সেই মোহময়ী মিষ্টি নারীকণ্ঠ ও তাঁর পতিদেব দুজনেই সিনেমা ও গানের জগতকে ঋদ্ধ করেছেন। স্বামী - স্ত্রী হলেও দুজনের মধ্যে অমিল ছিল বেশ কয়েকটি জায়গায়। স্বামী ভদ্রলোক খুব বিনয়ী মানুষ কথা প্রায় বলেন না, যদিও বলেন একটু যেন মিনমিনে সুরে। অন্যদিকে জায়া অপরূপা, দুধে আলতার মত গায়ের রঙ, অসাধারণ কণ্ঠস্বর যেন রিনরিন করে। উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ শহরের অভিজাত পরিবারের কন্যা। বোম্বাই এসেছিলেন 'কারদার-কলিনস' প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য। একজন বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক তাঁর পরের ছবির জন্য সুদর্শনা, প্রতিভাময়ী একজন অভিনেত্রী খুঁজছিলেন। সেইসময়ের নামকরা টুথপেস্ট কোম্পানি 'কলিনস'র সহযোগিতায় প্রতিযোগিতার শর্ত ছিল দেশব্যাপী প্রতিযোগিতায় সবদিক থেকে যিনি সেরা বলে বিবেচিত হবেন এ আর কারদারের পরের ছবির নায়িকা তিনি হবেন। অসংখ্য আবেদনপত্র কারদার সাহেবের দপ্তরে এলেও শেষ পর্যন্ত যিনি শিরোপা জিতলেন তিনি এক বাঙালি গীতিকারের ঘরণী হয়েছেন। লক্ষ্ণৌ নয় বোম্বে হল ঘরবাড়ি। ছবির পর ছবি করলেন। সেই পর্বেই প্রেম এবং পরিণয়। তরুণীর স্বামী যথেষ্ট গুণী মানুষ একটু লাজুক গোছের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'পলাতক' ছবির সময় একদিন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন নতুন এলে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। শেখো, রোল মডেল তো চাই। রোল মডেল যে চোখের সামনে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নিজেও কম বিনয়ী নন, তিনি অবশ্য গুণের সমাদার করতে সবসময় দরাজ। বললেন কি যে বলেন হেমন্তদা। ও ঘরে তো শুনলাম ওর গানগুলো। ভাবা যায় না, একদিন দেখবেন ও আমাকে টপকে যাবে। প্রতিভাবান গীতিকার শুধু বলার চেষ্টা করলেন না,মানে..। গৌরীবাবুর বক্তব্য আলবাৎ হ্যাঁ। আমি বলছি হ্যাঁ। ঠিক আছে তাহলে একটা বেট হোক। দুজনের কেউই আজ পৃথিবীতে নেই। হয়ত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের তুলনা তিনি নিজেই, কিন্তু নবাগত তরুণ গুণী গীতিকারের প্রতি তাঁর বাজি রাখা প্রমাণ করে গীতিকার গৌরীপ্রসন্নকে পিছনে ফেলেছিলেন ব্যক্তি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। দক্ষিণ কলকাতার 'বসুশ্রী' সিনেমা হলের স্মরণীয় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত মন্টু বসুর উদ্যোগে। চাঁদের হাট, কে যে থাকতেন না সেখানে। হেমন্ত, থেকে সন্ধ্যা, মানবেন্দ্র,শ্যামল, সতীনাথ, উত্তমকুমার আরও কত নাম। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার উপস্থিত থাকলেও তিনি কিছু বলতেন না। সেবার মঞ্চে উঠে বললেন - নমস্কার। আমি ভালো নেই। আমার ক্যানসার হয়েছে। আপনারা সবাই ভাল থাকবেন। এর পরে বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা গীতিকারের প্রয়াণ। হ্যাঁ গৌরীপ্রসন্ন যাঁর জন্য বাজি ধরেছিলেন সেই নবীন গীতিকার বাংলার খড়গপুরের ছেলে। পড়াশোনা ও খেলাধুলা দুটোতেই সমান দক্ষ। ভাল ফুটবল খেলতেন। বম্বেতে আসার আগে একসময় শিক্ষকতা করেছেন।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের মেয়ের বিয়ে। সবাই চার্চে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে উনি মেয়েকে বললেন, তুমি চার্চের দিকে যাও আমি ল্যাব থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে আসছি। উনি চার্চে ফিরে এলেন না। মেয়ের বিয়ে হয়ে গাড়িতে চড়ে হানিমুনে গেলেন। ৭ দিন পর মেয়ে ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কোথায়? তখন মা বললেন, ওই যে গেছেন আর আসেননি। তখন মেয়ে নিজে ল্যাবে গিয়ে দেখলেন, বাবা গভীর চিন্তায় মগ্ন। বাবা, কি ব্যাপার! উনি বললেন, মা তুমি চার্চে যাও, আমি কাজটা ১০ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে আসছি। এরকমই গভীর ছিল তাঁর ধ্যান, অধ্যাবসায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানি স্যার আলবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়ে কিছু মজার গল্প। ১৯৩৫ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, গবেষণার জন্য আপনার কী কী দরকার? আইনস্টাইন বললেন,একটা ডেস্ক, কিছু কাগজ আর একটা পেনসিল। সঙ্গে দরকার বড় একটা ডাস্টবিন, যেখানে আমার সব ভুলে ভরা সব কাগজগুলো ফেলব। বেলজিয়ামের রানি আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ করেছেন। তাঁকে নিতে স্টেশনে হাজির হল গাড়ির বহর। কিন্তু স্টেশনে আইনস্টাইনকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর সাদাসিধে পোশাকে বেহালা বাজাতে বাজাতে রাজপ্রাসাদে হাজির হলেন আইনস্টাইন। রানি লজ্জিত হলেন। জানালেন যে, তাঁকে আনতে গাড়ি রেলস্টেশনে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে ফিরে এসেছে। আইনস্টাইন বললেন,আমি ইচ্ছে করেই গাড়ি বহরকে এড়িয়ে গেছি। পায়ে হেঁটে বেহালা বাজাতে বাজাতে এসেছি। যদি গাড়িতে আসতাম, তবে কি এভাবে বেহালা বাজাতে পারতাম? সাধারণ মানুষের মতো শহরটাকে দেখতে পারতাম? এমনই সহজ সরল আর সাধারণ ছিলেন তিনি। তবে সবচেয়ে মজার গল্পটা হল, আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীতে সর্বাধিক পরিচিত। মজার ব্যাপার তিনি কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে হাতে গোণা কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানী তাঁর এই তত্ত্বটি বুঝতে পারেন। আর তাই হয়ত রয়েল সুইডিশ একাডেমির জুরিবোর্ড আইনস্টাইনের তত্ত্বটির নিগূঢ় অর্থটি বুঝতে পারেননি। তাই সে বছর নোবেল তাঁর কপালে না জুটলেও ১৯২১ সালে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে, তিনি পেলেন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

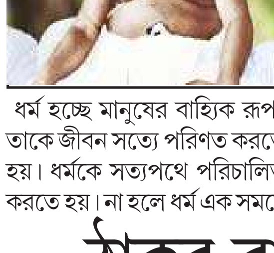

মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে। মা'ই সর্ব শক্তিমান। যিনি মাতৃশক্তি লাভ করতে পেরেছেন তিনি অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তির অর্জন করা।। বলুন, মা শক্তি দাও। জ্ঞান দাও। বুদ্ধি দাও। ভক্তি দাও। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিণী সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে যেতে হবে। শক্তির আধার মা।

ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহিক রূপ। তাকে জীবন যে পরিণত করতে হবে। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকাল জগত্ বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং গ্রহণ করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনা না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলেন, মা ভবতারিণীর পূজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে

বাংলা ও হিন্দি সঙ্গীত জগতে গায়িকা গীতা দত্ত ছিলেন এক অনন্য কিংবদন্তী শিল্পী

বিশেষ প্রতিবেদক

গানের বাগানের পারিজাতটি অকালে ঝরে গেল। ১৯৪৭ সালে 'দো ভাই' ছবিতে শচীন দেববর্মনের সুরে গাওয়া নারী-কণ্ঠের একটি গান অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেল। এই গানটির মাধ্যমেই সারা ভারতে হিন্দি ছবির নেপথ্যগায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রথম জনপ্রিয় করে তুললেন গীতা

রায়, যিনি পরে গীতা দত্ত নামেই সর্বজন পরিচিত হন। শুধু প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ নয়, এই গানটির ভেতর দিয়ে যেন অজান্তে তাঁর পরবর্তী জীবনের গঠনবিন্যাসের সারকথাটিও বলে দিয়েছিলেন গীতা দত্ত। গানটির কথা-'মেরা সুন্দর স্বপ্না বিত্ গ্যয়া...'।

সত্যিই তো, সারাটা জীবন ক্ষণিকের জন্য গড়ে ওঠা সুখস্বপ্নগুলো আশা জাগিয়ে মুহূর্তে চুরমার হয়ে গিয়েছে তাঁর, আর সেই বিষণ্ণতার ঘোমটাতেই আবৃত হয়ে থেকেছেন গীতা দত্ত। অকালে সরেও গেছেন জগৎসংসার থেকে। আরও অদ্ভুত বিষয়, এই গানে রবি ঠাকুরের যে গানটির সুরের প্রভাব স্পষ্ট, সেখানেও 'বসন্ত' কান্নাময়-'রোদনভরা এ বসন্ত...'। কিছু কিছু আশ্চর্য 'নির্ধারণ' বোধহয় জীবনে করা থাকে, যা অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। গীতা দত্ত তাঁর গোটা শিল্পীজীবনে, তুলনারহিত মোহময়ী সুরের মাদকতায় ভরা এক তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতাসম্পন্ন কণ্ঠমাধুর্যে যে শ্রোতাদের ক্ষতবিক্ষত করলেন, তার যোগফল একরাশ যন্ত্রণার প্রকাশ বলেই যেন মনে হয়।

বাংলাদেশের ফরিদপুরের সম্ভ্রান্ত রায়চৌধুরী পরিবারে ১৯৩০-এর ২৩ নভেম্বর জন্ম হয় গীতার। পদবী ছোট করে হয় 'রায়'। বাবা দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর ছিল জমিদারি। আভিজাত্য আর বৈভবে ভরা ছিল গীতার বাল্যকাল। মা অমিয়াদেবী কবিতার ভক্ত ছিলেন- পড়তেন খুব। মায়ের প্রতিই মেয়ের টান ছিল বেশি। হবেই তো। সেই ছোট্ট মেয়ের বুকটাও তো সুরে ঠাসা ছিল, যা মাঝে মাঝেই এলোমেলোভাবে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসত। বাবা-মায়ের এটা নজর এড়াল না। পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নিযুক্ত হলেন গীতার গানের শিক্ষক হিসেবে। ব্যস, আর কী চাই? সুরের দুনিয়ায় ঢুকে পড়ে এত আনন্দ হল যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেওয়াজ করে যেতে একটুও কষ্ট হত না, দশ বছরের মেয়েটার। কিন্তু, 'আনন্দ' বা 'সুখ' চিরকালই তো গীতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে-উঁকি মেরে পালিয়ে গেছে। ওই বয়স থেকেই তার শুরু। জমিদারি-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন গীতার বাবা দেবেন্দ্রনাথ। এক লহমায় বর্ণাঢ্য জীবন বর্ণহীন হয়ে গেল। দারিদ্রে আক্রান্ত পরিবার নিয়ে চলে আসতে হল কলকাতায়। দেবেন্দ্রনাথ চাকরি নিলেন একটি অটোমোবাইল কোম্পানিতে। বাসা নিলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটে। গান শেখা শুরু হল বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হরেন্দ্রনাথ নন্দীর কাছে।

সময়টা ১৯৪২। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল সারা দেশ। মেদিনীপুরের আগস্ট আন্দোলনের কথা তো চির স্মরণীয়। কিন্তু, সেপ্টেম্বরে কলকাতাতেও তীব্র আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছিল। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু জুড়ে প্রচণ্ড যুব বিক্ষোভ, পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে যুব সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত সংঘাত, ব্যাপক ধরপাকড়-লাঠি-গুলি সবমিলিয়ে সে এক সাংঘাতিক অবস্থা! গীতার বাবা দেবেন্দ্রনাথও ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন এই আন্দোলনে। পুলিশের নজর পড়ল তাঁর দিকে।

কোম্পানি দেবেন্দ্রনাথকে মুম্বই বদলি করে দিল। পরিবারসহ তাঁকে কলকাতার পাট চুকিয়ে ওই ১৯৪২ সালেই পাড়ি জমাতে হল মুম্বই। এখানেও যা বিস্ময়ের, তা হল, এরকম পরিস্থিতি তৈরি নাহলে তো গীতার মুম্বইয়ে আসাই হত না! ফলে, ওই অবস্থায় কলকাতায় থাকলে ভারতমাতানো কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্তকে আমরা কতটা পেতাম, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কি? কারণ, মুম্বই আসার কয়েক বছরের মধ্যেই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

টাকাকড়ির যা অবস্থা, মুম্বই এসে নিজে নিজেই গানের চর্চা চলল। ঘটনাচক্রে গীতার সঙ্গীশিক্ষক হরেন্দ্রনাথ নন্দীও তখন মুম্বইতে। মাঝে মাঝে তাঁর কাছেও শিখতে যেতেন গীতা। একদিন ঘরে বসে গাইছেন- 'বিনতি শুনো মেরি ঘনশ্যাম...'। 'ঘনশ্যাম' বোধ হয় সত্যিই গীতার 'বিনতি' সেদিন শুনেছিলেন। গীতারা যে বাড়িতে থাকতেন, তার নীচের তলায় একটি নাচগানের ইস্কুল ছিল। সেখানে গান শেখাতে আসতেন সেসময়ের মুম্বই-ফিল্মজগতের প্রতিষ্ঠিত সুরকার পণ্ডিত হনুমানপ্রসাদ। সেদিনও তিনি আসছিলেন শেখাতে। বাড়ির কাছে পৌঁছতেই, গীতার গান তাঁর কানে এল। অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠের টানে, সেই সুরের পথ ধরে এগিয়ে, গীতাদের ঘরে কড়া নাড়লেন তিনি। গীতার সঙ্গে কথা-টথা বলে, তাঁর কাছ থেকে আরও কয়েকটি গান শুনলেন পণ্ডিতজি। শুনে এতটাই মোহিত, যে সাগ্রহে গীতাকে শেখাতে শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের সুরে 'বৈরম খান' ছবিতে গীতাকে গান গাওয়ালেন। অবশ্য সমবেত কণ্ঠে। তা হোক, এভাবে ভারতীয় সংগীত-দুনিয়ায় এক কিন্নরীর প্রবেশ তো ঘটল! এজন্য শ্রোতাকুল চিরকাল পণ্ডিতজির কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য।

সময়টা ১৯৪৬। মুম্বইতে ততদিনে গড়ে উঠেছে আইপিটিএ-র মতো প্রগতিবাদী সংগঠন। এইসব জায়গাতেও যাতায়াত ছিল গীতার। তবে সিনেমাজগতে একের পর এক সুযোগ এলেও নেপথ্যগায়িকা হিসেবে তাঁর পায়ের তলার জমিটা কিছুতেই পাকা হচ্ছিল না। প্রসঙ্গত, গীতার সহোদর মুকুল রায়ও ছিলেন সংগীতজগতের মানুষ। পরবর্তীকালে সুরকার হিসেবে মুম্বইতে অল্পবিস্তর নামও করেছিলেন। সেই তিনিও রয়েছেন বোনের পাশে। তবুও, প্রায় ১৪-১৫টা ছবিতে গাওয়ার পরও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। অবশেষে, স্বাধীনতার বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দো ভাই' ছবি থেকে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল, যা শুরুতেই উল্লিখিত।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, সংগীত পরিচালকদের নজর পড়ল গীতার ওপর। তাঁরা বোধ হয় বুঝেছিলেন জোয়ারিতে পরিপূর্ণ, স্বকীয় মিষ্টতায় ভরা, গায়নশৈলীর নাটকীয়তা ধরে রাখার মতো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কণ্ঠের এরকম গায়িকা এর আগে সেভাবে দেখা যায়নি। এর ফলে, আমীরবাই, রাজকুমারি, খুরশিদ, জোহরাবাই, শমসাদ বেগম প্রমুখের খানদানি ঘরানা এবং নূরজাহান, সুরাইয়ার নায়িকা-গায়িকার প্রভাব পেরিয়ে অচিরেই মুম্বই ফিল্ম সংগীতে স্পষ্ট দুটি স্বতন্ত্র নারীকণ্ঠের ধারার জন্ম হল। যাঁরা জন্মদাত্রীর ভূমিকা নিলেন, তাঁরা হলেন লতা মঙ্গেশকর ও গীতা দত্ত। গোটা পাঁচের দশক জুড়ে নেপথ্যগায়িকা হিসেবে মূলত রাজত্ব করলেন এঁরা দু'জনেই। আশা ভোঁসলের দাপটের শুরু অনেক পরে, পাঁচ দশকের শেষের দিক থেকে। তখন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কারণে, গীতা দত্ত অনেকটাই স্তিমিত। কী সেই কারণ? আসছি সেই প্রসঙ্গে।

১৯৫১ সাল। শচীনদেব বর্মনের সুরে 'বাজি' ছবির গান রেকর্ডিং করতে এসেছেন গীতা দত্ত। গাইছেন সেইসব অসামান্য গান- 'তদবির সে বিগড়ি হুয়ি...', 'ইয়ে কৌন আয়া...'।

এইবিতে উচ্ছলতায় ভরপুর গীতা বালির অভিনয়ের সঙ্গে গীতা দত্তের গান যেন খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। যাই হোক, সেদিন রেকর্ডিংয়ে আভিজাত্যে ভরা অপরূপ সৌন্দর্যময়ী গীতা দত্তের মাদকতাময় গলা- ওখানে উপস্থিত ছবির প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্তকে পাগল করে দিল। তিনি গীতার প্রেমে পড়লেন। গীতা তো সদাই ভালোবাসার পিয়াসী, প্রেমপ্রার্থী। বন্ধন গড়ে উঠতে দেরি হল না। কিন্তু সেদিন এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই বোধহয় একইসঙ্গে বোনা হয়ে গিয়েছিল সৃষ্টি ও ধ্বংসের বীজ।

গীতা দত্ত তখন দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। প্রতিনিয়ত সুপারহিট গান। সময়টা ১৯৫২। সেইসময় অমৃতসর থেকে লাহোর হয়ে মুম্বইয়ে পা রাখলেন এক তরুণ সংগীত পরিচালক। নাম-ও.পি নাইয়ার। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক সংগীতপুরুষ। তা নাহলে, প্রথম হিন্দি ছবি 'আসমান'-এর রেকর্ডিংয়ে এককথায় লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া চারখানি গান অপছন্দের কারণে বাতিল করে দিতে পারেন? সেইসময় কোথায় লতা আর কোথায় আনকোরা ও.পি. নাইয়ার! শুধু তাই নয়, এরপর আর কোনওদিন কোনও গান লতাকে দিয়ে গাওয়াননি। এতদসত্ত্বেও, নিজেকে সুরকার হিসেবে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। তবে, একথা অনস্বীকার্য, এ জায়গায় পৌঁছতে সেই পাঁচের দশকে ও.পি. নাইয়ারের সবচেয়ে বড়ো ভরসা ছিলেন গীতা দত্ত। গীতা দত্ত- হিন্দি ফিল্ম সংগীতের সংযোগ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার দুই অগ্নিকন্যা

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলার দুই অগ্নিকন্যা। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩১। স্থান জেলাশাসকের বাংলো, কুমিল্লা পূর্ববঙ্গ। মেয়ে দুটো কী চায়? দরখাস্তটা হাতে নিয়ে বাঙালি এসডিও-কে জিজ্ঞেস করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স সাহেব। ভ্রু কুঁচকে রয়েছে তাঁর। শীতের এই সকালে বাসায় এসে হাজির হয়েছে মেয়ে দুটো। শাড়ি পরা, তার উপরে সিল্কের চাদর জড়ানো। দেখলেই বোঝা যায় ভদ্র ঘরের মেয়ে। অন্য কেউ হলে দেখা করতেন না তিনি। দুটো তরুণী মেয়ে দেখা করতে চায় জানার পরে আর ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

কী কারণে আসা? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু শাড়ি পরে থাকায় দুজনকেই তরুণীর মতো লাগছে। আপনি, না তুমি বলবেন, এই দ্বিধা থেকে ভাববাচ্যে কথা বলেন এসডিও সাহেব। আমার নাম ইলা সেন....মুখ খোলে শান্তি। আমার বাবা ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। আমি সাঁতারে পটু। তেরো ঘণ্টার সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। শুধু এটা না আমার আরো পুরস্কার রয়েছে সাঁতারে। বাংলার মেয়েদের সাঁতারে উৎসাহ দেবার জন্য মফস্বল জেলা গুলোতে ঘুরছি আমি। কিশোরগঞ্জে প্রদর্শনী করেছি, ময়মনসিংহে সুইমিং পুল প্রতিষ্ঠা করেছি। কুমিল্লা শহরেও সেরকম একটা সুইমিং পুল করার ইচ্ছা রয়েছে আমার। এজন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাহায্য চাই। ফয়জুন্নেসা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস মিস বিশ্বাসকে চেনো? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

আজ্ঞে না, আমরা ঢাকার মেয়ে। মিস বিশ্বাসকে না চেনার ভান করে শান্তি। ঠিক আছে, ওনার কাছে তোমাদের দরখাস্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। এসডিও-কে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। শান্তির কাছ ঘেঁষে আসে সুনীতি। ফিসফিস করে বলে,ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি আর না আসে? এপ্লিকেশন যদি আর্দালিকে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়? পরিকল্পনাতো তাহলে সব ভেস্তে যাবে।

সুনীতির কথার কোনো উত্তর দেয় না শান্তি। চাদরের ভিতরে হাতটা নড়ে ব্লাউজের নিচে চলে যায়। সেখানে লুকোনো রিভলভারটাকে বের করে হাতে নিয়ে নেয় সে।---

২২ নভেম্বর, ১৯১৬। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, অবিভক্ত বাংলা জন্ম হয় শান্তি ঘোষের। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপক। তাঁর মেধাবী মেয়ে অল্প বয়সেই ইতিহাস পড়তেন, গান করতেন, আর ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠছিলেন প্রতিবাদের আগুনে। সুনীতি চৌধুরীর জন্ম ১৯১৭ সালে। তিনি ছিলেন সাহসী, নির্ভীক ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ রূপে দীক্ষিত।

ফৈজুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী তখন দুই কিশোরী;শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। বয়স মাত্র ১৪-১৫ বছর। কিন্তু চোখেমুখে আগুন। চারদিকে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার;মেয়েদের স্কুলে পুলিশ ঢুকে লাঠিচার্জ, কংগ্রেস সভায় গুলি, নিরীহ কৃষকদের উপর নৃশংসতা;এইসব দৃশ্য তাদের কিশোরমনকে বদলে দেয় এক একটি আগ্নেয়াস্ত্রে।

১৯৩১ সালের প্রথমার্ধে এই কিশোরীরা গোপনে গঠন করলেন এক বিপ্লবী সংঘ;ছাত্রী সংঘ। নেত্রী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। ক্যাপটেন সুনীতি চৌধুরী । সম্পাদিকা শান্তি ঘোষ।

তাঁরা গোপনে ময়নামতী পাহাড়ে গিয়ে শিখতে লাগলেন লাঠি, ছোরা ও রিভলবার চালানো। একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই কিশোরীরা;কল্পনাও করা যায় না! স্টিভেন্স ছিলেন কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যার কঠোরতা ও দমননীতির জন্য তিনি বাংলার শিকারি ম্যাজিস্ট্রেট নামে কুখ্যাত ছিলেন।

যার আদেশে বহু কংগ্রেস কর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীকে জেলে পাঠানো হয় বা গুলি চালানো হয়;তাঁকে হত্যাই ছিল ছাত্রী সংঘের প্রথম বড় অপারেশন। সকালে স্কুলে যাবার নাম করে বের হয়ে এসেছিলো বাড়ি থেকে তারা। দুজনেই নবাব ফয়জুন্নেসা স্কুলের ছাত্রী। ক্লাস এইটে পড়ে। পথ থেকে তাদের ঘোড়ার গাড়িতে করে তুলে নিলো সতীশ রায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির সামনে নামিয়ে দিয়েই সরে পড়লো সে। শান্তি আর সুনীতি গিয়ে আর্দালিকে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে স্লিপ পাঠিয়েছিলো সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসাবে....! দম বন্ধ করে অপেক্ষায় রয়েছে এখন তারা দুজনে। দুজনের উৎকণ্ঠাকে উড়িয়ে দিয়ে দরখাস্ত হাতে করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ফিরে এলেন। এই যে তোমাদের দরখাস্ত, আমি সুপারিশ করে দিয়েছি। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ানো হাত থেকে দরখাস্ত নেবার কোনো আগ্রহই দেখা গেলো না তাদের মধ্যে। পরিবর্তে সিল্কের চাদর ভেদ করে সশব্দে বেরিয়ে এলো দুটো ঘাতক বুলেট। দুটোরই লক্ষ্যস্থল ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স। গুলি খেয়ে ঘরের ভিতরের দিকে দৌড় দিলেন তিনি। বাঙালি এসডিও ছুটলেন তাঁর পিছু পিছু। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছেন তিনি......পাকড়ো, পাকড়ো। গুলি আর এসডিও-র তারস্বর চেঁচামেচিতে ছুটে আসে লোকজন। রিভলভার দুটো ছিনিয়ে নেয় তাদের কাছ থেকে। দুজনকেই দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়।

নটী বিনোদিনীর সঙ্গে তৎকালীন নাট্যজগতের অবজ্ঞায় 'স্টার থিয়েটার' তাঁর নামে হল না

বিশেষ প্রতিবেদক

ইতিহাসের ক্ষত ও বিনোদিনী। বিনোদিনী মঞ্চে অভিনয় করেছেন মাত্র বারো বছর। তিনি মঞ্চে এসেছেন ১৮৭৪ সালে, মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন ১৮৮৬-র ১ জানুয়ারি। এই সময়ে বিনোদিনীর বয়স কত? এই তথ্য সঠিকভাবে জানা না গেলেও, একটা হিসেব থেকে আন্দাজ করা যায়,

১৮৬১-১৮৬৩; এই সময়ের মধ্যেই বিনোদিনীর জন্ম। মঞ্চে আসার অল্পদিনের মধ্যেই, অচিরেই নজরে চলে আসেন তিনি। বিনোদিনীর ছবি খুব খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বিনোদিনী তথাকথিত অর্থে 'সুন্দরী' ছিলেন না। বিনোদিনীর ঠিক পরেই যে-শিল্পী বাংলার মঞ্চ কাঁপিয়ে দিলেন, সেই তিনকড়ি আবার ছিলেন, সে-অর্থে বেশ সুন্দরী। অর্থাৎ, মূলত প্রতিভার জোরেই কিন্তু বিনোদিনীর এই প্রভাব বিস্তার। নৃত্যগীতপটিয়সী ছিলেন। বিনোদিনীর এক আশ্চর্য আকর্ষক ক্ষমতা ছিল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যেমন প্রভা দেবীর সম্পর্কে আমাদের বলতেন, প্রভা যখন মঞ্চে আসতেন, তখন মঞ্চ তিনি একাই অধিকার করে থাকতেন। আমাদের চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের মতো শক্তিশালী অভিনেত্রীদের পাওয়া যাবে। বিনোদিনীর কাজের যে -'স্পেকট্রাম', তা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেই দেখা যায়। কারণ, বিনোদিনী কেবলই মঞ্চসফল নন, তিনি সব ধরনের চরিত্রে সফল হয়েছেন।

বিনোদিনীর লেখা থেকেই পরিষ্কার, গিরিশ ঘোষকে তিনি 'গুরু' মানতেন। নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন তিনি গিরিশের কাছে। নিষিদ্ধপল্লি থেকে আসতেন সেদিনের অভিনেত্রীরা। ফলে, একটা পুরুষনির্ভরতাও তৈরি হত। তাছাড়া তাঁদের কোনও ছুঁৎমার্গও ছিল না। শুধু তো মহৎ বা নাট্যশিক্ষা নয়, এক ধরনের দৈনন্দিনতায় এঁরা জড়িয়ে যেতেন। বিনোদিনী নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন, গিরিশও এমন প্রতিভা পেয়ে ওঁকে পাগলের মতো ভালবেসে ফেলেছিলেন। শুধু তো গিরিশ ঘোষ নন, বিনোদিনীর 'ভুনিদা', অর্থাৎ, রসরাজ অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির মতো অভিনেতারাও জড়িয়ে ছিলেন বিনোদিনীর জীবনে। এঁরাই ছিলেন বিনোদিনীর বৃহত্তর পরিবার। এঁদের সঙ্গে মিশে বিনোদিনী একরকম ঠিকই করে ছিলেন, আর তিনি বড়লোক বাবুদের রক্ষিতা হয়ে থাকবেন না। দু'টি সম্পর্ক ওঁর ব্যর্থ হয়। তারপরেও তিনি গুর্মুখ রায়কে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ, গুর্মুখ অবাঙালি, সংস্কৃতিসচেতন মোটেই ছিলেন না। গুর্মুখকে বড়লোকের রামবখাটে ছেলে বলা যায়। গুর্মুখকে গ্রহণ করতে বিনোদিনী কতকটা বাধ্যই হয়েছিলেন। গুর্মুখ বয়সেও ছোট ছিলেন বিনোদিনীর থেকে। তখন সে সবে গোঁফ-গজানো ছেলে। বিনোদিনী তাঁকে বলছেন, থিয়েটার বানিয়ে দিতে। তা না হলে, বিনোদিনীকে কোন জোরে পাবে গুর্মুখ? বিনোদিনীর ছিল প্রতিভার অবলম্বন, গুর্মুখের জোর ছিল টাকার। তবে, গুর্মুখ কিন্তু জানতে পারেননি, 'বিনোদিনী থিয়েটার' নামে রেজিস্ট্রেশনটা হচ্ছে না। বিনোদিনীকে গ্রুপের মিটিংয়ে ডেকে বলা হয়, তাঁর নামে থিয়েটার করলে থিয়েটার নাকি চলবে না। গিরিশ ঘোষের চরিত্র যদি খতিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, মহৎ প্রতিভার পাশাপাশিই সুবিধেবাদের নানা আভাস সেই জীবনে রয়েছে। হয়তো অন্য কেউ এই আঘাতটা বিনোদিনীকে করলে হয়তো তাঁর অতটা বাজত না। কিন্তু চূড়ান্ত আঘাতটা গিরিশচন্দ্রই দেন বিনোদিনীকে, তিনিই বলেন, 'তোর নামে থিয়েটার করলে লোকে আসবে না বিনু।' এই যুক্তিটা মানা সম্ভবই নয় এই কারণে, 'য্যায়সা কা ত্যায়সা', 'কপালকুণ্ডলা'-র বিনোদিনীকে যেমন লোকে গ্রহণ করেছে, তেমনই এই গিরিশচন্দ্রই তো তাঁকে দিয়ে দু'বার চৈতন্যও করিয়েছেন। দেবতাতুল্য চরিত্রে যদি বিনোদিনীকে সাধারণ মানুষ মেনে নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর নামে থিয়েটার হলে মানুষ আসত না দেখতে! এটা যুক্তিগ্রাহ্যই নয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, এ তো ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু যে সাধারণ মানুষ, যাঁরা গাঁটের কড়ি খরচ করে বিনোদিনীকে দেখতে যেতেন, তাঁদের শিখণ্ডী খাড়া করে এত বড়ঙ্ধ বিশ্বাসঘাতকতাটা কি করা চলে! আসল কথা কি এই, বিনোদিনীর নামে থিয়েটার হলে তা আসলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হত, যা গিরিশরা চাননি?

এ-কথাও জানা যায়, বিনোদিনী ধীরে-ধীরে খুবই দাম্ভিক হয়ে উঠছিলেন। সেই দম্ভ, সেই স্পর্ধা মাঝেমধ্যে গিরিশকেও ছাড়িয়ে যেত। তাই হয়তো, গিরিশও চাননি বিনোদিনী আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুন। তাই তিনি সহজেই বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। বিনোদিনী যে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার মূল কারণ তাঁকে ক্রমশ প্রধান চরিত্র থেকে সরিয়ে এনে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করানো হচ্ছিল। ১ জানুয়ারি যে শেষ অভিনয় বিনোদিনী করেন, সেখানে প্রায় কোরাসে অভিনয় করেন তিনি।

দ্বিতীয় জীবনীতে বিনোদিনী আরও ক্ষুরধার ও শাণিত। তখন আর কাউকেই তিনি পরোয়া করেন না। অনেকেই খেয়াল করেন না, এটির প্রকাশক হিসেবে নাম যাচ্ছে, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও জনৈক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। অনেক নাট্য গবেষকই মনে করেন, এই শরৎচন্দ্র এক নাট্য প্রযোজক। কিন্তু গোপালচন্দ্র রায়ের লেখা শরৎচন্দ্রর জীবনী থেকে আমরা আবার দেখি, 'রূপ ও রঙ্গ' নামে যে পত্রিকায় এই আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্পাদক এককালে ছিলেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাঠকদের কলমে শিক্ষক কবিগুরু

দেবেন্দ্রলাল সরকার

এত অনাদরে মানুষ হয়েছি, কেউ দেখত না আমাদের। ভালোই এক হিসাবে। সর্বপ্রথম বড়দি - তার পরেই নতুন বোঠান আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেই প্রথম আমি যেন জীবনে আদরযত্ন পেলুম। এত দুর্মূল্য সেটা লেগেছিল তা বলতে পারি নে। এত ভালোবাসা তাঁরা দিয়েছিলেন - এত প্রচুর পরিমাণে। এক হিসাবে আমাকে মাটি করেছেন; পড়াশুনা করতুম না, চিরকাল কেমন তাই মুখ্যু হয়েই রইলুম। মনে পড়ে নতুন বোঠান দুপুরবেলা বালিশে চুল এলিয়ে দিয়ে 'বঙ্গাধীপ পরাজয়' পড়তেন - মাঝে মাঝে আমিও পাশে বসে পড়ে শোনাতুম তাঁকে। কোথায় গেল সে-সব দিন।

মাকে আমরা বেশি পাই নি। আমার বড়দিই আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মার ঝোঁক ছিল জ্যোতিদা আর বড়দার উপরেই। আমি ছিলাম তাঁর কালো ছেলে। মেয়েরা যে কত স্নেহ ঢেলে দিতে পারে সেই দেখলুম যখন নতুন বোঠান আমাকে হাতে নিলেন। আমি তো বাড়ির কালো ছেলে, সেই কালো ছেলেকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, এখন তা বুঝতে পারি। স্কুল থেকে ফিরে আসতুম, ঘরের দরজার পাশে চটি জুতোজোড়া, বুঝতুম তিনি রেখে দিয়ে গেছেন যত্ন করে। কত রকম রান্না করে এনে আমাকে খাওয়াতেন। একদিন কী হয়েছিল - অভিমান হয়েছিল আমার, আমি কোথায় দৌড় দিলুম। খুঁজেপেতে এনে আদর করে অভিমান ভাঙালেন। কত আদর। তাঁর মধ্যে যেন গভীর ভালোবাসার একটা উত্শ্বাস ছিল। অথচ আমার কিছু প্রশংসা করা সেটা যেন ঠিক নয়। আমার কাব্য - তার চেয়ে বেহারী চক্রবর্তীর কাব্য ভালো। আমার গলা - তার চেয়ে সোমদা'র গলা, সে অনেক ভালো; শোনো কথা একবার। আর দেখতে আমাকে - এমনই বা কী। বড়ো দুঃখ হত, আয়নার সামনে গিয়ে ভাবতুম কোন্-খানে সংশোধন করলে ভালো হয়।

ঝগড়া নিয়তই হত, চাবি চুরি করা আমার রোগ ছিল। যখন পেরে উঠতুম না চাবি চুরি করতুম তাঁর। সমস্ত তেতলার ছাদে খোঁজ চলত - কোথায় চাবি, কোথায় চাবি। সেই তেতলার ছাদটা যেমন ভালো লাগত, এমন বড়ো-তেতলার লাগত না। সেটা তো অন্তঃপুরের তেতলার ছাদ। ঐ একটা সিঁড়ি, একটা ঘর, বেশি তো ভড়ং ছিল না। একটা কাঠের ঘর ছিল, সেইখানেই তরকারি বানানো হত - আর একখানি ঘর সেখানাই তাঁর বসবার, শোবার। সেই ছাদখানিই আমার খুব প্রিয় ছিল আর কি। সে-রকম তেতলার ছাদ আর হবে না, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দেখতুম, আকাশে মেঘ করে আসত, আমার চিরকালের আনন্দ। এক-একদিন আবার পুতুলের বিয়েতে ভোজ হত। সে রীতিমতো খাওয়ানো। নতুন বোঠান বলতেন - রবি ঠিক ওনার মতো করে খায়। তা খাব না তো কী। কী রকম ছেলেমানুষ ছিলুম। এখনকার কালের সঙ্গে কত তফাত। -- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

কবিগুরু যেভাবে তাঁর ছোটবেলাকার কথা বর্ণা করেছেন একেবারে গল্পের ছলে তা আর আগে কেউ করতে পারেননি। এত সহজ সরল ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন যে সবাই পড়ে তা মুগ্ধ হয়ে যেত? ভাবতো সত্যিকারের কোন জীবনী কাহিনী পড়ছি। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার কথাগুলিও এক একটি সরস গল্পে পরিণত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা বলাই যেতে পারে। কবিগুরু ছিলেন সবার শিক্ষক। তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে বহু সাহিত্যিক অসেছেন

এনভায়রনমেন্ট এন্ড হাউসকীপিং ম্যানেজমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ড-এর অতিরিক্ত সদস্যর কামাখ্যা ডিপো এবং বুট লন্ড্রি পরিদর্শন

মালিগাঁও, ২১ জুলাইঃ রেলওয়ে বোর্ডের এনভায়রনমেন্ট এন্ড হাউসকীপিং ম্যানেজমেন্ট (ইএনএইচএম)-এর অতিরিক্ত সদস্য শ্রী মনু গোয়েল ১৭ জুলাই

২০২৫ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো এবং পরিষেবা সুযোগ-সুবিধাগুলির একটি উল্লেখযোগ্য পরিদর্শন করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী অজয় নন্দনের সাথে এই পরিদর্শনে হাউসকীপিং কর্মক্ষমতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং যাত্রী পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা পর্যালোচনার উপর জোর দেওয়া হয়। কামাখ্যা ডিপোতে পরিদর্শন শুরু হয়, যেখানে শ্রী গোয়েল ব্রহ্মপুত্র মেলের জন্য একীকৃত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির পর্যালোচনা করেন। এই ধরণের প্রথম পদক্ষেপে কোচ রক্ষণাবেক্ষণ, বিছানা বিতরণ, অনবোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা (ওবিএইচএস) এবং পথে ছোটখাটো মেরামতের মতো সমন্বিত কার্যসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে রেল মদদ পোর্টালে যাত্রীদের অভিযোগ ২৫ হ্রাস পেয়েছে। তিনি লিক ট্যাপের জন্য গ্র্যাভিটি কক সলিউশন এবং পাইপলাইন আইসোলেশনের জন্য উন্নত সুপারভাইজার প্রশিক্ষণের মতো প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। শ্রী গোয়েল এএমআই উৎপাদন এবং পরীক্ষণ সুবিধাও পরিদর্শন করেন, যা আগরতলা, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, ডিব্রুগড়, নাহরলগুন এবং নিউ বঙাইগাঁও সহ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিপোগুলিতে ট্রেনের বায়ো-টয়লেটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১.৪৫ লক্ষ লিটারেরও অধিক ব্যাকটেরিয়া দক্ষতার সাথে সরবরাহ করে। যাত্রীদের অভিযোগ কম করার জন্য এবং পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে, বেশ কিছু উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে থামার আগে এসি কোচগুলিকে প্রি-কুলিং করা, যার ফলে প্ল্যাটফর্ম ডিটেনশন এবং রেল মদদের অভিযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আরও উন্নয়নের মধ্যে একটি ডেডিকেটেড ইউআইসি টেস্টিং মডেল রয়েছে যা কেবলের ত্রুটির জন্য উৎপন্ন হওয়া অসুবিধা কম করতে সাহায্য করছে এবং পাওয়ার কারের জন্য লবণযুক্ত জল প্রতিরোধী লোড ব্যবহার করে জল লোড পরীক্ষা করা হয় যাতে জেনারেটরের সর্বোচ্চ প্রদর্শন নিশ্চিত করা যায়। তিনি কামাখ্যাস্থিত রেল মদদ ওয়ার রুমও পরিদর্শন করেন, যেখানে ওবিএইচএস-এর কার্যকলাপ এবং যাত্রীদের অভিযোগের উপর ২৪x৭ নজরদারি করা হচ্ছে। রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি-পরিস্থিতির সমাধান, আইআরসিটিসি চার্টের মাধ্যমে বেডরোল ট্র্যাকিং, ওবিএইচএস কর্মীদের জন্য বায়োমেট্রিক উপস্থিতি এবং ট্রেনের পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার পর্যবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। শ্রী গোয়েল পরিষেবার মান এবং যাত্রী সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল সিস্টেমের একীকরণ এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের প্রশংসা করেন। নিউ গুয়াহাটিস্থিত বুট লন্ড্রি সুবিধায়, বেডরোল এবং কম্বল পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত মাল্টি-স্টেজ টানেল ওয়াশার, ইস্ত্রি, ফোল্ডার এবং উচ্চ-ক্ষমতার বয়লার সহ আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করা হয়। এই সুবিধাটি বর্তমানে গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা বেস ট্রেনগুলির জন্য প্রতিদিন প্রায় ১৩,৩৬৫ টি বেডরোল প্যাকেটের সম্মিলিত লিনেন চাহিদা পূরণ করে। পরিদর্শনকালে শুভ্রতা মিটার ব্যবহার করে গুণমান নিশ্চিত করার পদ্ধতিগুলিও তুলে ধরা হয়। শ্রী মনু গোয়েলের এই সফর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পরিবেশগত স্থায়িত্ব, পরিচালনগত পরিচ্ছন্নতা এবং পরিষেবার মান বৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে বোর্ডের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, এই জোনটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত, যার মধ্যে রয়েছে বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেন চালু, একটি ট্যান্ডেম হুইল লেথ-এর স্থাপন, পিট লাইনে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-এর ব্যবস্থা এবং উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্টেবলিং ক্ষমতা সহ নিউ গুয়াহাটিতে একটি নতুন কোচিং কমপ্লেক্স স্থাপন করা।

রানাঘাট আরআরআই-তে তফসিলের আগে ক্ষমতা বৃদ্ধির বিশাল কাজ সম্পন্ন

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মাধ্যমে, পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশন ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে রানাঘাট আরআরআই (রুট রিলে ইন্টারলকিং) তে একটি বড় নন- ইন্টারলকিং (এনআই) কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এনআই কাজ ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে রাত ৯.০৯ মিনিটে শুরু হয়েছিল এবং ২০.০৭.২০২৪ তারিখে রাত ৯.৫৯ মিনিটে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে, এটি ২০.০৭.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪.০০ মিনিটে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ এবং অপারেটিং টিমের দক্ষ পরিকল্পনা এবং ত্রুটিহীন বাস্তবায়নের প্রতিফলন। রানাঘাট ইয়ার্ডে পরিচালনা দক্ষতা এবং ক্ষমতা উন্নত করার দিকে এই কাজটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ১৩০ জনেরও বেশি নিবেদিতপ্রাণ রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মী ৪ নম্বর লাইনের ক্লিয়ার স্ট্যান্ডিং রুম (CSR) আপগ্রেডেশন সম্পন্ন করার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। লাইনের ব্যবহারযোগ্য দৈর্ঘ্য ৬২৮ মিটার থেকে ৬৮১.৫ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে-যার ফলে স্টেশনের ট্রেন পরিচালনা ক্ষমতা এবং পরিচালনার নমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে, সংক্ষিপ্ত CSR পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের পণ্য রেক স্থাপন সীমিত করেছিল এবং সংলগ্ন লাইনগুলিতে (লাইন ৫, ৬ এবং ৭) পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে, পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের পণ্য রেকগুলি এখন ৪ নম্বর লাইনে সহজেই স্থানান্তর করা যাবে, কাছাকাছি লাইনগুলিতে চলাচলকে প্রভাবিত না করে। প্রকল্পটিতে ক্রসওভার পয়েন্ট নং ১১৬এ / বি ভেঙে ফেলা, শান্ট সিগন্যাল SH-71 এবং SH-68 স্থানান্তর করা এবং অ্যাক্সেল কাউন্টার এবং আঠালো জয়েন্টগুলি স্থানান্তর করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতিরিক্তভাবে, রানাঘাটে সিমেন্স-নির্মিত

রুট রিলে ইন্টারলকিং (RRI) সিস্টেমে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল, আপগ্রেডের অংশ হিসাবে ২১৮ টি রুটের মধ্যে ১৪৪ টি পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সফল এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়ন পূর্ব রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও টেলিযোগাযোগ এবং পরিচালনা বিভাগের নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় এবং নিষ্ঠার প্রমাণ। এই বর্ধিতকরণ কেবল পণ্য ট্রেন পরিচালনাকে সহজতর করবে না বরং রানাঘাট স্টেশনে পরিচালনা দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে, যা এই অঞ্চলে যাত্রী এবং মালবাহী ট্রেন পরিচালনা উভয়কেই উপকৃত করবে।

প্রয়াত মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি আবু হেনা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ জুলাই ঃ প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি আবু হেনা। মৃত্যুকালে তাঁর

বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। রবিবার রাত ১০.৪৫ নাগাদ কলকাতার সল্টলেকে নিজের বাসভবনে প্রয়াত হন রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত এই মন্ত্রী। সোমবার সকালে আবু হেনার পার্থিব শরীর বহরমপুরে কংগ্রেস কার্যালয়ে আনা হয়। সেখানে প্রয়াত কংগ্রেস নেতাকে শ্রদ্ধা জানান বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী সহ মুর্শিদাবাদ জেলার বহু বিজেপি এবং বাম নেতৃবৃন্দ। এরপর আবু হেনার দেহ তাঁর গ্রামের বাড়ি লালগোলায় নিয়ে যাওয়া হয় সমাধিস্থ করার জন্য। কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে ১৯৯১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত লালগোলার বিধায়ক ছিলেন আবু হেনা। পেশায় আইনজীবী সদাহাস্য এই নেতাকে সাধারণ মানুষ সবসময়ই সুখে, দু ঃখে নিজেদের পাশে পেয়েছেন। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করতেন আবু হেনা। প্রায়শই তাঁকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বহরমপুর থেকে লালগোলা যাতায়াত করতে দেখা যেত। ২০১১ সালে কংগ্রেস ও তৃণমূল জোট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তিনি মন্ত্রীও হয়ে ছিলেন। পরে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটলে দলের সিদ্ধান্ত মেনে তিনি মমতা ব্যানার্জীর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তবে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের মহম্মদ আলীর কাছে পরাজিত হন। মৃত্যুকালেও তিনিই ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। আবু হেনার বাবা আব্দুস সাত্তার ছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমলের মন্ত্রী। কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে , গত বেশ কয়েকমাস ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন আবু হেনা। সম্প্রতি তাঁর অবস্থার অবনতি হলে অধীর চৌধুরী তাঁকে দেখতে কলকাতা গিয়েছিলেন। আবু হেনার মৃত্যুতে শোকাহত অধীরবাবু নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ,'দীর্ঘ পথ চলেছি আমরা একসাথে। কত লড়াই, কত প্রতিকূলতা একসাথে পেরিয়ে এসেছি। অনেক ভালো সময়ের সাক্ষী থেকেছি, আবার অনেক খারাপ সময়েও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থেকেছি। সেই প্রতিটি মুহূর্ত যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে -আর এই কঠিন মুহূর্তে এই প্রথমবার দেখছি, হেনাদা পাশে নেই'।

স্বীকৃতি পেয়েই ২১ জুলাইয়ের শহীদ দিবসে প্রথমবার দলীয় পতাকায় মিছিল পার্শ্ব শিক্ষকদের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ জুলাই ঃ রাজ্যের পার্শ্ব শিক্ষক, এসএসকে, এমএসকে, শিক্ষা বন্ধু ও শিক্ষা সহায়করা দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর এবার তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনের স্বীকৃতি পেলেন। এই প্রথমবার, ২১ জুলাই শহীদ দিবসের মতো রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দিনে তারা দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে রাজপথে হাঁটলেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা রবিবার রাত থেকেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। সোমবার সকাল থেকে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে শহীদ দিবসের সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন তারা। তাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এই ঐতিহাসিক দিনে রাজ্য কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বেরাও সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। মিছিলে পা মেলান সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রমিউল ইসলাম শেখ, কার্যকরী সভাপতি জীবন কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ পিঙ্কি ব্যানার্জী, বিকাশ দাস, রঞ্জন মাইতি, শাশ্বতী হাসান, আসিফ ইকবাল, পারভেজ সাবের জুয়েল, বানী কুমার সাহা প্রমুখ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রমিউল ইসলাম বলেন, ২১ জুলাই শুধুই একটি দিন নয়, এটা আমাদের আত্মিক আবেগ ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতেই আমরা আজ রাস্তায় নেমেছি। তিনি আরও জানান, রাজ্যের সমস্ত জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং এটিই প্রমাণ করে যে তারা সংগঠনের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ। তবে শিক্ষক মহলের প্রশ্ন এখনও থেকেই যাচ্ছে- দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বেতনবৃদ্ধির দাবি কবে বাস্তবে পরিণত হবে? রাজ্যের হাজার হাজার পার্শ্ব শিক্ষক এখনও স্বল্প বেতনে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহ করতেও হিমশিম খাচ্ছেন অনেকেই। তাদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের সদিচ্ছা ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হস্তক্ষেপে খুব শীঘ্রই একটি স্থায়ী ও সম্মানজনক বেতন কাঠামোর রূপরেখা প্রকাশ পাবে। এই প্রথম দলীয় স্বীকৃতি পাওয়ার পর পার্শ্ব শিক্ষকরা যে ভাবে শহীদ দিবসের মঞ্চে দৃ।ভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিলেন, তা ভবিষ্যতের আংেদালন ও দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন শিক্ষামহলের বিশ্লেষকরা।

গৃহবধূকে কারেন্টের শক দিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুলাইঃ তিন দিন অনাহারে রেখে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ। তারপর বিদ্যুতের শক দিয়ে বধূকে নির্যাতনের অভিযোগ। গ্রেফতার স্বামী। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের রাঙ্গাইপুর গ্রামের ঘটনা। রাঙ্গাইপুর গ্রামের বাসিন্দা তারিকুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় হরিশচন্দ্রপুর ২ ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরনপুর গ্রামের বাসিন্দা জাকির হোসেনের বড় মেয়ে সহিদা সুলতানার। তাঁদের দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বধূকে সম্পত্তি দেওয়ার দাবি করে স্বামী। স্বামী সহ শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যাচার করে। অভিযোগ, গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে বধূর হাত পুড়িয়ে দিয়েছেন শ্বাশুড়ি। তিন দিন ধরে বধূকে খাবার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। মহিলাকে মারধর করে কারেন্টের শক দিয়ে মারার চেষ্টাও হয় বলে দাবি। সেই চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই মহিলা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের স্বামী তারিকুল ইসলাম বলেন, ''আমার বউ বলছে আমি থাকব না। এখানে থাকতে ভাল লাগে না। তারপর ঝামেলা হল। আমার শ্বশুর-শাশুড়িকেও ডাকলাম। কিন্তু তারা এলেন না। এখন ওরা আমায় নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করছে।''

হেরোইন সহ আটক চোরাকারবারী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুলাই ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সক্রিয় চোরাচালান বন্ধে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযান চলাকালীন ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কোচবিহার জেলায় ২২৫.৮১ গ্রাম হেরোইন সহ এক ভারতীয় চোরাকারবারীকে আটক করেছে বিএসএফ। শনিবার বিএসএফ পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরের কমান্ডার সোমবার জানিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বিএসএফের ৭৮তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এনসিবি আধিকারিকদের সঙ্গে সীমান্তবর্তী ফাঁসিদেওয়া গ্রামের কাছে একটি বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালায়। ইতিমধ্যে, একজন ভারতীয় চোরাকারবারীকে আটক করা হয়েছে যার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হেরোইন আন্তর্জাতিক বাজারে বহুমূল্যের বলে জানা গেছে। বিএসএফ দ্রুত মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোকে অবহিত করে এবং বাজেয়াপ্ত মাদক এবং অভিযুক্তদের আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাদের কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ মুখপাত্র বলেন, সীমান্ত এলাকায় মাদক চোরাচালান এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপ রোধে বাহিনী পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে।

নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলগেটে মোটরবাইকে আচমকাই আগুন!

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২১ জুলাইঃ নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলগেটে বন্ধ থাকার সময় দাঁড়িয়ে থাকা মোটরবাইকে আচমকাই আগুন! কয়েক মিনিটের মধ্যে পুড়ে ছাই। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল নলহাটি রেল গেটে আটকে থাকা অসংখ্য মানুষ। সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটির রেলগেটে। নলহাটি বাসীদের জন্য দীর্ঘদিনের সমস্যা নলহাটি রেলগেট। ব্যস্ততম রাস্তা হওয়ার জন্য অনেক সময় রেলগেট পড়ে থাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ি চালকদের। দুর্ভোগের শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মুমুর্ষূ রোগীদের। এদিন প্রতিদিনের মত রেলগেট পড়ে থাকার কারণে অসংখ্য মানুষ কেউ মোটরবাইক সাইকেল কেউ চারচাকা নিয়ে দাড়িয়ে ছিল। রেলগেট খুলতেই হঠাৎ একটি বাইকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। বাইক চালক বাইকটি ছেড়ে পালিয়ে যায়, নিমেষে দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় লক্ষাধিক টাকার বাইকটি। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে নলহাটী রেল পুলিশ ও নলহাটি থানার পুলিশ। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাইকটিতে আগুন লেগেছে বলে অনুমান সকলের। প্রত্যক্ষদর্শী রাজেশ শর্মা বলেন, ''গাড়িটি জ্বলন্ত অবস্থায় ব্লাস্ট হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। আগুন ছড়িয়ে পড়তো গোটা এলাকা জুড়ে।''

সন্দেশখালি থেকে উদ্ধার কোটি-কোটি নকল টাকা, নাম জড়াল মহিলার

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২১ জুলাইঃ সন্দেশখালিতে সম্প্রতি দশ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। সেই টাকা উদ্ধারের ঘটনার পর থেকেই হইচই পড়ে যায়। কোথা থেকে এল এত টাকা উঠছিল প্রশ্ন। সেই ঘটনারই এবার বড় আপডেট। জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় ধৃতদের কাছ থেকে এল বিস্ফোরক তথ্য। বিগত কয়েকদিন আগে সন্দেশখালির ধামাখালির একটি বিলাসবহুল হোটেল

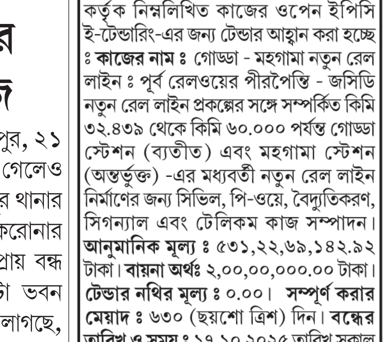

থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি প্রায় ১০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া অধিকাংশ টাকাই ছিল নকল। টাকা উদ্ধারের পাশাপাশি ধৃত দুই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। ধৃত এই দুই ব্যক্তির কাছ থেকে উঠে আসে একজন মহিলার নাম। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম তিস্তা সেন (৪০)। তাঁর বাড়ি রাজারহাট এলাকায়। অভিযোগ, বড় বড় ব্যবসায়ীদের মোটা অঙ্কের টাকার লোন পাইয়ে দিতেন এই মহিলা। আর সেই লোনের আসল টাকার মধ্যে এই মহিলা নকল টাকা ঢুকিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতারণা করত। এর আগেও এই মহিলা গ্রেফতার হয়েছিল। তারপর সন্দেশখালি থানার পুলিশ তদন্ত নামে। বীরভূমের রামপুরহাট এলাকা থেকে তিস্তা সেন নামে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা রামপুরহাটে একটি গেস্ট হাউসে ছিল। সেখান থেকে ঝাড়খন্ডে পালানোর ছক করছিল। তবে তার আগেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গতকাল রাতে হাসনাবাদ থানায় নিয়ে আসা হয় তাঁকে। এরপর সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

দীর্ঘ সময়েও শেষ হলো না সোনারপুর থানার নয়া ভবনের নির্মাণ কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ২১ জুলাইঃ দীর্ঘ সময় লেগে গেলেও এখনও শেষ হল না সোনারপুর থানার নয়া ভবন নির্মাণের কাজ। করোনার জন্য মাঝে দুই বছর কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। কিন্তু তারপরও একটা ভবন তৈরি করতে কেন এতদিন লাগছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে সোনারপুর স্টেশন লাগোয়া সোনারপুর থানার ভবনের হাল বেশ খারাপ। বর্ষায় ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে। তাতে কাগজপত্র ভিজে যাচ্ছে। দরকারি নথি বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে কখন ও ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কখনও যে অংশ থেকে জল পড়ে, তার নিচে থেকে সব কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়। জানা যায়, আর্থিক সমস্যার কারণেই ধীরগতিতে চলছে নতুন ভবন তৈরির কাজ। কবে কাজ শেষ হবে তা কেউ বলতেও পারছেন না। এখন ও ২০ শতাংশ কাজ বাকি। রাজপুর ফাঁড়ির গলিতে এই নয়া ভবন তৈরি হচ্ছে। তাতে পুলিস কর্মীদের থাকার বারাক ও থাকছে। এই সুবিধা বর্তমান থানার ভবনে নেই। সেটি চলে ভাড়াবাড়িতে। বহুদিন ওই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি বলে ক্রমশ বেহাল অবস্থা হয়েছে। নয়া ভবনের কাজ অনেকটাই শেষ। তবে এখনও যেটুকু কাজ বাকি, তাতে হিসেব মতো আরও ছয় মাস লাগার কথা। কিন্তু যে গতিতে নির্মাণ হচ্ছে, তাতে আরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বারুইপুর পুলিস জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি বলেন, ''এই নির্মাণের দায়িত্বে আছে পুলিস হাউজিং বোর্ড। আমরা তাদের বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি তারা শীঘ্রই বাকি কাজের অর্থ বরাদ্দ করে দেবে। আর খুব তাড়াতাড়ি নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ভবনে সোনারপুর থানা স্থানানতরিত হবে।''

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং. ঃ ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৫ ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ - টু প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ঃ ২১.০৭.২০২৫। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা- ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** গোড্ডা - মহগামা নতুন রেল লাইন ঃ পূর্ব রেলওয়ের পীরপৈন্তি - জসিডি নতুন রেল লাইন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কিমি ৩২.৪৩৯ থেকে কিমি ৬০.০০০ পর্যন্ত গোড্ডা স্টেশন (ব্যতীত) এবং মহগামা স্টেশন (অন্তর্ভুক্ত) -এর মধ্যবর্তী নতুন রেল লাইন নির্মাণের জন্য সিভিল, পি-ওয়ে, বৈদ্যুতিকরণ, সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৩১,২২,৬৯,১৪২.৯২ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬৩০ (ছয়শো ত্রিশ) দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ইপিসি মোড-এ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। CON-27/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ঃ এলআরডব্লু-৪-সিসিটিভি-আরটি -৩০০-২০২৫, তারিখঃ ১৯.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (বিজিবি), ক্যারেজ এবং ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এলআরডব্লু-৪-সিসিটিভি-আরটি-৩০০-২০২৫** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** ইন্টিগ্রেটেড সিকিওরিটি সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সার্ভিস-এর সরবরাহ ও প্রতিষ্ঠা। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৯৯,১০,৭১৮.০০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ১,৯৮,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ০৩ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৬.০৭.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টায়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-138/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L01132WB1990PLC048991
রেজিড. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বর ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বর ০৩৩ ২২১০০৫৪১।
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

স্থানান্তর পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ জানালা
ভৌত শেয়ারের অনুরোধ

SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/M 5/ 97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজমেন্ট অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য এককালীন বিশেষ সময়সূচী প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিশেষ সময়সূচীটি ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে মূল শেয়ার স্থানান্তর অনুরোধ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ফেরত / অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সময়সূচীতে স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজ করা শেয়ারগুলি কেবলমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) -এর কাছে MCS শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেক গার্ডেন, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০০৪৫, টেলিফোন নং ০৩৩-৪০৭২ ৪০৫১, ইমেলঃ mcssta@rediffmail.com-এ জমা দিতে পারেন।

KYC আপডেট করুন এবং ভৌত শেয়ারগুলিকে ডিম্যাট মোডে রূপান্তর করুন

যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ভৌত আকারে শেয়ার রয়েছে তাদের কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের ভৌত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলিকে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে (ইলেকট্রনিক ফর্ম) রূপান্তর করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।

নরবেন টি এণ্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
নীরজ তিওয়ারি
কোম্পানী সেক্রেটারি

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২১।৭।২০২৫

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **04 Nos.** different works vide **E-NIT NO - 255/CAGP/2025, Date: 21/07/2025**. Bid submission start date : **21/07/2025 from 15:00 PM**. Bid submission end date : **28/07/2025 up to 17:00 PM**. Bid opening date : **30/07/2025 at 17:00 PM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

টি. স্পিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ ৪. নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা- ৭০০০০১
ইমেলঃ complianceofficer@tspiritualworld@com
ওয়েব সাইটঃ www.tspiritualworld@com

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৯তম (৩৯তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে মঙ্গলবার, বিকাল ৪.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য। কোম্পানি ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।
২. সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬(১) (বি) অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত চিঠিটি ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি।
৩. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সম্বলিত চিঠিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tspiritualworld.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন BSE লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। এর একটি কপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।
৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ ('আইন') যা সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের MCA সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯ / ২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পঠিত, SEBI সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 তারিখের সাথে পঠিত, অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই- ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি CDSL নিযুক্ত করেছে।
ক. প্রতিবন্ধী ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা) থেকে
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) পর্যন্ত

এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার মঙ্গলবার, ০৫.০৮.২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে ('কাট-অফ বেটেল।') সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা সভার সময় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, অন্যথায় উভয় ভোটেই প্রদত্ত ভোট গণনার উদ্দেশ্যে কেবল ই-ভোটিং গণনা করা হবে।
গ. যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবেন তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় । এর আগে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন
ঘ. যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ প্রেরণের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন। CDSL দ্বারা প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১। অথবা যদি আপনার ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ৮-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে উল্লেখ করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা করা উচিত
ঙ. যদি সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর অস্থায়ীভাবে নিবন্ধিত করার জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের https://www.bigshareonline.com/ InvestorRegistration.aspx ঠিকানায় তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫. আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই বুধবার, ০৬ আগস্ট থেকে বন্ধ থাকবে। ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) উপলক্ষে ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের জন্য
নেত্র বাহাদুর রানাভাট
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ডিআইএনঃ ০৬৭১৬৬৬৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২১.০৭.২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil/HQ)/ KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/052/2025-26, DATED – 19/07/2025**
Name of the Work: **Renovation of water supply arrangement, sewer line system with other ancillary work at four storied KMC labour quarter building within Ballygunge drainage pumping station unit.** Estimated Cost: **₹ 4,49,420.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **30.07.2025 at 11.00 a.m.** The bid form and other details are available on and from **22.07.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/208 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of road in front of Prem. No. 2, 4, 16, 32, P.A. Shah Road, 26, 281/C, 225/11/A, N.S.C. Bose Road etc. under Borough-X.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,97,926.26.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **30 days**.
2. NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/261 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of road in front of Prem. No. 74, Tollygunge Road, 51B/1, Sarat Ghosh Garden Road, 87/B/1B, Raja S.C. Mullick Road etc. under Borough-X.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,98,399.38.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **30 days**.
3. NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/236 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of different places on C.G.R. Road and Adjacent area under Borough-IX.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,94,560.86** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **30 days**.
4. NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/30 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of different portions at Rail Line Road under Borough-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,76,907.34** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **45 days**. Last date and time of submission of bid(s): **02.08.2025, 12.00 noon** (for Sl. No.1 & 2) & **31.07.2025–12.00 noon** (for Sl. No.3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No.1 & 2) & **23.07.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No.3 & 4). The website **https://wbetenders.gov.in** (for Sl. No.1 to 4).

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/ASPH/PB/CM-03(2)/2025-26**
Name of the Work: **Repairing and renovation of Gate No. 2 at New Garrage Premises under Asphaltum Deptt. Palmer Bazar.** Estimated Cost: **₹ 3,95,687.61.** Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of completion: **12 days**. Last date and time of submission of bid: **31.07.2025, 2.00 p.m.** Bid opening and date for technical proposal: **02.08.2025, 2.00 p.m.**
2. NIT No.: **ASPH/PB/TD-02/25-26**
Name of the Work: **Repairing and maintenance of Departmental Tipper Trucks i.e. WB03C-3038, WB03C-3025 etc. and overhauling of Engine of WB03C-2578 at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate**. Period of completion: **10 days**. Last date and time of submission of bid: **31.07.2025, 2.30 p.m.** Bid opening and date for technical proposals: **02.08.2025, 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025, 6.00 p.m.** (for Sl. No.1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No.1 & 2).

702/25-26

ফ্যাসন-রূপচর্চা

রূপচর্চায় টাটকা ফুলেই হবে ম্যাজিক

বর্তমানে বাজারচলতি প্রসাধনীর ভিড়ে রূপচর্চায় ঘরোয়া টোটকা অনেকটাই ব্রাত্য। অনেকেই নানা ধরনের ফেসপ্যাক, শিট মাস্ক ব্যবহার করেন। কেউ বা আবার গোলাপ, বেলি, জুঁই নানা ফুলের সুবাসযুক্ত ক্রিম, ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন। সেই তালিকায় আবার ফলও রয়েছে। তবে ফুল দিয়ে যদি রূপচর্চা করতেই হয় তাহলে আর বাজারচলতি পণ্য কিনবেন কেন? তার থেকে বরং বাড়িতেই টাটকা ফুল দিয়ে বানিয়ে নিন ফেসমাস্ক। ত্বকের জন্য দারুণ উপযোগী।

জুঁই ফুল- এতে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট। জুঁই ফুল থেঁতো করে নিন। এর সঙ্গে অ্যালোভেরার রস এবং মধু মিশিয়ে ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে .ফেলুন। ত্বক টানটান ও মসৃণ হয়ে উঠবে। নিয়মিত ব্যবহারে বলিরেখা কমবে। এর সঙ্গে দুধ এবং বেসন মিশিয়েও মাখতে পারেন। শরীর ভালো রাখতেও জুঁই ফুলের নির্যাসযুক্ত চা খাওয়ার চলও রয়েছে। এসেনশিয়াল অয়েল হিসেবেও জেসমিন অয়েলের জুড়ি মেলা ভার! ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখবে আবার মুখের জেল্লাও ফেরাবে জুঁইফুল।

জবা ফুল- জবার পাপড়িগুঁড়ো, দুধ এবং মধুর মাস্ক দারুণ কার্যকরী। শুষ্ক ত্বক এবং বলিরেখা পড়ে গেলে এই মাস্ক ব্যবহার করুন। কীভাবে? জবা ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে গুঁড়িয়ে নিন। ২ টেবিল চামচ জবাফুলের পাপড়ির গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে ২ টেবিল চামচ দুধ এবং কয়েক ফোঁটা মধু ভালো করে মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। এই প্যাক ত্বক টান টান রাখে ও ত্বকে আর্দ্রতার অভাব মেটায় এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণেও বড় ভূমিকা পালন করে।

রজনীগন্ধা-শুষ্ক-রুক্ষ ত্বকে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে রজনীগন্ধার জুড়ি মেলা ভার! পুরোপুরি প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা ফুলের পাঁপড়ি বেটে নিয়ে তার সঙ্গে সামান্য ঘি ও মধু মিশিয়ে. ত্বকে ম্যাসাজ করুন। ২০ মিনিট পর ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে. ফেলুন। ত্বকের জেল্লা বাড়ে এতে।

গোলাপ- গোলাপে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। তারুণ্য ধরে রাখতে যা উপযোগী। ত্বককে আর্দ্র রাখতেও সাহায্য করে ফুলটি। টোনার হিসেবে গোলাপ জলের ব্যবহার হয়। বাড়িতে গোলাপজল তৈরি করে তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ২ টেবিল চামচ গোলাপজল আর রোজ অয়েল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। সেটা ব্যবহার করে ১৫ মিনিট রেখে জলে ধুয়ে ফেলুন।

সতর্কতা- ১) ফুল ব্যবহার করার আগে ভালো করে ধুয়ে নিন।
২) ধোয়ার পরও ফুলে পোকা আছে কিনা তা দেখে নিন।
৩) ফুলের রস ব্যবহার করার আগে হাতের কোনও অংশে তা ব্যবহার করে দেখুন, এর থেকে আপনার অ্যালার্জি হয় কি না।
৫) রূপচর্চায় কাজে কোনও ফুলই সরাসরি ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই অবশ্যই কোনও কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

চুল পড়ে যাচ্ছে যত্ন নেওয়ার উপায়

পারদ উর্ধ্বমুখী। আবার আর্দ্রতাও বেশি। সবমিলিয়ে ঘামে ভিজে নাজেহাল সকলেরই। সেই সঙ্গে হু হু করে পড়ছে চুল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনখারাপ তন্বীর। চিরুনি যেন মাথায় ঠেকাতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু মনখারাপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। পরিবর্তে খুঁজতে হবে প্রতিকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন কয়েকটি সহজ নিয়ম মানলেই চুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়।

১. একঢাল চুলের অধিকারী হওয়ার জন্য মাথার ত্বকের যত্ন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই দিনে একবার কিংবা দু'বার চেষ্টা করে স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকে মাসাজ করার। তেল ব্যবহার করতে পারেন চাইলে। আর তেল না চাইলে হালকা হাতে মাথার ত্বকে মাসাজ করুন। তাতে চুলের গোড়া শক্ত হবে। অকারণে ঝরে পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

২. উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রাও চুলের ক্ষতির কারণ। তাই রোদ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচান আপনার চুলকে। বাইরে বেরোনোর সময় ছাতা ব্যবহার করুন। পারলে নরম কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে নিতেও পারেন।

৩. চুল কখনও গরম জলে ধোবেন না। ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে ঠান্ডা জলেই চুল পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।

৪. চুলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আঁচড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিনে কমপক্ষে ২-৪ বার আঁচড়ানোর চেষ্টা করুন। তাতে চুলে জট পড়ার সমস্যা কমে। ডগা ভাঙার সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে পারেন।

৫. চুলের ডগা ভাঙার সমস্যাও এই সময় দেখা যায়। তার ফলে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি কমে যায়। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুলের ডগা কেটে ফেলা প্রয়োজন।

৬. শ্যাম্পু করার ফলে চুল রুক্ষ হয়ে যায়। তাই নরম রাখার জন্য অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে। নইলে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা আরও বাড়ে।

৭. ঘামে ভিজে চুল পড়ে যাচ্ছে? রেহাই পেতে তীব্র গরমে এভাবেই নিন যত্নচুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বালিশের কভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গরমে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা ফেস মাস্কেই হবে দূর

গরমের পারদ যতই চড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ত্বকের সমস্যাও। ঘাম চিটচিটে ত্বকে ব্রণ, র‍্যাশ, ঘামাচি এই সময়ের পরিচিত সমস্যা। তেমনি গরমে অনেকেই আবার শুষ্ক ত্বকের সমস্যাতেও ভোগেন। এক্ষেত্রে গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত তাপ ও আর্দ্রতা সহ্য করতে না পেরে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফাটতে শুরু করে। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ঘরোয়া টোটকায় আস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। সহজ উপায়ে কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায়, রইল তারই হদিশ। আগেকার দিনে ঠাকুমা-দিদিমারা ত্বক পরিচর্যায় মুলতানি মাটি, চন্দন- এইসব ঘরোয়া উপাদানের উপরই ভরসা রাখতেন। বর্তমানে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরাও কেমিক্যাল ফেস মাস্কের বদলে আবার সেই পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এতেই মিলবে সুফল। কোন ফেস মাস্কের সন্ধান দিচ্ছেন তাঁরা?

মুলতানি মাটি ও চন্দনের ফেস মাস্ক- মুলতানি মাটি ও চন্দন বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে এই ফেসমাস্ক ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করা যায়। অথবা বাজার চলতি মুলতানি মাটি ও চন্দনের ফেস মাস্কও এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। এই প্যাকটির প্রলেপ ত্বকে লাগিয়ে শুকনো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুকনো প্যাক ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বকে মিলবে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আমেজ। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এই প্যাকের উপকারিতা নিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া পেজে কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, ' ত্বকের সমস্যা দূর করতে সেটিং মাস্ক সবচেয়ে ভালো। শুধু শুষ্ক ত্বকের সমস্যা নয়, তৈলাক্ত ত্বক, পোড়া বা ট্যান হওয়া-সহ ত্বকের নানা সমস্যার মোকাবিলায় এই প্যাক খুবই উপকারি। এই প্যাকের ব্যবহারেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা।'

সিরিয়ার শাসক বাশার আল আসাদকে উখাত করেছে বিদ্রোহী শিবির

২১ জুলই ঃ দীর্ঘ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সিরিয়ার শাসক বাশার আল আসাদকে উখাত করেছে বিদ্রোহী শিবির। তবে বাশার দেশ ছা।লেও হিংসার আগুন নেভেনি দেশটিতে। সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ সিরিয়ায় সংখ্যালঘু দ্রুজদের নির্মূল করতে উঠেপ।ে লেগেছে সেখানকার নিরাপত্তাবাহিনী। চলছে গণহত্যা। রিপোর্ট বলছে, সিরিযার দক্ষিণাঞ্চলীয়. প্রদেশ আল-সুওযাদাতে শয়ে শয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে দ্রুজ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার অপরাধে। সম্প্রতি সিরিয়ার মাটিতে হামলা চালিয়ে ইজরায়েলে তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, দ্রুজদের রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ।সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দ্রুজদের উপর চলতে থাকা ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেন এই সম্প্রদায়ের ২১ বছর বয়সি যুবক। মাজদ আল শায়ের নামে ওই যুবক বলেন, এটা কোনও ছোটখাটো সংঘাত নয়, দেশে সরকার বদলের পর দ্রুজদের নির্মূল করতে উঠেপড়ে লেগেছে নিরাপত্তাবাহিনী। বেছে বেছে বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। জোর করে দ্রুজ যুবকদের ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। দ্রুজ পুরুষদের রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। এমন একাধিক ভিডিও সোশাল মিডিয়াতেও সামনে এসেছে।

মার্কিন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ' অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস'-এর এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গত সপ্তাহে সুওয়াদাত প্রদেশে ৯৪০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৩২৬ জন দ্রুজ যোদ্ধা, ২৬২ জন ড্রুজ বেসামরিক নাগরিক, ৩১২ জন সরকারি নিরাপত্তা কর্মী এবং ২১ জন সুন্নি বেদুইন, এদের মধ্যে তিনজন বেসামরিক নাগরিক রয়েছে যাদেরকে দ্রুজরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসেবে দাগিয়ে দিয়েছে সিরিয়ার বর্তমান শাসক। ভয়াবহ এই পরিস্থিতির মাঝেই গত সপ্তাহ থেকে সিরিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দ্রুজ গণহত্যা রুখতেই এই হামলা। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দ্রুজ নাগরিকদের পক্ষ নিয়ে জানান, আমরা দক্ষিণ সিরিয়ার সম্পূর্ণরূপে হিংসামুক্ত করার দাবি জানাই। দক্ষিণ সিরিয়ার দ্রুজ সম্প্রদায়ের জন্য কোনও হামলা সহ্য করব না। এদিকে দ্রুজ, বেদুইন সুন্নিদের অস্ত্র সংবরণের আর্জি জানিয়েছে আমেরিকা। তাদের মধ্যস্ততায় সিরিয়া ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। যদিও সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে এখনও কোনও বদল আসেনি।জানা যায়, দ্রুজদের শিকড় ইসলামের সঙ্গে যুক্ত হলেও, এই সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলিমদের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করেন। শিয়া সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একাদশ শতাব্দীতে দ্রুজ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকেরাও আব্রাহামিক ধর্মের একটি অংশ। এরাও মুসলিমদের মতো একেশ্বরবাদী। অর্থা তারা বিশ্বাস করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন। তবে তাদের কিছু বিশ্বাস ইসলাম থেকে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। এর পাশাপাশি, তারা ভাগ্যেও বিশ্বাস রাখেন। দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকেদের মাতৃভাষা আরবি। এদের বাস মূলত সিরিয়া। পাশাপাশি লেবানন, ইজরায়েল ও জর্ডানেও এদের বাস। প্রায় ৫ লক্ষ দ্রুজের বাস সিরিয়ায়। যেহেতু এরা আব্রাহামিক ধর্মাবলম্বী এবং ইসলামে বিশ্বাস রাখেন না তা ইহুদিরা এদের আপনজন বলে মনে করে। এদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ধর্মান্তরের অনুমোদন নেই। ইজরায়েলের সেনাবাহিনীতেও প্রচুর সংখ্যায় দ্রুজ রয়েছেন। মুসলিম চরমপন্থার শিকার এই সম্প্রদায়ের পাশে বরাবর দাঁড়িয়েছে ইহুদিরা।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ নেতানিয়াহু, খুনের ছক ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে?

২১ জুলাই ঃ খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার তাঁর দপ্তর থেকে এই খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আপাতত তিনদিন তিনি বাড়ি থেকে কাজ করবেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে কি কেউ তাহলে খুনের ছক করেছে? সূত্রের খবর, গাজা এবং ইরানে ইজরায়েলের হত্যালীলা চালানোর পর অনেকেই সহ্য করতে পারছেন না নেতানিয়াহুকে। তাই এই পরিস্থিতিতে কোনও কিছুই যে অসম্ভব নয়, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।নেতানিয়াহুর দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে ৭৫ বছর বয়সি নেতানিয়াহুর অন্ত্রে প্রদাহ হয়েছে। শুধু তাই নয়, শরীরে জলের অভাবে ডিহাইড্রেশনেরও শিকার হয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো আগামী তিনদিন তিনি বাড়ি থেকে কাজ করবেন। তবে আগের থেকে তিনি এখনও অনেকটাই ভালো আছেন বলে জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, বেশ কিছু বছর ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন নেতানিয়াহু। ২০২৩ সালে তাঁর পেসমেকার বসে। এরপর গত বছর ডিসেম্বরে তাঁর প্রস্টেটে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সেই সময় তিনি বেশ কিছুদিন কাজ করতে পারেননি। তখন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার সামলেছিলেন ন্যায়বিচার দপ্তরের মন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন।

ইন্দোনেশিয়ায় জাহাজে বিধ্বংসী আগুন, প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপ, মৃত ৫ জনের

২১ জুলাই ঃ ইন্দোনেশিয়ায় মাঝসমুদ্রে যাত্রীবাহী জাহাজে আগুন। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জনের। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুলায়েসি দ্বীপের কাছে। এক বিবৃতিতে উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, ছোট জাহাজটি উত্তর সুলায়েসি প্রদেশের রাজধানী মানাডোর দিকে যাচ্ছিল। মাঝসমুদ্রে কেএম বার্সিলোনা ৫ নামের ওই জাহাজটিতে আচমকা আগুন ধরে গেলে বেশ কিছু যাত্রী প্রাণ রক্ষায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র নিরাপত্তা সংস্থা জানিয়েছে, জাহাজটিতে ৩০০ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ২৮৪ জন জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুসারে দুপুর দেড়টা নাগাদ জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। উপরের ডেকগুলি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশাপাশ। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ছবি ও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আতঙ্কিত যাত্রীরা লাইফ জ্যাকেট পরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছেন। আব্দুল রহমাদ আগু নামের এক যাত্রী জাহাজে দুর্ঘটনার দৃশ্য ফেসবুকে লাইভস্ট্রিমিং করেন। তিনি নিজেও তখন লাইফ জ্যাকেট পরে সমুদ্রে ভাসছিলেন। একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ভাসতে দেখা গিয়েছে আগুকে। উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের একজন পুলিশকর্মীর স্ত্রী। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁরা জলের মধ্যে ভাসছিলেন। তার পরে তাঁদের উদ্ধার করতে পৌঁছায় নৌসেনা। উদ্ধারকাজ নিয়ে অভিযোগ উঠলেও পরে পরে তিনটি জাহাজ যাত্রীদের সুরক্ষিত ভাবে গন্তব্য পৌঁছে দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এদিকে দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কী কারণে জাহাজে আগুন লাগল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

গ্রেপ্তার ওবামা! বিস্ফোরক এআই ভিডিও পোস্ট ট্রাম্পের, তুঙ্গে বিতর্ক

২১ জুলাই ঃ হাতে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেট বারাক ওবামাকে! বিস্ফোরক ভিডিও পোস্ট করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজস্ব সোশাল মিডিয়ায় প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশালে এই ভিডিও পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই ভিডিও ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। তবে সমালোচনার মুখে প।লেও নির্বিকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দিনকয়েক আগেই ওবামার বিরুদ্ধে নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ এনেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন গোয়েঃদা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডও দাবি করেন, ২০১৬ সালে আমেরিকার ভোটের পর রাশিয়ার সঙ্গে ট্রাম্পের যোগসূত্রের তত্ত্ব বানিয়েছিলেন ওবামার ঘনিষ্ঠ আধিকারিকরা। এই অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলেই দাবি করেন তুলসী। ওবামা প্রশাসনের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনা উচিত বলেই দাবি করেন তিনি।

সেই মন্তব্যের দিনকয়েক পরেই বিস্ফোরক ভিডিও প্রকাশ করলেন মার্কিন প্রেসিডেঃট। বাস্তবের কিছু ভিডিও ফুটেজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এআই ভিডিও। সবমিলিয়ে ট্রাম্পের পোস্ট করা ভিডিওর সারমর্ম হল, কেউই আইনের উর্ধ্বে নন। আমেরিকার একাধিক রাজনৈতিক নেতার মুখ ব্যবহার করা হয়েছে এই কথাটি বোঝানোর জন্য। তারপরেই দেখা যাচ্ছে, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন ওবামা। সেখান থেকেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে এফবিআই। সেই দৃশ্য দেখে দিব্যি মিটিমিটি হাসছেন ট্রাম্প। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কয়েদির পোশাক পরে গারদের ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামা।

এআই দিয়ে তৈরি করা ভিডিও পোস্ট করলেও কোনও ক্যাপশন দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাতেই বিতর্কের ঝ। উঠেছে মার্কিন রাজনৈতিক মহলে। কাল্পনিক ভিডিও শেয়ার করেও কেন সতর্কবার্তা দিলেন না প্রেসিডেন্ট, প্রশ্ন উঠছে।

অবৈধ অস্ত্র দিয়ে আত্মঘাতী যুবক, এলাকায় চাঞ্চল্য

জৌনপুর, ২০ জুলাই ঃ জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা শচীন যাদব (৩৮) অবৈধ অস্ত্র দিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করলে সিকরারা থানা এলাকার বারাউলি গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার পর পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে। আত্মহত্যার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সিকরারা থানার পুলিশ ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে।

মুম্বইয়ে ট্রেনে বিস্ফোরণ মামলায় ১২ দোষীকে বেকসুর খালাস

মুম্বই, ২১ জুলাই ঃ ২০০৬ সালে মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১২ জনকেই বেকসুর খালাস করে দিল বম্বে হাই কোর্ট। ২০১৫ সালে সংশ্লিষ্ট মামলায় ১২ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল নিম্ন আদালত। পাঁচ জনকে আজীবন কারাদণ্ড এবং বাকিদের মৃত্যুদণ্ড দেন বিচারক। ১৯ বছর পুরনো ওই মামলায় সোমবার বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি অনিল কিলোর এবং বিচারপতি শ্যাম চন্দকের পর্যবেক্ষণ, যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাব রয়েছে। তাই অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করা হল।

ব্রিটেনে সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টায় হাসিনা ঘনিষ্ঠরা, অন্তর্তদন্তে 'অস্বস্তি' বাড়ল মুজিবকন্যার!

২১ জুলাই ঃ গত বছরের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পতন হয়েছিল বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সরকারের। দেশছাড়া হন শেখ হাসিনা। এর পর থেকেই হাসিনার ঘনিষ্ঠেরা ব্রিটেনে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টা শুরু করেছেন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।হাসিনা বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর ঘনিষ্ঠেরা ব্রিটেনে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি তৈরি করেছেন! ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে হাসিনার পতনের পরেই এই বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয় মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। এই ঘটনাকে অবশ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেছে আওয়ামি লিগ এবং হাসিনার সমর্থকরা। যদিও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের এক অন্তর্তদন্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে, পদ্মাপাড়ে ক্ষমতা বদলের পরেই সম্পত্তিই বিক্রির চেষ্টা শুরু করেছে হাসিনা ঘনিষ্ঠরা। ব্রিটেনের তদন্তকারী সংস্থা 'দ্য ক্রাইম এজেন্সি' (এনসিএ) বেশ কয়েক জনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে। দ্যা গার্ডিয়ানের দাবি, গত বছরে এমন অন্তত ২০টি লেনদেনের আবেদন জমা পড়েছে ব্রিটেনের জমি রেজিস্ট্রি দপ্তরে। এগুলি সবই বাংলাদেশের প্রশাসনের তদন্তের আওতায় থাকা ব্যক্তিদের নামে রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে অন্তর্তদন্তে। মূলত সম্পত্তি বিক্রি, বন্ধক এবং হস্তান্তরের জন্যই আবেদনগুলি করা হয়েছে। এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানান, ইতিমধ্যে ব্রিটেন সরকারের কাছে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে এই ধরনের সম্পত্তিকে আরও বেশি করে বাজেয়াপ্ত করা হয়।আগেই হাসিনার দুই বোনঝি টিউলিপ সিদ্দিক এবং আজমিনা সিদ্দিকের লন্ডনের সম্পত্তি ঘিরে বিতর্ক হয়েছিল। এরপর সামনে এসেছে হাসিনার তৎকালীন উপদেষ্টা সলমান এফ রহমানের পরিবারের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি। যার পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। যা বাজেয়াপ্ত করেছে ব্রিটেনের অপরাধ দমন শাখা। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত হয়েছে হাসিনা জমানার ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। বলা বাহুল্য ব্রিটেনের তদন্তকারী সংস্থা 'দ্য ক্রাইম এজেন্সি'র এই তদন্তে অস্বস্তি বাড়ল শেখ হাসিনা এবং তার দলের। অন্যদিকে ফ্রন্টফুটে 'ভারত বিরোধী' অন্তর্বর্তী সরকার।

আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২১ জুলাই ঃ আচমকাই অসুস্থ হয়ে প।লেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন নিয়মিত সকালের প্রাতঃ ভ্রমণের সময় হালকা মাথা ঘোরা অনুভব করেন। লক্ষণগুলি মূল্যায়নের জন্য তাঁকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

Name Change

I, Zakaria Mandal, my father's (Old Name) (Late) Abdul Kader Boks Mondal residing at Vill & Po- Barua, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my father's name from (Late) Abdul Kader Boks Mondal to (Late) Abdul Kader Mandal and henceforth my father's name shall be known as (Late) Abdul Kader Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/07/2025 . My father's name (Late) Abdul Kader Mandal & (Late) Abdul Kader Boks Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I,Susmita Saha Chowdhury (Old Name) W/O– Tapas Chowdhury resident of 28/106 Roshganj Road, Po- Cossimbazar Raj PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742102 do hereby decrale that I have changed my name from Susmita Saha Chowdhury to Susmita Chowdhury and henceforth I shall be known as Susmita Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/07/2025 . My name Susmita Chowdhury & Susmita Saha Chowdhury both are same and one identical person.

Name Change

I, SORIULLA LASKAR (Old Name) S/O ALAMBARI LASKAR Residing at Vill & P.O.-Kustia, P.S.-Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743330 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SOFIULLA LASKAR (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 18-07-2025. SORIULLA LASKAR (Old Name) and SOFIULLA LASKAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rajabul Shaikh S/O- Farjan SK @ Farjan Shaikh resident of Gosainpur, Ajgar Para, Raghunathganj, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742223, have changed my name and shall henceforth be known as 'REJABUL SK' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 21/07/2025. That Rajabul Shaikh and Rejabul SK both are same and one identical person.

Name Change

I, Ujjawal Mondal S/O- Panchanan Mondal resident of 682/4, Meghnad Saha Pally, Golapbag, P.O.-Rajbari, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, have changed my name and shall henceforth be known as 'UJJWAL MONDAL' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 21/07/2025. That Ujjawal Mondal and Ujjwal Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sasti Charan Halder S/o Kanai Halder residing at vill. Anandanagar P.O. Maniknagar, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin No-742133 W.B. do hereby solemnly affirm and declare my actual name Sasti Charan Halder instead of Shashti Charan Haldar, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive/J M 1st class Magistrate at Berhampore, Murshidabad on 18.07.2025. Sasti Charan Halder and Shashti Charan Haldar both are same and Identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shaikh Alamgir (Old name) পিতা Sekh Sajahan ঠিকানা Vill Bahukhedail, P. O. - Hayatpur,P.S - Arambagh.. ,Dist - Hooghly Pin No - 712412 . প ঃ বঃ স্থায়ী বাসিন্দা আরামবাগ কোর্টের , এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা , এফিডেভিট দ্বারা Sekh Alamgir (New name) পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (Sl. No 7 246) তারিখ 28.05.2025 Shaikh Alamgir (Old name) এবং Sekh Alamgir (New name) একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম

সচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

Name Change

I, Erfan Beoya (Old Name) D/O–Ebadat Sk resident of Pachachandpur, Dhubi Nagadi, Kaliganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741137 do hereby decrale that I have changed my name from Erfan Beoya to Erfun Bewa and henceforth I shall be known as Erfun Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/07/2025 . My name Erfun Bewa & Erfan Beoya both are same and

AFFIDAVIT

I APARAJITA MUKHERJEE W/O SK MISBAHUL MOATTER HOQUE RIO VILL-MAINAN, P.O. LOWADA, P.S. DEBRA, DIST-PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721136. MY MINOR SON NICK NAME HAS BEEN RECORDED AS SK ANARUL HOQUE S/O SK MISBAHUL MOATTER HOQUE IN HIS AADHAR CARD AND SK ANARUL HOQUE S/O MISBAHUL MOATTER HOQUE IN HIS BIRTH CERTIFICATE. AFFIDAVIT MADE IN 1ST CLASS COURT ON 13-10-2020 BY LD. JUDICIAL MAGISTRATE, PASCHIM MEDINIPUR COURT. VID NO-10437. ISHAN TISHYA S/O SK MISBAHUL MOATTER HOQUE AND SK ANARUL HOQUE S/O SK MISBAHUL MOATTER HOQUE AND SK ANARUL HOQUE S/O MISBAHUL MOATTER HOQUE IS THE SAME ONE AND IDENTICAL PERSON. MY SAID MINOR SON'S ACTUAL NAME IS ISHAN TISHYA S/O SK MISBAHUL MOATTER HOQUE .

Name Change

I, Sujata Pandit W/o Jaydeep Das Naskar Residing at 299/H, Picnic Garden Road, P.o - Tiljala, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Sujata Das Naskar. I declare that Sujata Pandit and Sujata Das Naskar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-07-2025.

Name Change

I, Keya Mani Kundu W/o Subhasis Dey Residing at Sonartari Appartment, Flat No. 2A EA-31, Deshbandhu Nagar, Udayan Sangha Club Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059 West Bengal India shall henceforth be known as Keya Dey. I declare that Keya Mani Kundu and Keya Dey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-07-2025.

Name Change

I, Saraphat Saha (Old Name) C/o Late Jahiruddin Saha Residing at Vill - Baranga, P.o - Depal, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721453, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Seraphat Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-07-2025. Saraphat Saha (Old Name) and Seraphat Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Reyajuddin (Old Name) C/o Late Sk Hasiruddin Residing at Vill - Ariya Padamapur, P.o - Manikabasan, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721453, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Riyazuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-07-2025. Sk Reyajuddin (Old Name) and Sk Riyazuddin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, DILIP BHAKTA (Old Name) S/O SITAL CHANDRA BHAKTA Residing at Hatpukur Muchi Para, P.S.-Jagacha, District - Howrah, Pin - 711112 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as DILIP KUMAR BHAKTA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 21-07-2025. DILIP BHAKTA (Old Name) and DILIP KUMAR BHAKTA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SK MONJURUL (Old Name) S/O SK JALALUDDIN Residing at Vill- Naikundi, P.O.-Kumarara, P.S.-Nandakumar, District - East Medinipur, Pin - 721632 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK MANJURUL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 21-07-2025. SK MONJURUL (Old Name) and SK MANJURUL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

Kaiseri Begum (Old name) W/O Late Md Osman . Rasiding at 66 , Hare Krishna Konar Road , P. O – Entally , Kolkata , Pin - 700014 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Kaiseri Osman (New name) as declared before the Notary public kolkata on 21/7/2025 Kaiseri Begum (Old name) and Kaiseri Osman (New name) both are same and one identical person.

Name Change

I,ABDUL HALIM SK son of Late SAID ALI SK and Late SAID ALI SK son of MUJAHAR ALI SK ,residing at village + PO- kolorah,P.S –Domjur,District – Howrah,PIN- 711411, West Bengal.As Per Aadhar card,Voter card,Ration card , PAN Card and Warrison Certificate my name is ABDUL HALIM SK has been recorded and my father name recorded as SAID ALI SK. As per C.S Porcha my Grandfather name has been recorded as MUJAHAR ALI SK son of DIDAR SK and as per L.R Porcha my father name has been recorded as SAID ALI MONDAL son of MUJAHAR and also as per KOLORAH-II Gram panchayet issued a certificate that SAID ALI SK and SAID ALI MONDAL is the same and one identical person. That SAID ALI SK and SAID ALI MONDAL is the same and one identical person vide Affidavit LD.Executive Magistrate,1st Class at Howrah, date- 16/07/2025.

মুর্শিদাবাদ থেকে এক রাতে গ্রেপ্তার ৮ বাংলাদেশি, গ্রেপ্তার আরও ৩ ভারতীয়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ জুলাই ঃ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে ধরা এবং তাদের নিজের দেশে ফেরত

পাঠানোর জন্য অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে একে একে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে পালানো শুরু করেছেন বেআইনিভাবে এদেশে প্রবেশ করে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করা বহু বাংলাদেশি পরিযায়ী শ্রমিক। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ এবং কয়েকটি কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযানের ভয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় রবিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদে লালগোলা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক। বিদেশি ওই নাগরিকদেরকে বেআইনিভাবে বাড়িতে রাখা এবং অর্থের বিনিময়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে লালগোলা থানার পুলিশ আটরোশিয়া গ্রামের দুই বাসিন্দা- জামিরুল শেখ এবং তোফাজুল শেখ ওরফে ফটিককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ৫ বাংলাদেশি নাগরিক সহ দুই ভারতীয় নাগরিককে সোমবার আদালতে পেশ করছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'অনুপ্রবেশের এই ঘটনার পরবর্তী তদন্তের স্বার্থে ধৃত ব্যক্তিদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে সোমবার আদালতে পেশ করা হচ্ছে।' লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন , ধৃত বাংলাদেশে নাগরিকদের নাম শাকিরুল ইসলাম , মহম্মদ সেরাজুল, মহম্মদ শামসুল, শাকিল শেখ এবং সনজিত কর্মকার। তাদের সকলেরই বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ধৃত পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিকই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমরা জানতে পেরেছি ধৃত পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক বেশ কিছুদিন আগে কোনও বৈধ নথি ছাড়াই মুর্শিদাবাদের একটি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর তারা এই দেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার বেআইনিভাবে ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করায় এই বাংলাদেশি নাগরিকরা ভয় পেয়ে যায়। সূত্রের খবর, এরপরই তারা নিজেরদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য লালগোলার বাসিন্দা জামিরুল এবং তোফাজুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। লালগোলা থানার ওই আধিকারিক বলেন, আটরোশিয়া গ্রামের বাসিন্দা জামিরুল শেখ এবং তোফাজুল বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে বেআইনিভাবে এই দেশে নিয়ে আসা এবং প্রয়োজন পড়লে সুরক্ষিতভাবে তাদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। গত দিন দুই আগে ওই পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক জামিরুলের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। তারা নিরাপদে দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু তার আগেই লালগোলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা থেকে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে সোমবার ভোররাতে রাণীনগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিন বাংলাদেশি নাগরিক। তাদেরকে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টার অভিযোগে রাণীনগর থানার পুরাতন ডিগ্রী এলাকার বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন ওরফে সেলিম নামে বছর ত্রিশের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার রাসপ্রীত সিং জানান, রানীনগরের অনুপ্রবেশের ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে সোমবার তাদের লালবাগ আদালতে পেশ করা হচ্ছে।' রানীনগর থানার এক আধিকারিক জানান, সোমবার ভোরে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী এলাকার বাসিন্দা তারিকুল ইসলাম ,আব্দুল রহমান এবং মহম্মদ সাহেব আলী নামে ১৮- ২৬ বছর বয়সী তিন যুবক সাদ্দাম হোসেনের সাহায্যে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর তারা পুরাতন ডিগ্রী এলাকায় একটি ঘরে লুকিয়ে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানীনগর থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন বাংলাদেশি নাগরিক সহ এক ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে। জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক রাণীনগরের ঘটনাটিকে 'ব্যতিক্রমী' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি জানান, ভারতীয় নথি থাকা সত্ত্বেও ভুল- বোঝাবুঝির কারণে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলারই একাধিক নাগরিককে বিএসএফ জোর করে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করে দিয়েছিল । পাশাপাশি ওড়িশা, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র , দিল্লি সহ আরও একাধিক রাজ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে ধরার জন্য বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। সেই কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনিভাবে যে সমস্ত বাংলাদেশি নাগরিকরা অনুপ্রবেশ করে ভারতে কাজ বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য তারা এই মুহূর্তে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

দেওয়া হয়নি বিদ্যুৎ সংযোগ, সেচ দেওয়ার জন্য বৃষ্টির জলই ভরসা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই ঃ জমিতে জল সেচ দেওয়ার জন্য গভীর নলকূপ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু, তা ব্যবহার হল না, জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য তাই বৃষ্টির জলের ওপরেই ভরসা করতে হয় ফালাকাটার কৃষকদের। ধান সহ অন্যান্য সবজির বীজ এখনও রোপনই করতে পারেননি কৃষকরা। জমিতে সেচের জন্য করা হয়েছে গভীর নলকূপ কিন্তু তার সুবিধা পাচ্ছেন না কৃষকরা। ফালাকাটা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড চুয়াখোলায় বসানো হয়েছে গভীর নলকূপ। তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে মাস তিনেক আগে। সেখানে বিদ্যুতের কাজ সম্পন্ন হয়ে মিটারও বসানো হয়ে গেছে। জল তোলার জন্য মাটির নিচে পাইপ বসে গেছে। মোটর বসানো হয়েছে কিন্তু এখনো সেখানে দেওয়া হয়নি বিদ্যুৎ সংযোগ। যার ফলে সেচের জন্য জল পাচ্ছে না কৃষকরা। এর ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধানের বিচন। বিঘার পর বিঘা জমি শুকিয়ে রয়েছে কৃষক খয়রুল মিয়া, রিপন দাস জানান, সেচ দফতরের পক্ষ থেকে কৃষকদের জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য গভীর নলকূপ বসানো হল। তার সুবিধা পাচ্ছেন না কৃষকরা। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে এখানে নলকূপও বসানো হয়েছে এবং পাম্প হাউজ তৈরি করা হয়েছে। তারপরেও লাভ কিছু হল না। জানা গিয়েছে বৈদ্যুতিক সংযোগ চলে এসেছে কিন্তু জল তোলার মোটরের সঙ্গে সেই বৈদ্যুতিক সংযোগ না দিয়েই সেচ দফতরের কর্মীরা এই প্রকল্পকে সম্পন্ন দেখিয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছেন। জল না পাওয়ায় চাষের জমিতে জল দেওয়া যাচ্ছে না। তার জন্য চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। এই বিষয়ে জেলা কৃষি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ফোন না তোলায় কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

Office of The Baragram Gram Panchayat
At+ PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender/ Tender
Pradhan, Baragram GP has invited NIT-01,02,03/25-26 of 19 schemes [15 th CFC & SBM(G)] and NIeT- 01, 02/25-26 of 8 schemes [15 th CFC] on 21/07/2025. For details contact Baragram GP Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Baragram Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Road under 15th FC fund in **N.I.e.T. No.-3 (3rd Call)**.Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **28/07/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৩-২৫, তারিখ ১৭.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-১৩-২৫** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ওএইচই বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সামগ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত সরবরাহ ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৫৭,২৮,৮৫৮.৫০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,২৮,৭০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
HWH-203/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1." Temporary installation of sound system on & from **07.08.2025 to 10.08.2025** in connection with VVIP visit in the district of Jhargram.i.c.w observance of international Day of world's Indigenous People."
2. Temporary installation of Video Mixing, Internet and LED Giant Screen on & from **07.08.2025 to 10.08.2025** in connection with VVIP visit in the district of Jhargram.i.c.w observance of international Day of world's Indigenous People.
3. Temporary installation of CCTV, Internet & Others on & from **07.08.2025 to 10.08.2025** in connection with VVIP visit in the district of Jhargram.i.c.w observance of international Day of world's Indigenous People.
4. Temporary IT Infrastructural work at Helipad in connection with VVIP visit on & from **06.08.2025 to 10.08.2025** in the district of Jhargram.i.c.w observance of international Day of world's Indigenous People.
5. Temporary IT Infrastructural work at Jhargram Rajbari in connection with VVIP visit on & from **06.08.2025 to 10.08.2025** in the district of Jhargram.i.c.w observance of international Day of world's Indigenous People ."
SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ- 28,WBPWD/EE/BIT/NIQ-29, WBPWD/EE/BIT/NIQ-30, WBPWD/EE/BIT/NIQ-31,& WBPWD/EE/BIT/NIQ-32of 2025-26 Last date of submission of Quotation: **29.07.2025 up to 10:00AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https://www.pwdwb.in**)
Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

Office of the Raghabpur Gram Panchayat
Vill-Bongabari, P.O. Bongabari, Dist: Purulia(W.B),
Notice inviting e-Tender No:-
WBPUR/RGP/P-II/NIT(e)-01/2025-26
The Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat invites e-tender for total 12 (Twelve) Nos. similar nature works from the bonafied, resourceful contractors. Date of uploading of N.I.T & other Documents (online) (publishing Date): **21.07.2025**. Documents download/sell start date (online) **21.07.2025.** Documents download/ sell end date (online) **01.08.2025.** Bid submission start date (online) **21.07.2025.** Bid submission closing (online) **01.08.2025.** Bid opening date for Technical Proposals **04.08.2025.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** contact Gram Panchayat Office.
Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat

NOTICE
Smt Rekha Rani Gayen W/o Late Madan Chandra Gayen, Sri Gobinda Gayen, Goapl Gayen, Banamali Gayen S/o Late Madan Chandra Gayen, Arati Mondal W/O Late Monoranjan Mondal, Sandhya Khara W/O Bhaktopada Khara, had appointed Sri Stya Narayan Agarwal, S/O Late Prahllad Rai Agarwal, POWER OF ATTORNEY to sell out (17 cottah 8 chattak) Land over the R.S. Plot No.200 Under R.S Khatian no of 1068 in Mouza Chakpara, J.L. No. 111 RS Plot No-200/622, RS Khatian No-1068,to sell out(6 cottahs 8 chattaks) vide Registered Deed No. 1-529 dated 27.07.2005 of (A.D.S.R HOWRAH) book no IV. If there is any objection kindly contact to The BL & LRO, Bally-Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711 202 within 10 Days from the date of advertisement.

নোটিশ
আমার মক্কেল সুলতানারা মল্লিক স্বামী- আফসার আহমেদ মল্লিক, সাং-৫২, কাজিপাড়া লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অনুপ চট্টোপাধ্যায়, সুমতী চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণিমা ব্যানার্জী, অসিমা চ্যাটার্জী, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুলাল চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সকলের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সঞ্জীব-কোলে পিতা-উত্তম কোলে ইহার নিকট হইতে ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত নামা ৪০-০০৯২/ ২০০৭ ও ৪০-০২৬২/ ২০০৭ নম্বর আমমোক্তার নামা দ্বয় দলিল দ্বারা, থানা-ডোমজুড়, মৌজা- কোলড়া, জে.এল- নম্বর ২০, হাল ১৯৪০, ২৩১০, ৪৬৯১, ৪৪৬৩, ৪০০১/২, ৪২৯২, নম্বর খতিয়ানে হাল এল আর, ১৩৭৪,১৩৭৫, ১৩৮৬ নং দাগ মোট ১.৬৫ শতক সম্পত্তি চেইন-দলিল মারফত ৪০-৭৬৬০ / ২০২২ নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে BL & LRO ডোমজুড় অফিস এর নিকট আপীল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
ALOK KUMAR BHATTACHARYA
Advocate
Judge's Court, Howrah
Regd. No.-444/1978

শান্তিনিকেতনে হোটেলে মধুচক্র, আটক ৬ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ জুলাই ঃ শান্তিনিকেতনে হোটেলে মধুচক্রের আসর থেকে আটক ৬ মহিলা। অভিযোগ, শান্তিনিকেতনে অধিকাংশ হোটেলে চলছে মধুচক্রের রমরমা। রবিবার মধ্যরাত্রে শান্তিনিকেতনের তালতোড়ে বোলপুর আমোদপুর রোডের উপর একটি হোমস্টেতে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে দেহ ব্যবসায় জড়িত ৬ জন মহিলাকে উদ্ধার করে ও হোটেল মালিক, ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে শান্তিনিকেতন থানা। এদিনই বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় তাদের। শান্তিনিকেতন এক অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। সারা বছর প্রচুর পর্যটক আসেন। স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতন থানার সোনাঝুরি, শ্যামবাটি, প্রান্তিক, গোয়ালপাড়া, তালতোড় প্রচুর হোটেল, রিসোর্ট, হোমস্টে রয়েছে। অভিযোগ, অধিকাংশ হোটেলে চলছে মধুচক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ , তালতোড়ের এলাকায় বোলপুর আমোদপুর রোডের উপর মা এপার্টমেন্ট হোমস্টে তে দেহ ব্যবসা চলছে। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশের বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে ৬ জন মহিলাকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি হোমস্টের মালিক ও ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, এই বেসরকারি হোমস্টেতে বাইরে থেকে মহিলাদের নিয়ে এসে মধুচক্রের আসর বসাতো। মহিলাদেরকে আশ্রয় দিয়ে দিনের পর দিন দেহ ব্যবসা চলতো। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শান্তিনিকেতন জুড়ে।

উত্তরকন্যা অভিযানের আগে শিলিগুড়িতে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, মোতায়েন জলকামান-পুলিশ বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার ডাকে সোমবার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তরকন্যা অভিযান। সেই কর্মসূচিকে ঘিরে আগেই উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি। সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে প্রশাসনের তরফে প্রশাসনিক সদর দপ্তর উত্তরকন্যা ভবনকে মুড়ে ফেলা হয়েছে কড়া নিরাপত্তার বলয়ে। সোমবার সকাল থেকেই উত্তরকন্যা চত্বরে চেকপোস্ট বসিয়ে চলছে কড়া নজরদারি। ব্যারিকেড দিয়ে এলাকা টহল দিচ্ছে RAF ও বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রস্তুত রাখা হয়েছে জলকামানও। প্রত্যেকটি প্রবেশপথে চলছে মেটাল ডিটেক্টর ও পুলিশি তল্লাশি। উপস্থিত রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, যাঁরা গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনওভাবেই জনজীবন ব্যাহত বা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটতে দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন, উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি-র প্রতিবাদে যুব মোর্চা এই অভিযান ডেকেছে। শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি সমর্থকরা মিছিল করে উত্তরকন্যা অভিমুখে এগোনোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তা নিশ্চিত করতেই এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সোমবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি চুনাভাটি ফুটবল গ্রাউন্ড এলাকায় উত্তেজনার পারদ চড়েছে। ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার ডাকে আজ 'উত্তরকন্যা অভিযান' শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কর্মী-সমর্থকদের জমায়েতের মধ্যে দিয়ে। রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন, উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই অভিযান। সকাল থেকে তিনবাত্তি মোড় থেকে চুনাভাটি ফুটবল গ্রাউন্ড পর্যন্ত বিশাল জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছে। সভাস্থলে কড়া নিরাপত্তা, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ কুকুর এবং মেটাল ডিটেক্টর। পুলিশি তল্লাশি চালানো হচ্ছে প্রতিটি প্রবেশপথে। জনসভার মূল মঞ্চ গড়ে উঠেছে রাজগঞ্জ ব্লকের চুনাভাটি ফুটবল মাঠে। আন্দোলনে উপস্থিত থাকতে পারেন যুব মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শীর্ষ নেতারাও।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৭, তারিখ ১৮.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্রনং	টেন্ডার নং	নির্ধারিত তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৬৫২৪৫০৬৭বি	২৭/০৮/২০২৫	এডি কারেন্ট টেস্টিং মেশিন	০১ সেট	১,০৪,৮৬০/-
২	৬৬২৫৫০০৭	০৭/০৮/২০২৫	কামিন্স মেক ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদির জন্য সিলিন্ডার হেড মেরামতি কিট	৪৭১ সংখ্যক	৭,৬৫,৬০০/-
৩	২৯২৫৪৬২৫এ	০৫/০৮/২০২৫	প্যানেলের জন্য কানেক্টরের সেট	১৩ সেট	১,৩৯,১৬০/-
৪	২৫২৫৩৬১৫	১৩/০৮/২০২৫	এন-৩২ ট্যাপ চেঞ্জারের আইওএইচ রক্ষণাবেক্ষণ তালিকা	২৯ সেট	১,৭৬,৮৩০/-
৫	২৫২৫৩৬০২	২০/০৮/২০২৫	পিসি৮ ধরনের সিকোয়েন্স রিলে	৩৩৫ সংখ্যক	১,৩০,৪৫০/-
৬	২৯২৫৪৬২২	২২/০৮/২০২৫	মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক বৈদ্যুতিন স্পিড ইন্ডিকেটিং ও রেকর্ডিং ব্যবস্থা	৪২ সেট	২,৪১,৮৫০/-
৭	২৯২৫৩২৫০	২৫/০৮/২০২৫	পরিবর্তিত সিঙ্গল ডাক্ট লেদার বেলো	২৪১ সেট	৩,২০,২১০/-
৮	২৯২৫৪৫৮৯	২৬/০৮/২০২৫	এন্ড ফ্রেম নন-ড্রাইভিং এন্ড অ্যাসেম্বলি	২৪২ সংখ্যক	৪,৫৩,৪৭০/-
৯	২৯২৫৩০৭৬	২৬/০৮/২০২৫	কানেক্টর সমেত অগ্নি-নির্ণায়ক যন্ত্রাংশ	৫৮ সংখ্যক	১,৮৩,৪২০/-
১০	২৯২৫৩১৯২	২৮/০৮/২০২৫	ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলিং ইউনিটের ইম্পেলার	২০১ সংখ্যক	২,০৩,৯৭০/-
১১	২৫২৫৩২৮৫	০৩/০৯/২০২৫	জেডপিটি হাতল ব্যতীত আর্থিং সুইচ এইচওএম কমপ্লিট	৪৮ সংখ্যক	১,৫৬,৩৩০/-
১২	২৯২৫৪৭৫৫	০৮/০৯/২০২৫	টেকসই লোকো সাইড বাফার অ্যাসেম্বলি	১৯৯ সংখ্যক	২,১১,৩৭০/-
১৩	২৫২৫৩৫৭২	১২/০৯/২০২৫	আরআর ২০১০০ সিজিএম টাইপ কম্প্রেসরের এওএইচ (টিওএইচ) কিট	৬৬৩ সেট	১৩,২০,৩৯০/-
১৪	২৯২৫৩০১৩	০৭/১০/২০২৫	৩-ফেজ লোকোর জন্য ১৫ কেজি ক্ষমতার সাইড বাফার	১৮৪ সংখ্যক	১,৩৭,২২০/-
১৫	২৫২৫৩৮৯১	০৮/১০/২০২৫	পার্মানেন্ট ফিল্ড উইকেনিং ইত্যাদি	২১ সেট	১,৯৫,৭৬০/-
১৬	২৯২৫৪৭৪২	২৭/১০/২০২৫	আরআর২০১০০ সিজি (এম) এয়ার কম্প্রেসরের জন্য পিওএইচ কিট	১৩ সেট	১,১০,০০০/-
১৭	৪৫২৫৩১৮৩	১৪/০৮/২০২৫	এলএইচবি ইওজি এসি কোচ ইত্যাদির জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট (আরএমপিইউ)	৩৪ সেট	১৮,১৮,৭০০/-
১৮	৩৮২৫৩১০২	২৫/০৮/২০২৫	সিএএসএনইউবি বগি ইত্যাদির জন্য ব্রেক বিম কমপ্লিট	৮৪০ সংখ্যক	১,৪৩,৭২০/-
১৯	৩৮২৫৪৫৩৪	২৬/০৮/২০২৫	এস্কর্ট ডিজাইন বিএমবিএস-এর জন্য ১১" ব্রেক সিলিন্ডারের মেরামতি কিট	২৯৪০ সেট	১,৭৯,৬৪০/-
২০	৩৮২৫১৫৪৫	০১/০৯/২০২৫	ব্রেক শ্যু ইত্যাদির জন্য মডিফায়েড কি	১৭৪২৩০ সংখ্যক	১,৫৬,২৫০/-
২১	৩৮২৫৩০০২	১৫/০৯/২০২৫	অ্যাক্সেল এন্ড স্টিল হাই টেনসাইল ক্যাপ স্ক্রু ইত্যাদি	১৩৪৬৬০ সংখ্যক	১,২২,০৬০/-
২২	৯০২৫১৯৪০	১৮/০৮/২০২৫	এম. এস. ফ্ল্যাট স্টিল ৪০x৬ মিমি ৩ মিটার ও তার বেশি দৈর্ঘ্যের	১৩১ এমটি	১,৫৩,৯৬০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-417)**

জলপাইগুড়িতে জাপানি থাবায় মৃত ৩! কলকাতা থেকে ছুটে গেলেন আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ জলপাইগুড়িতে পড়ল

জাপানি 'থাবা' প্রাণ গেল তিন জনের। কলকাতা থেকে ছুটে গেল প্রশাসনিক কর্তারা। কী এমন হয়েছে উত্তরে? জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের এই জেলায় এখন কামড় বসিয়েছে একটি ভিনদেশি রোগ। নাম জাপানি এনসেফালাইটিস। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত এই রোগের আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ জন। যাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই তিন জনেই জলপাইগুড়ি সদর, ডাবগ্রাম ও বানারহাট এলাকার বাসিন্দা। বাকি দু'জন আক্রান্তের মধ্যে একজন আবার অনেকটা সুস্থবোধ করায় তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর অপরজন তিনিও আপাতত ভর্তি রয়েছেন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজেই। সেখানেই চিকিৎসা চলছে সেই সংক্রমিতের। অন্য সকল রোগের তুলনায় এই পরিসংখ্যান কম হলেও, হঠাৎ এর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। ইতিমধ্যেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে রবিবার কলকাতা থেকে জলপাইগুড়িতে যান চিকিৎসক তাপস রায়। সেখানে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাও পরিদর্শন করে দেখেন তিনি। বলে রাখা ভাল, বর্তমানে মেডিক্যাল চিকিৎসারত এনসেফালাইটিস রোগীও এই এলাকারই বাসিন্দা। স্বাস্থ্য মহল সূত্রে জানা গেছে, প্রথম জ্বর ও সর্দি-কাশি। তারপর শরীরে স্নায়ুজনিত সমস্যা, সাড় হারানো এবং সেই থেকে পক্ষাঘাত। অবশেষে মৃত্যু। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেলে একজন জাপানি এনসেফালাইটিস রোগীর জীবন এই পথেই প্রবাহিত। কিন্তু এই ভিনদেশি রোগ গ্রাম বাংলায় ঢুকল কী করে? সাধারণ ভাবে শূকরের শরীরেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। আর যার বাহক হিসাবে কাজ করে মশা। এদিন রোগী মৃত্যুর জেরে এলাকায় থাকা শূকরের খাটালগুলি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এমনকি, যেখানে পরিদর্শনের গিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দল। ওই এলাকাতেও রাস্তার চারপাশে বহু শূকর চড়ে বেড়াতে দেখা গেছে। যার জেরে আশঙ্কা যাচ্ছে সেই দিকেই। ইতিমধ্যে প্রশাসনের নির্দেশের পরেও অবৈধ ভাবে সেখানে কোনও খাটাল চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে অভিযানে নেমেছেন আধিকারিকরা।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের সুজনিপারা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মোবাইলে ভিডিও বানাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল যুবকের। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। এদিন সকালে মুর্শিদাবাদের সুজনিপারা এবং নিমতিতা রেল স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় রিলস বানাছিলেন এক যুবক। পিছনে আসছিল ডাউন মালদহ-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। বারবার হর্ণ দিলেও তা শুনতে পাননি যুবক। লাইন থেকে সরেননি যুবক। ট্রেন গতিতে থাকায় চালক ব্রেক কষতে পারেনি। ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে এলাকায়। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। পরপর দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে নিয়ম মেনে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তবে মৃতের নাম পরিচয় কিছু জানা যায়নি।

স্বামীর বিবাহবহিভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে মারধর, গৃহবধূর মৃত্যুতে গ্রেপ্তার স্বামী এবং শ্বশুর

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ জুলাই ঃ স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, আর তারই প্রতিবাদ করেছিল স্ত্রী, এরপর স্ত্রীকে বেল্ট দিয়ে বেধড়ক মারধর,আর যার জেড়ে কালনা হসপিটালে মৃত্যু হল গৃহবধূর। মৃত ওই গৃহবধূর নাম আজমিরা খাতুন শেখ (২৪). চলতি মাসের ৩ তারিখ গৃহবধূকে ব্যাপক মারধর করে গৃহবধূর বাপের বাড়ির সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় তার স্বামী। যদিও সেই সময় তার বাড়িতে কিছুই জানায়নি ওই গৃহবধূ। প্রথমদিকে জ্বরের চিকিৎসা হলেও পরবর্তী সময় ওই গৃহবধূ তাকে মারধোরের কথা তার পরিবারকে জানায়। গৃহবধূর পা থেকে গোপনাঙ্গ পর্যন্ত একাধিক মারের চিহ্ন রয়েছে। মারধরের জেরেই মৃত্যু হয় গৃহবধূর গতকাল রাতে কালনা মহকুমা হসপিটালে । এরপরই অভিযুক্ত তার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন, মোট ৪ জনের নামে পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিন সোমবার মৃতের এক দাদা তিনি জানান, বোনকে অমানবিক মারধরের জেরেই বোনের মৃত্যু হয়েছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। এ দিন সোমবার আলোবদ্দিন শেখ ও তার বাবা অণুজুল শেখকে গ্রেফতার কালনা আদালতে তোলা হয়। ধৃত স্বামী তিনি বলেন রাগেরশবর্তী হয়ে এই ঘটনা করে ফেলেছি।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ GOPAL SARKAR
আমোক্তারনামা দাতাঃ 1) SRI RUDHIR CH ROY SRI KALIPADA ROY
ঠিকানাঃ INDIAN RESIDINGAT.6, ASHU BOSE LINE, HOWRAH, 711101
গ্রহীতাঃ GOPAL SARKAR
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 765/2025 নং বহি 1315/25 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ SL NO, -765/2025 I=1315/25
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/4693
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা। গ্রহীতা ও বিক্রেতা দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ- MOUZA = KHARIA, SIT NO-2, KHATIAN, 13,30,78, J.L NO-7 L.R. DAG = 232
NAME- GOPAL SARKAR, RAMKRISHNA PALLY, MOHIT NAGAR, JALPAIGURI, 73510
1) SUDHIR CH ROY 2) KALIPADA ROY. Son of Let PURNACHANDRA ROY
BELIAGHATA ROAD, P.S- ENTALY, P.O- TANGRA, KOLKATA.
(আদেশ নং ১০০০ -I.S.২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ GOPAL SARKAR
পিতা/ স্বামী ঃ MAHADEB SARKAR
ঠিকানা ঃ RAMKRISHNA PALLY. PO-MOHIT NAGAR DIST.-JALPAIGURI, PIN- 735102.

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.
Memo. No.471/EO/P-1 **Dated: 21/07/2025**
Notice
Executive Officer, Purulia-1 Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-02/25-26** dt.21.07.2025, for 26 no. schemes (**Tender ID 2025_DM_880929_1 & 2025_DM_880929_26**) under **15th FC 25-26** within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **28.07.2025 up to 6.55 pm** respectively.
Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L01132WB1893PLC000742
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নংঃ ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নং. ০৩৩ ২২১০০৫৪১।
ই-মেইল ঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইটঃ www.tonganitea.com
স্থানান্তর পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ জানালা
ভৌত শেয়ারের অনুরোধ
SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ার হস্তান্তরের জন্য পুনঃলজমেন্ট অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এককালীন বিশেষ সময়সূচী প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিশেষ সময়সূচীটি ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে মূল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ডকুমেঃ টশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ফেরত / অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজ করা শেয়ারগুলি এই সময়কালে কেবলমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ Niche Technologies Pvt. -এর কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এর কাছে জমা দিতে পারেন। ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা -৭০০০১৭, টেলিফোন নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬, ইমেলঃ nichetechpl2nichetechpl.com। KYC আপডেট করুন এবং ভৌত শেয়ারগুলিকে ডিম্যাট মোডে রূপান্তর করুনন্সারা ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন তাদের KYC আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের ভৌত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলিকে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে (ইলেকট্রনিক ফর্ম) রূপান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারদের তাদের দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ দাবি করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায়, সাত বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সেই শেয়ারগুলি সহ বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (IEPFA) -এ স্থানান্তরিত হবে।
টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা **স্বা /- অরিন্দম রায়চৌধুরী**
তারিখঃ ২১.০৭.২০২৫ **কোম্পানি সচিব**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil), BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIII/122/22/25-26 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of Pot holes by Laying Hot-Mix at Different Roads Jibon Mohini Ghos Park, O.A.K. Sarani, M.G. Road bye Lane, Nona Math Govt. Colony etc. in Ward No. 122, BR-XIII**. Work Value : **Rs. 3,86,411.65**; Earnest Money : **Rs. 7,800.00**; Period of Completion : **30 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **31.07.2025 up to 11 a.m.**; Tender will be opened on : **02.08.2025 - 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 from 5 p.m.**; The Website : **https://etender.wb.nic.in**
The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works :
1) NIT No. : X/095/022/2025-2026
Name of the Work : **Maintenance of Asphaltum Road by Laying of Hot Asphaltum Mix near 8/6 Bijoygarh, 2/99 Azadgarh etc. in Ward No. -95, BR-X**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,389.81**; Earnest Money : **Rs. 3,990.00**; Time of Completion : **90 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **30.07.2025 - 12 Noon**; Date and Time of opening of Bid : **01.08.2025 - 12 Noon**
2) NIT No. : X/099/026/2025-2026
Name of the Work : **Improvement of Passage by providing cement concrete (1:2:4) near 2/135B, 2/83 Vidyasagar Colony etc. in Ward No.-99, BR-X**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,899.53**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **75 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **31.07.2025 - 12 Noon**; Date and Time of opening of Bid : **02.08.2025 - 12 Noon**
3) NIT No. : X/096/12/2025-2026/UT (2nd Call)
Name of the Work : **Repairing of Paver Block passages at different Location (Colony Area) in Ward No.-96, BR-X**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 4,49,763.61**; Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Time of Completion : **60 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **01.08.2025 - 12 Noon**; Date and Time of opening of Bid : **04.08.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 from 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The Website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).
The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/034/25-26
Name of the Work : **Fencing of grill at Pond side Road for protection of Pedestrian at Ghosh Para near Pre. No. 53/1 in Ward No. 126**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,89,516.97**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **05.08.2025 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **07.08.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **28.07.2025 - 5 p.m.**; The Website : **https://etender.wb.nic.in**
704/25-26

ফর্মে নেই করুণ নায়ার, ইংল্যান্ড সফরের মাঝেই বদলালেন দল

লন্ডন, ২১ জুলাইঃ ঘরোয়া মরসুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৯টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। দীর্ঘ সময় পর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও টিম পান। খেলার সুযোগও। প্রত্যাবর্তন ম্যাচে দুর্দান্ত পারফর্মও করেছিলেন। ক্রিকেটের কাছে যে দ্বিতীয় সুযোগ চেয়েছিলেন, ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে সেটা পেয়েছিলেনও। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা দাবি তুলেছিলেন টেস্ট ক্রিকেটেও ফেরানো হোক করুণ নায়ারকে। ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পেয়েছেন। যদিও প্রথম তিন টেস্টে তাঁর সর্বাধিক স্কোর ৪০। তৃতীয় ম্যাচে সুযোগ পাবেন কি না নিশ্চিত নয়। এর মাঝেই দল বদল করলেন করুণ নায়ার। কর্ণাটকের ক্রিকেটার। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে ফর্মের কারণে রাজ্য দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। দ্বিতীয় সুযোগ খুঁজছিলেন। অন্যান্য টিমে ট্রাই করেন। অবশেষে বিদর্ভ তাঁকে সেই সুযোগটা দেয়। বিদর্ভের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন গত মরসুমে। যে কারণে, জাতীয় দলেও প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। আগামী মরসুমে ফিরছেন নিজের রাজ্যেই। ক্রিকেট ওয়েব সাইট ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, কর্ণাটকেই ফিরছেন করুণ নায়ার। শুধু তাই নয়, কর্ণাটকের এক ক্রিকেটার বাসুকি কৌশিক কর্ণাটক ছেড়ে গোয়ায় যোগ দিচ্ছেন। তাঁকে নো অবজেক্ট সার্টিফিকেটও দিয়েছে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা। গোয়া টিমে রয়েছেন মুম্বইয়ের পেস বোলিং অলরাউন্ডার তথা সচিন তেন্ডুলকর পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর। বাসুকি কৌশিকের যোগ দেওয়ায় টিম আরও শক্তিশালী হল বলাই যায়।

এশিয়া কাপ ২০২৫

ভারতের প্রস্তাবে রাজি না হলে আর্থিক সমস্যা বাড়বে পিসিবির

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তানে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে। কারণ ভারত টুর্নামেন্ট সম্পর্কে পাকিস্তানের কোনও দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এমন পরিস্থিতিতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের এই ইভেন্টের উপর সঙ্কটের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। যদি এশিয়া কাপ না হয়, তাহলে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বিশাল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল থেকে তাদের আয়ের অংশ হিসাবে আনুমানিক ৮.৮ বিলিয়ন টাকা উপার্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদন অনুসারে, আইসিসি পিসিবিকে এই আর্থিক বছরে ২৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৭.৭ বিলিয়ন টাকা) বরাদ্দ করেছে। পাক বোর্ড এশিয়া কাপ থেকে ১.১৬ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইভেন্ট থেকে অতিরিক্ত ৭৭.৭ মিলিয়ন টাকা আয়ের আশা করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসি এবং এশিয়া কাপ থেকে আয় পাকিস্তান ক্রিকেটের আর্থিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে, এশিয়া কাপের সময়সূচী এবং ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তা বেড়েই চলেছে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আইসিসির সভায় যোগদান করেননি। নাকভি ভার্চুয়ালি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিবেদন অনুসারে, পিসিবির সিইও সুমাইর আহমেদ আইসিসির সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তবে তিনি এশিয়া কাপের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে ২৪ জুলাই ঢাকায় আয়োজিত এসিসির বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বিসিসিআই বা শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বোর্ডের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাননি। প্রতিবেদন অনুসারে, ঢাকায় সভা করার জন্য পিসিবিকে এসিসির কাছ থেকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, ওমান এবং আরও কিছু সহযোগী সদস্য বোর্ড ঢাকায় না যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিল। আইসিসির সভার ফাঁকে অনুষ্ঠিত আলোচনা সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত এশিয়া কাপের জন্য ভাল ইঙ্গিত দেয়নি, কারণ বিসিসিআই ঢাকায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে প্রস্তুত নয়। এসিসির বর্তমান সভাপতি হলেন নাকভি। সেপ্টেম্বরে ভারতে এশিয়া কাপ আয়োজনের কথা ছিল, কিন্তু পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে বর্তমান অচলাবস্থার কারণে এই ইভেন্টটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দিশেহারা ভারত! ডাক পেলেন তরুণ পেসার

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাইঃ ২৩ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সিরিজে ২-১ ফলে পিছিয়ে থাকা ভারতীয় শিবিরের কাছে এটি কার্যত 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। তবে মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই দল নির্বাচনের দোটানায় পড়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। একের পর এক পেসার চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ায় নতুন করে আক্রমণ সাজানোই এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের। চোটের কারণে চতুর্থ টেস্টে মাঠে নামতে পারছেন না দুই গুরুত্বপূর্ণ পেসার আকাশ দীপ ও আর্শদীপ সিং। এজবাস্টনে নজরকাড়া পারফর্ম্যান্স করে দশ উইকেট নেওয়া আকাশ দীপ কোমরের চোটে ভুগছেন। লর্ডসে খেলার সময় বারবার তাঁকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, হাঁটাচলাও ছিল স্বাভাবিক নয়। সূত্রের খবর, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, অনুশীলনের সময় বোলিং আর্মে গভীর চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন আর্শদীপ সিং। বাঁ হাতে গভীর ক্ষত তৈরি হওয়ায় তাঁর হাতে সেলাই লেগেছে। ফলে তিনিও ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে নেই বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। সিরিজের শুরুতেই জসপ্রীত বুমরাহ জানিয়েছিলেন, তিনি পাঁচটি নয়, সর্বোচ্চ তিনটি টেস্ট খেলতে চান। লিডসে খেলার পর বিশ্রামে ছিলেন এজবাস্টনে, আবার ফিরেছিলেন লর্ডসে। চতুর্থ টেস্টে তাঁর ফের বিশ্রামের সম্ভাবনা ছিল, তবে আকাশ দীপ ও আর্শদীপ ছিটকে যাওয়ায় সেই সম্ভাবনা কার্যত উড়ে গিয়েছে। সিরিজে টিকে থাকতে হলে এখন বুমরাহকেই নেতৃত্ব দিতে হবে পেস আক্রমণে। দলের দ্বিতীয় ফ্রন্টলাইন পেসার হিসেবে নিশ্চিতভাবে থাকছেন মহম্মদ সিরাজ। কিন্তু তৃতীয় পেসার নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। দলে থাকা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও শার্দুল ঠাকুর কেউই সদ্য ফর্মে নেই। শার্দুলের অভিজ্ঞতা রয়েছে বটে, কিন্তু সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স প্রশ্ন তুলছে তাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে। প্রসিদ্ধের গতি থাকলেও ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত। ফলে টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে চিন্তার ভাঁজ। পেস আক্রমণে ঘাটতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি বিকল্প হিসেবে ডেকে পাঠানো হয়েছে হরিয়ানার পেসার অংশুল কম্বোজকে। রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক পারফর্মার অংশুল আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে নজর কাড়েন। সম্প্রতি ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে 'ভারত-এ' দলের হয়ে বেসরকারী টেস্ট সিরিজেও তিনি পারফর্ম করেন। তবে অভিজ্ঞতার অভাব ও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অভিষেকের ঝুঁকি বিবেচনা করে ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। চোট শুধুই পেস বিভাগে নয়, ব্যাটিং অর্ডারেও প্রভাব ফেলেছে। উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋষভ পন্থ এখনও পুরোপুরি ফিট নন। লর্ডস টেস্টে বাঁ হাতের আঙুলে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। যদিও ব্যাট করেছিলেন, তবে কিপিং করেননি। ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁকে ব্যাটার হিসেবে খেলানো হতে পারে, উইকেটের পেছনে দাঁড়াবেন ধ্রুব জুরেল। কিন্তু একাদশে জুরেলকে জায়গা দিতে হলে একজন ব্যাটার বা অলরাউন্ডারকে বাদ দিতেই হবে, যা ব্যালান্সে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। চতুর্থ টেস্টের আগে গম্ভীরের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কীভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে একাদশ সাজানো যাবে। একদিকে রয়েছে অভিজ্ঞদের উপর ভরসা রাখার চাপ, অন্যদিকে রয়েছে তরুণদের ওপর ভরসা করে ঝুঁকি নেওয়ার বাস্তবতা। বোলিং বিভাগে পেসারদের অভাব মেটাতে স্পিনারদের ওপর বেশি দায়িত্ব চাপতে পারে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ টেস্টের একাদশে সুযোগ পেতে পারেন কুলদীপ যাদব। সব মিলিয়ে চোটের কারণে কোণঠাসা ভারতীয় শিবিরে এখন শেষ ভরসা অভিজ্ঞতার ওপর। জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা মতো অভিজ্ঞরা যদি নিজেদের সেরাটা দিতে পারেন, তবেই সম্ভব ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজে সমতা ফেরানো। না হলে আবারও বিদেশ সফরে 'কাছে গিয়েও না-পাওয়া'র হতাশা ঘিরে ধরবে ক্রিকেটপাগল ভারতীয় সমর্থকদের।

ঘরোয়া প্রতিভায় নজর কেরালার! ভারতীয় ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি বাড়ল 'ইয়েলো আর্মিরা'

তিরুঅনন্তপুরম, ২১ জুলাইঃ কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি'র হয়ে নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোলেন তরুণ ফরোয়ার্ড শ্রীকুট্টান। ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলার নয়া চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সাল পর্যন্ত ক্লাবের হয়ে খেলবেন বলে ঘোষণা করেছে কেরালা ব্লাস্টার্স। তিরুঅনন্তপুরমের এই প্রতিভাবান খেলোয়াড় ক্লাবের ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম থেকেই উঠে এসেছেন এবং বর্তমানে মূল দলের অন্যতম সম্ভাবনাময় মুখ। শ্রীকুট্টান ২০২২ সালে কেরালা ব্লাস্টার্স রিজার্ভ দলে যোগ দেন এবং তারপর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আরএফডিএল, সুপার কাপ ও ডুরান্ড কাপ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় তিনি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। ডেভেলপমেন্ট লিগে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গোল তাঁর দক্ষতা ও চাপের মধ্যে গোল করার মানসিকতা তুলে ধরেছে। ২০২৩-২৪ মরসুমে মূল দলের হয়ে অভিষেক ঘটানো শ্রীকুট্টান এখন নিয়মিত প্রথম দলের সঙ্গে অনুশীলনে অংশ নিচ্ছেন। পরিশ্রমী এই সেন্টার ফরোয়ার্ড নিজের শারীরিক শক্তি ও বক্সের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া দিয়ে পরিচিত। সুপার কাপে মাত্র দুই ম্যাচে গোল করে নিজের উপস্থিতি জানান দেন তিনি। কেরালা ব্লাস্টার্সের সিইও অভিক চ্যাটার্জী চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, ''কেরালা ব্লাস্টার্স সবসময়ই স্থানীয় প্রতিভাদের অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। শ্রীকুট্টানের মধ্যে সেই পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং প্রতিভার মিশেল রয়েছে, যা আমাদের ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম সফলভাবে তুলে আনতে পেরেছে। আমরা ওর অগ্রগতিতে গর্বিত এবং ওর ও ওর পরিবারের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'' স্পোর্টিং ডিরেক্টর কারোলিস জানান, ''শ্রীকুট্টান ধৈর্য ধরে নিজেকে গড়ে তুলেছে রিজার্ভ দলে। ওর মধ্যে দারুণ এনার্জি রয়েছে, ট্রানজিশনে বিপজ্জনক হতে পারে এবং গোল করার প্রাকৃতিক প্রবণতা আছে। কোচ ডেভিড ওকে সুপার কাপে সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং ও সেই সুযোগে নিজের প্রতিভা প্রমাণ করেছে। আমরা আশা করছি সামনে আইএসএলে ওর প্রতিভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।'' চুক্তি নবীকরনের পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় শ্রীকুট্টান বলেন, ''কেরালা ব্লাস্টার্স আমার কাছে শুধুই ক্লাব নয়, এটা আমার বাড়ির মতো। এখানে আমি শুধু একজন খেলোয়াড় হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবেও বড় হয়েছি। ক্লাব, কোচ এবং ম্যানেজমেন্ট যে ভরসা দেখিয়েছেন, আমি তার মর্যাদা রাখার জন্য প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে যাব।'' এই চুক্তি কেবলমাত্র শ্রীকুট্টানের জন্য নয়, বরং কেরালা ব্লাস্টার্সের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দিকেও ইঙ্গিত করে। ঘরোয়া প্রতিভা তুলে আনার যে দায়িত্ব কেরালা ব্লাস্টার্স নিয়েছে, তা এই ধরনের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হয়। বর্তমানে যেখানে বেশিরভাগ ক্লাব বিদেশি খেলোয়াড়দের উপর নির্ভরশীল, সেখানে কেরালা ব্লাস্টার্স নিজের ঘর থেকেই ভবিষ্যতের তারকা গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক।

এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপে পাকিস্তান নয় এবার, ভারতের কাঁটা প্রতিবেশী বাংলাদেশ!

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ প্রথমবারের মতো এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপে জায়গা করে নিয়ে ইতিহাস গড়েছে ভারত ফুটবল দল এবং বাংলাদেশের মেয়েরা। থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে সঙ্গীতা বাসফোরের জোড়া গোলে আয়োজক দল থাইকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার টিকিট নিশ্চিত করেছে ভারত। অন্যদিকে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্বে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে থেকে প্রতিযোগিতার টিকিট নিশ্চিত করে সাবিনা-কৃষ্ণারা। অন্যদিকে, 'এ' গ্রুপ থেকে নাটকীয় পরিস্থিতিতে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ইরান। জর্ডানের সমান ৯ পয়েন্ট অর্জন করলেও মুখোমুখি লড়াইয়ে জয়ের সুবাদে এগিয়ে থেকে জায়গা নিশ্চিত করে মধ্যপ্রাচ্যের এই দলটি। জর্ডানকে ২-১ গোলে হারানোই তাদের টিকিট নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি হয়। এর মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়ান ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার এই টুর্নামেন্টে খেলবে ইরানের মহিলা ফুটবল দল। ইরানের কোচ মারিজিয়েহ জাফরি এই অর্জনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ''আমাদের মেয়েরা শুধুমাত্র মাঠে নয়, মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে এই সাফল্য অর্জন করেছে। লজিস্টিক্যাল সীমাবদ্ধতা ও মানসিক চাপ সত্ত্বেও তারা নিজেদের সেরাটা দিয়েছে।'' এই টুর্নামেন্টে বাছাই ছাড়াই সরাসরি জায়গা পেয়েছে চারটি দল আয়োজক অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চিন। শক্তিশালী এই চার দলের সঙ্গে বাছাই থেকে জায়গা করে নিয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, ইরান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, উজবেকিস্তান, ফিলিপাইন্স এবং উত্তর কোরিয়া। আগামী ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার ড্র। ড্র-য়ে ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে একই পটে থাকছে ইরান। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত সুবিধা হতে পারে, কারণ একই পটে থাকা দলগুলো সাধারণত গ্রুপ পর্বে একে অপরের মুখোমুখি হয় না। তাতে কিছুটা হলেও গ্রুপ পর্বে তুলনামূলক সুবিধাজনক প্রতিপক্ষ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশ দলের এই অসাধারণ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, উন্নত প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত পরিকল্পনা। নারী ফুটবলে ধারাবাহিক সাফল্য এবং বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অর্জন এই জায়গায় পৌঁছাতে বড় ভূমিকা রেখেছে। এবার এশিয়ান কাপে খেলতে যাওয়ার অর্থ শুধুমাত্র একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া নয়, বরং এটা বাংলাদেশের নারীদের জন্য একটি স্বপ্নপূরণের গল্প। ২০২৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিতব্য এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র এক ক্রীড়া আয়োজন নয়, বরং নারী ক্ষমতায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। এখন অপেক্ষা ২৯ জুলাইয়ের ড্রয়ের, যেখানে জানা যাবে ভারত এবং বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কারা হবে এই আসরে।

অনুশীলনের প্রথম দিনে খোশ মেজাজে লাল-হলুদের তিন বিদেশি ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ ডুরান্ড কাপের কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই অনুশীলন শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এক্ষেত্রে বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শুরু করেছিলেন দলের অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলাররা। সময় এগোনোর সাথে সাথেই দলের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছিলেন বাকিরা। তারপর সময় এগোনোর সাথে সাথেই শহরে পা রাখতে শুরু করেন দলের বিদেশি ফুটবলাররা। দিন কয়েক আগেই শহরে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনের নয়া তারকা ফুটবলার মহম্মদ রশিদ এবং গ্রীক ফরোয়ার্ড দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকস। গভীর রাতে শহরে পা রাখার পর তাঁদের নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। তারপর শনিবার কলকাতায় পা রাখেন দলের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল। সেইসাথে শহরে চলে আসেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজন। শেষ মরসুমটা খুব একটা ভালো না গেলেও এবার সেই সমস্ত হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে দলকে ট্রফি জেতানোই অন্যতম লক্ষ্য এই স্প্যানিশ কোচের। সেইমতো তাঁর পছন্দ অনুযায়ী এবার স্কোয়াড সাজিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। যেখানে এবার স্থান পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান থেকে শুরু করে আর্জেন্টাইন, স্প্যানিশ, গ্রীক সহ ফিলিস্তিনি ফুটবলাররা। বলতে গেলে এবার এক বৈচিত্রপূর্ণ স্কোয়াড নিয়ে এবার সাফল্য পেতে মরিয়া লাল-হলুদ শিবির। শনিবার দলের অনুশীলনে ছুটি থাকায় রবিবার থেকেই অস্কার ব্রুজনের তত্ত্বাবধানে পুরো দমে অনুশীলন শুরু করে দেয় মশাল ব্রিগেড। সেখানে দলের অধিকাংশ ফুটবলাররা চুটিয়ে অনুশীলন করলেও কোচের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়েই দলের অনুশীলনে নজর রাখতে দেখা যায় মিগুয়েল ফিগুয়েরা থেকে শুরু করে কেভিন সিবিল এবং সাউল ক্রেসপোকে। আসলে গত শনিবার গভীর রাতে শহরে এসেছিলেন কেভিন। তারপর রবিবার শহরে আসেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং গতবারের অধিনায়ক তথা মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপো। এই তিন ফুটবলারের দীর্ঘ বিমান যাত্রার কথা মাথায় রেখেই এদিন তাঁদের বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেজন্য, অনুশীলনে এলেও বল পায় মাঠে নামতে দেখা যায়নি এই তিন বিদেশি ফুটবলারকে। অল্প সময়ের মধ্যেই টিম হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে আগামী কাল থেকেই হয়তো দলের সঙ্গে যোগ দেবেন এই তিন তারকা।

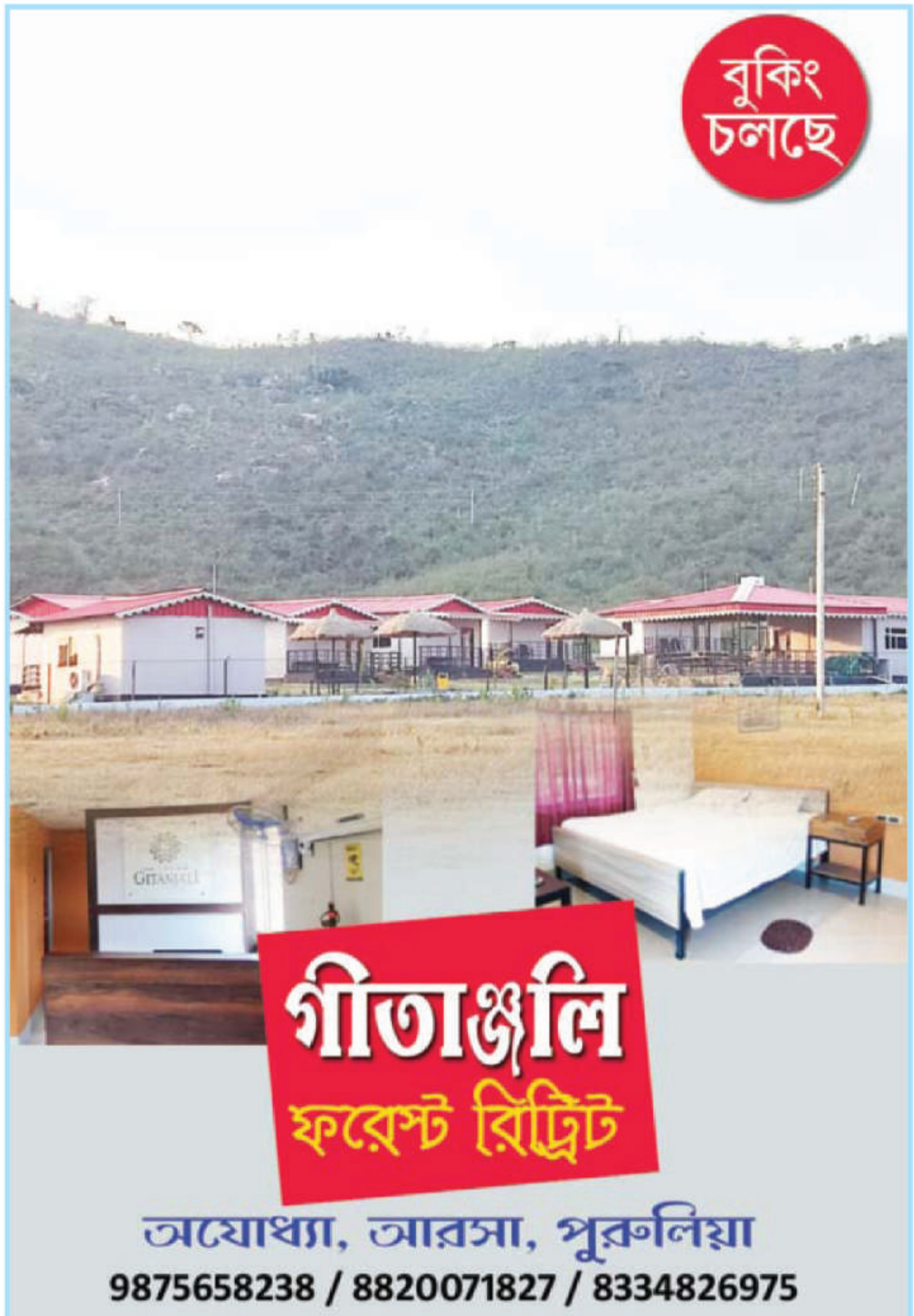

ফুটবলের সঙ্গে সংস্কৃতির মিলন! ডুরান্ডের উদ্বোধনে থাকছে জমকালো আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ ফুটবলপ্রেমীদের জন্য অপেক্ষার অবসান। ২৩ জুলাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কিক অফ হতে চলেছে ২০২৫ ডুরান্ড কাপের। এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনালগ্নে কলকাতার মাটি আবারও সাক্ষী থাকবে এক বর্ণাঢ্য উৎসবের। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও সাউথ ইউনাইটেড। তবে মাঠে বল গড়ানোর আগে নজর থাকবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিকে, যা এবার আরও জমকালো এবং ঐতিহ্যবাহী হতে চলেছে। এবারের ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩ সালে তিনি বল কিক মেরে ডুরান্ডের সূচনা করেছিলেন। গতবার সরকারি সফরে দিল্লিতে থাকায় উদ্বোধনী মঞ্চে থাকতে পারেননি, তবে এবার ফিরছেন চেনা ভূমিকায়। সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রতিবারের মতো এবারও ডুরান্ডের উদ্বোধন হচ্ছে রাজকীয় কায়দায়। বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শুরু হবে অনুষ্ঠান। সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে আকাশে 'ফ্লাইপাস্ট' থাকছে দৃষ্টিনন্দন এয়ার শো। সেনার বিভিন্ন ডিভিশনের সদস্যরা তুলে ধরবেন তাঁদের নিজস্ব দক্ষতা ও ঐতিহ্য। গোর্খা রেজিমেন্টের 'কুকরি শো', শিখ রেজিমেন্টের 'ভাংড়া', মার্শাল আর্ট এবং আরও অনেক কিছু। সেনাবাহিনীর নিজস্ব ব্যান্ডের তালে তালে এই পারফর্ম্যান্সগুলো তুলে ধরবে দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলার বার্তা। এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজকরা স্থানীয় সংস্কৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই কারণেই বাংলার বাউল গান এবং ছৌ নৃত্য এবার বিশেষভাবে জায়গা করে নিচ্ছে মঞ্চে। বাংলার মাটির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে এমন আয়োজন নিঃসন্দেহে বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের গর্বিত করবে। শুধু কলকাতা নয়, এবারের ডুরান্ড কাপের চারটি আয়োজক শহর জামশেদপুর, ইম্ফল, কোকরাঝাড় এবং শিলংতেও প্রথম ম্যাচের আগে স্থানীয় সংস্কৃতি ও সেনা বাহিনীর উদ্যোগে ছোট পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। কেন্দ্রীয় থিম থাকবে দেশাত্মবোধ, ঐতিহ্য এবং খেলাধুলার সমন্বয়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে টিকিট বিক্রি। অনলাইনের পাশাপাশি মাঠের তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান-তাঁবু এবং যুবভারতীর কাউন্টার থেকেও টিকিট মিলছে। ম্যাচের দিন সংশ্লিষ্ট ক্লাবের তাঁবু থেকেও মিলবে প্রবেশপত্র। ডায়মন্ডহারবার এফসির ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে মহামেডান ক্লাব থেকেও। তবে ম্যাচের দিন যুবভারতীর কাউন্টার বন্ধ থাকবে, এমনটাই জানিয়েছে আয়োজক সংস্থা। টিকিটের দামও রাখা হয়েছে সাধ্যের মধ্যে ৫০, ১০০ এবং ২০০ টাকা। ফলে পরিবার নিয়ে মাঠে এসে খেলা উপভোগ করতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষেই, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কিক অফ হবে ইস্টবেঙ্গল বনাম সাউথ ইউনাইটেডের ম্যাচ। দুই দলের লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠের বাইরের আয়োজনও এবারের ডুরান্ড কাপকে করে তুলেছে বিশেষ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com